শকুন্তলা রায়

(নাটক)

ইবসেনের

হেড. গ্যাবলার নাটকের অনুসরণ

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনূদিত ইবসেনের 'হেডা গ্যাবলার' নাটকের বাংলা রূপ 'শকুন্তলা রায়' পড়লাম।

ইবসেনের নাটকের পরিচয় দান আজকের দিনে নিষ্প্রয়োজন, এমন কি বাঙালী পাঠকের কাছেও নিষ্প্রয়োজন। কাজেই সেদিক দিয়ে বলবার কিছু নেই।

বাংলা নাট্যরূপ সম্বন্ধে এইটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে তা একাধারে বাংলা ও নাটক হয়েছে। এমন স্বাভাবিক অথচ বিষম গুণের সমন্বয় বেশি বাংলা নাটকে ঘটে না। ইবসেনের নাটক অভিনয় সিদ্ধ, রঙ্গমঞ্চে কখনো ব্যর্থ হয় না। 'শকুন্তলা রায়' নাটক অনেক পরিমাণে আপন মূল প্রকৃতিকে অবিকৃত রেখেছে, কাজেই রঙ্গমঞ্চে ব্যর্থ হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। অভিনেতৃ সম্প্রদায় বইখানার প্রতি দৃষ্টি দিলে অভিনয়যোগ্য একখানা মার্জ্জিতরুচির নাটক পাবেন। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

চরিত্র-লিপি

নিখিলেশ চ্যাটার্জ্জী

শকুন্তলা চ্যাটার্জ্জী—নিখিলেশের স্ত্রী

পার্ব্বতী দেবী—নিখিলেশের পিসিমা

মঙ্গলা—নিখিলেশদের পরিবারের পুরাতন পরিচারিকা

করিম—নিখিলেশের আর্দ্দালী

হেনা মিত্র— অতীতে নিখিলেশের বান্ধবী ও বর্ত্তমানে রায়পুরের ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান উপেন মিত্র মহাশয়ের স্ত্রী

নিশাপতি রায়—রায়পুরের একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যবহারজীবী ও নিখিলেশদের পরিবারের একজন বিশিষ্ট বন্ধু।

মল্লিনাথ সেন

ঘটনাস্থল

রায়পুর, নিখিলেশদের বাড়ীর ভিতরের দিকে একখানি বসিবার ঘর

কাল—বর্ত্তমান

প্রথম অঙ্ক

[রায়পুর—নিখিলেশের বাড়ীর ভিতরের দিকে একখানি বসিবার ঘর। ঘরখানি বেশ বড়, আসবাবপত্র সাজ সরঞ্জামের মধ্যে বেশ একটি রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। দেয়ালে নূতন রং করা হইয়াছে। পিছন দিকে বড় দরজা—দরজার পর্দ্দা দুই পার্শ্বে সরানো রহিয়াছে। দরজা দিয়া আর একটি ছোট ঘরের মধ্যে যাওয়া যায়—সে ঘরটির সজ্জা প্রায় একই রূপ। দক্ষিণ দিকে আর একটি দরজা—দরজা ঠেলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী বড় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। বাম দিকের দেয়ালে কাচ-বসানো দরজা, তাহারও পর্দ্দা সরানো। শার্সির মধ্য দিয়া বারান্দা ও উদ্যানের একটি অংশ দেখা যাইতেছে। ঘরের মধ্যস্থলে ডিম্বাকৃতি একটি টেবিল তাহার উপর সুন্দর কাজ-করা একটি টেবিল-চাপা, চারিপার্শ্বে কয়েকখানি চেয়ার। দক্ষিণ দিকের দেয়াল ঘেঁসিয়া একটি বড় আরামকেদারা ও তাহার সম্মুখে পা রাখিবার একটি কুশন। উহার পিছনে দক্ষিণ কোণে দুই জনের বসিবার উপযুক্ত একটি সোফা এবং তাহার সম্মুখে একটি ছোট গোল টেবিল। বাম দিকে সম্মুখ ভাগে, দেয়াল হইতে একটু দূরে একটি সোফা। কাচ-বসানো দরজা হইতে একটু পিছনে একটি পিয়ানো। পিছনের দরজার দুই পার্শ্বে দেয়াল-আলমারী উপরের থাকে এবং নীচের থাকগুলিতে নানাবিধ সুন্দর খেলনা সাজানো আছে। আলমারী দুইটি বেষ্টন করিয়া দেয়ালের উপর প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে সুন্দর কাজ-করা। ভিতরের ছোট ঘরের পিছন দিকে দেয়ালের নিকট একটি সোফা, একটি টেবিল ও তাহার চারিপার্শ্বে কয়েকখানি চেয়ার

রহিয়াছে। সোফার ঠিক উপরে দেয়ালে এক সুন্দর আকৃতি বয়স্ক ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ তৈলচিত্র টাঙ্গানো রহিয়াছে, পরিধানে অশ্বারোহীর পোষাক। টেবিলেব উপর সুন্দর কাচের সেড-যুক্ত আলো ঝুলিতেছে। সম্মুখের ঘরে ছোট গোল টেবিলের উপর ও দেয়ালের তিন দিকে সুন্দর কারুকার্য্য খচিত ব্রাকেটেব উপর রাখা ফুলদান্-গুলিতে টাট্‌কা ফুল রাখা আছে। দুইটি ঘরেবই মেঝেতে কার্পেট বিছান। শীত কাল, সকাল সাড়ে সাতটা হইবে। প্রাতঃকালীন সূর্য্যালোক কাচের শার্সির মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইয়া ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। যবনিকা উঠিতেই দেখা গেল, পার্ব্বতী দেবী পার্শ্বেব বড় ঘর হইতে সম্মুখের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহার পিছনে মঙ্গলাকে দেখা যাইতেছে। পার্ব্বতী দেবীব পবিধানে সাদা থান, গায়ে একখানি সাদা শাল। শালেব উপর সময়ের ছাপ পরিস্ফুট, কোন কোন অংশ রিফু করা হইযাছে তথাপি কোনের সুক্ষ্ম শিল্প কার্য্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পার্ব্বতী দেবীব হাতে একটি থলি, ইহার মধ্যে তাঁহার জপের মালা থাকে। তাঁহার বয়স হইবে প্রায় ষাট, কিন্তু বার্দ্ধক্য তাঁহাব অতীত সৌন্দর্য্যকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিতে পারে নাই। মঙ্গলার বয়স প্রায় পঞ্চাশ, স্থূলাঙ্গী কর্ম্মঠ। গ্রাম্য স্ত্রীলোক। তাহার হাতে একটী ফুলেব তোড়া।]

পার্ব্বতী দেবী—(পিছনের ঘরের দরজা অবধি আসিয়া মৃদু স্বরে কহিলেন) হ্যাঁ রে মঙ্গলা, এত বেলা হোল এদের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কেন ?

মঙ্গলা—(মৃদু স্বরে) ঐ যে বল্লুম তোমাকে কাল সব অনেক রাত্তিরে বাড়ী ফিরেছিল। বউ ঠাক্‌রুণের সঙ্গে আবার

একরাশ জিনিস পত্তর—কলকাতা থেকে ইষ্টিশনে এসে পড়েছিল। ঐ রাত্তিরেই বাঁধা ছাঁদা খুলে ঠিক জায়গায় সাজিয়ে রেখে তবে না দুজনে শুতে গেল।

পার্ব্বতী দেবী—আহা অনেক রাত করে শুয়েছে বুঝি, তাহলে একটু ঘুমিয়ে নিক। (কাচ-বসান দরজাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) এই দরজাটা বন্ধ করে রেখেছিস কেন? বাইরে কেমন মিষ্টি রোদ উঠেছে (নিকটে গিয়া দরজাটি খুলিয়া দিলেন)।

মঙ্গলা—এটাকে এখন কোথায় রাখি বলতো? (পিয়ানোর নিকটে আসিয়া) এই বাজনাটার ওপর রেখে দিই, কি বল বড়মা?

(উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া পিয়ানোর উপর ফুলের তোড়াটি রাখিয়া দিল)।

পার্ব্বতী দেবী—তোর এখন থেকে নতুন মনিব হোল মঙ্গলা, এখানেই তোকে থাক্‌তে হবে। তোকে ছাড়া আমার বড় কষ্ট হবে রে, কিন্তু উপায় নেই!

মঙ্গলা—(কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল) আর তুমি কি ভাবছ আমারই কষ্ট হবে না! আজ কতকাল তোমার আর ছোটমার সঙ্গে আছি বলতো?

পার্ব্বতী দেবী—যাকগে, ওকথা আর ভেবে কি হবে বল্। নিখিলের তোকে ছাড়া চলতে পারে না—ও তোরই কাছে মানুষ হয়েছিল।

মঙ্গলা—আমি তো তোমার জন্যে ভাবছি না, আমি ভাবছি

ছোটমার জন্যে। আহা! বিছানা থেকে উঠতে পারে না বেচারী। আর তোমার তো ভরসার মধ্যে ঐ নতুন মেয়েটা, সে কি সমস্ত দেখাশুনো করতে পারবে?

পার্ব্বতী দেবী—ওকথা নিয়ে তুই ভাবিস্ না রে মঙ্গলা—সে আমি যাহোক করে চালিয়ে নেব।

মঙ্গলা—আমি আর একটা ভয় করছি বড়মা। আমাকে দিয়ে কি বউ ঠাক্রুণের কাজ চলবে?

পার্ব্বতী দেবী—অবশ্য প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হবেই।

মঙ্গলা—আমরা হলুম বাপু সেকেলে লোক। আর বউ-ঠাক্রুণ হচ্ছেন একেবারে আজকালকার মেয়েছেলে, তার ওপর আবার কিরকম কেতা-দোরস্ত!

পার্ব্বতী দেবী—কেতা-দোরস্ত হবে না! কার মেয়ে বলতো! রায় সাহেবের কথা তোর মনে আছে রে মঙ্গলা? আমার এখনো চোখের ওপর ভাসছে, বাপ বেটিতে ঘোড়ায় চড়ে শিকার করতে যাচ্ছে—আহা! পোষাক পরে মেয়েটাকে কি চমৎকারই না দেখাত!

মঙ্গলা—তা আর মনে নেই, খুব মনে আছে। কিন্তু সে যাই বল বড়মা, আমি কোনদিন ভাবতেও পারি নি ঐ মেয়ের সঙ্গে খোকার বিয়ে হবে।

পার্ব্বতী দেবী—আমিও কোনদিন ভাবতে পারি নি রায়সাহেবের মেয়ের সঙ্গে নিখিলের বিয়ে হবে। হ্যাঁ ভাল কথা, এখন থেকে বউমার সামনে, বাইরের লোকের সামনে

নিখিলকে খোকা বলে ডাকবি না—ওকি আর এখন তোর সেই খোকা আছে রে—বিলেত থেকে কত কি সব পড়ে ডাক্তার হয়ে এসেছে।

মঙ্গলা—হ্যাঁ, বউঠাকরুনও কাল রাতে ফিরে ঐ কথাই বলছিলেন্ বটে! আচ্ছা বড়মা কি রোগের ডাক্তার হয়ে এসেছে গো?

পার্ব্বতী দেবী—রোগের নয়, রোগের নয়! খালি রোগেরই কি ডাক্তার হয়—অনেক বই টই পড়েও আর এক রকম ডাক্তার হওয়া যায়। সে ডাক্তার রোগের ডাক্তারের চেয়ে অনেক বড়। আহা আজ যদি দাদা বেঁচে থাকতেন, খোকা এত বড় হয়েছে দেখে তাঁর কত আনন্দই না হোত! (বলিতে বলিতে চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল) তা হ্যাঁরে, এই সব আসবাবের ওপর সুন্দর কাজ-করা ঢাকা পরানো ছিল, সেগুলো খুলে নিয়েছিস কেন?

মঙ্গলা—কি করব বল—বউঠাকরুন যে বললেন, তিনি আসবাবে ঢাকা পরিয়ে রাখা মোটে পছন্দ করেন না।

পার্ব্বতী দেবী—তাহলে এ ঘরটাকে এরা বসবার ঘরই করবে?

মঙ্গলা—সেই কথাই তো শুনলাম কাল ঠাকরুনের মুখে। অবিশ্যি খোকা—মানে সাহেব কোন কথাই বলেন নি।

[পিছনের ঘরের ভিতর নিখিলেশকে আসিতে দেখা গেল, তাহার হাতে একটি খালি পোর্টম্যাণ্টো। নিখিলেশের বয়স হইবে ত্রিশ-

বত্রিশ, রং ফর্সা, মাঝামাঝি লম্বা, সুগঠিত দেহ, সামান্য একটু স্থুলকায়ই বলা যাইতে পারে, ঘন কৃষ্ণ কেশ, মুখাকৃতি গোল, মুখে, সযত্নরক্ষিত শ্মশ্রু, মুখের ভাব হাস্যময়, চোখে চশমা, পরিধানে ঢিলা পাজামা ও পাঞ্জাবী]।

পার্ব্বতী দেবী—এই যে নিখিলেশ, আয় বাবা, আমি ভাবছিলাম্ এখনো ঘুমুচ্ছিস্ বুঝি।

নিখিলেশ—আরে! পিসিমা (নিকটে আসিয়া প্রণাম করিল) এই সকালেই এসেছ কষ্ট করে। এতটা পথ হেঁটে আসতে হয়েছে নিশ্চয়—তোমাদের ওদিকটায় আবার সকালের দিকে গাড়ীও পাওয়া যায় না।

পার্ব্বতী দেবী—না, না এতে আর কষ্ট কি। আর পাগল ছেলের কথা শোন—তোরা এখন নতুন সংসার পেতেছিস, আমায় তো এখন রোজই আসতে হবে! আমি না এলে তোদের দেখাশুনো করবে কে শুনি? আর তাছাড়া আমরা এখানেই চলে আসতুম্। কিন্তু তোর ছোট পিসির ঐরকম অসুখ, বিছানা থেকে মোটে উঠতে পারে না, বলে "যে কটা দিন আছি আমাকে আর কোথাও নড়িও না দিদি।"

নিখিলেশ—সে ত ঠিকই, নইলে আমারও ইচ্ছে ছিল, তোমাদের সকলকে এখানে নিয়ে আসি। হ্যাঁ ভাল কথা—কাল রাতে ষ্টেশন থেকে বাড়ী ফিরতে কোন কষ্ট হয়নি তো?

পার্ব্বতী দেবী—না, বাড়ী ঠিক পৌঁছে ছিলুম। নিশাপতি একেবারে বাড়ীর দরজা অবধি ছেড়ে দিয়ে এসেছিল।

নিখিলেশ—আমার খুব ইচ্ছে ছিল আমাদের গাড়ী করে তোমাকে পৌঁছে দিই। কিন্তু দেখেছিলে তো শকুন্তলার মালপত্রে সমস্ত গাড়ীটা প্রায় ভরে গিয়েছিল।

পার্ব্বতী দেবী—তা বটে, জিনিষ পত্তরও অনেক ছিল।

মঙ্গলা—আমি বরং যাই, দেখিগে বউ ঠাকরুনের কিছু দরকার আছে কিনা।

নিখিলেশ—না, না, তার দরকার নেই। সে বলে দিয়েছে দরকার হলে নিজেই তোমাকে ডাকবে।

মঙ্গলা—(প্রস্থানোদ্যত) আচ্ছা তবে থাক।

নিখিলেশ—তুমি এক কাজ কর, এই পোর্টম্যাণ্টোটা এখান থেকে নিয়ে যাও।

[মঙ্গলা পোর্টম্যাণ্টোটি লইয়া বড়ঘরের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল]

নিখিলেশ—জানো পিসিমা বিয়ের পরই এখানে চলে আসছিলাম, কিন্তু শকুন্তলা বললে এখানে আসার আগে দিন কতক বাইরে ঘুরে আসবে।

পার্ব্বতী দেবী—তা ভালই করেছিলি বাবা, অত পড়াশুনোর পর শরীর ও মনটাকে একটু বিশ্রাম দেওয়া ভাল।

নিখিলেশ—বিশ্রাম নেওয়া আর হোল কোথায় পিসিমা। তোমায় কাল বললুম না, আমি একটা বই লিখছি—"মধ্যযুগে ভারতীয় গৃহ-শিল্পের অবস্থা"। কমাসই বা বাইরে ছিলুম, সমস্ত সময়টা কেটে গেল পুরনো দিনের নথি-পত্র নকল করতে

—ঐ পোর্টম্যাণ্টোটা দেখলে, ঐটে ভরে গিয়েছিল আমার লেখা কাগজ পত্রে। (পিসিমার গাত্রাবরণের দিকে দৃষ্টি পড়িতে) হ্যাঁ পিসিমা, এটা বাবার আমলের শাল না? ঐ ত কোণেতে বাবার কাশ্মীরী বন্ধুর হাতে-তোলা কাজ রয়েছে। তা হঠাৎ এতদিন বাদে এটাকে বার করেছ?

পার্ব্বতী দেবী— হ্যাঁ সেই শালখানা। এটা আজ পরে এলাম বৌমার খাতিরে।

নিখিলেশ —তার মানে—শকুন্তলার খাতিরে?

পার্ব্বতী দেবী—হ্যাঁবে, তার খাতিরেই এটা গায়ে দিয়ে এলাম। ধর যদি বলে, "চল পিসিমা তোমার সঙ্গে একটু এধার ওধার ঘুরে আসি।" কত বড় ঘরের মেয়ে সে, আমাকে তো এটাও দেখতে হবে আমার সঙ্গে বাইরে যেতে তার যাতে না বাধে।

নিখিলেশ—জানো পিসিমা, এই জন্যেই তোমাকে আমার এত ভাল লাগে—তুমি যখনি কোনকাজ কর সব দিক ভেবে চিন্তে কর। (পিসিমার গা হইতে চাদরটি খুলিয়া লইয়া টেবিলেব পার্শ্বে একটি চেয়ারেব উপব রাখিয়া দিল) তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন পিসিমা? শকুন্তলার আসতে এখনো একটু দেরী আছে—ততক্ষণ এস একটু গল্পগুজব করা যাক্। (তাঁহারা সোফার উপর বসিলেন। পিসিমা তাঁহার হরিনাম জপের মালার থলিটি সোফার এককোণে রাখিয়া দিলেন)।

পার্ব্বতী দেবী—তোকে দেখে আজ আমার কি আনন্দই

যে হচ্ছে নিখিল ! এতটুকু বয়স থেকে তোকে মানুষ করে তুলেছি, আজ তুই লেখাপড়া শিখে কত বড়টি হয়েছিস। আহা, আজ যদি দাদা বেঁচে থাকতেন তোকে দেখে তাঁর কি আনন্দই না হোত !

নিখিলেশ—ছোট বেলায় বাবা মাকে হারিয়েছি, তারপর থেকে তুমিই আমায় মানুষ করে তুলেছ। মাকে জ্ঞান হওয়ার পর দেখিনি, বাবাকে ভাল মনে নেই তোমাকেই দেখেছি, তুমিই আমার সব কিছু।

পার্ব্বতী দেবী—তাহলে বিয়ে করে একেবারে পর হয়ে যাসনি, পিসির জন্যে মনে একটু জায়গা আছে এখনো ?

নিখিলেশ—কি যে বল তুমি পিসিমা ! হ্যাঁ ভাল কথা—ছোট পিসিমার শরীর এখন কেমন, একটুও ভালর দিকে যাচ্ছে না কি ?

পার্ব্বতী দেবী—তার আবার ভাল আর মন্দ, এখন গেলেই হয় ! আজ কবছর ধরে বিছানায় পড়ে আছে নড়তে পর্য্যন্ত পারে না। আগে তবু তুই ছিলি, তোকে নিয়ে আমার সময় কাটত—তুই যখন এম্-এ পাশ করে এসে বললি, "পিসিমা আমি কিন্তু এখন চাকরি করবনা—আমায় এখন অনেক পড়াশুনো করতে হবে, আমায় বই লিখতে হবে" তখন আমার মন খুশিতে ভরে উঠেছিল—যাক আর কিছু হোক আর না হোক তোকে কাছে কাছেই রাখতে পারব। তার পর তোর যখন বিলেত যাবার কথা হোল তখন কিন্তু তোকে বাধা দিতে

পারলাম না, মনে হোল শেষ পর্য্যন্ত তোর উন্নতির পথে বাধা হব! তুই চলে যাওয়ার পরেই তোর ছোট পিসিমা বিধবা হয়ে ফিরে এল। সেই যে এসে রোগে পড়ে বিছানা নিলে, এখন আর নড়বার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত নেই—এখন তাকে নিয়েই আমার সময় কাটে, সে চলে গেলে আমি যে কি করে সময় কাটাব তা আমি ভেবে ঠিক করতে পারিনা! (কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল) তাইত এক এক সময় মনে হয় ভগবান যেন আর কটা বছর তাকে বাঁচিয়ে রাখেন!

নিখিলেশ—ওসব কথা যাক পিসিমা, ভেবে শুধু মনকে অস্থির করে তোলা।

পার্ব্বতী দেবী—দেখ নিখিল সময় কত তাড়াতাড়ি চলে যায়। এই সেদিন তুই এতটুকু ছিলি, আর আজ তোর বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে বলে বিয়ে, রায়পুরের রায়েদের বাড়ীর মেয়ে শকুন্তলার সঙ্গে তোর বিয়ে হোল। শকুন্তলা যে আমাদের বাড়ীর বউ হবে তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। কত বড় ঘরের মেয়ে, কি সুন্দর চেহারা, একেবারে আগুনের মত রং তার ওপর আবার লেখা-পড়া জানা, আদব কায়দা দোরস্ত। শুনেছি কলকাতার অনেক নাম-করা পাত্র ওকে পাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল।

নিখিলেশ—(মুখে বিজয়ীর মৃদু হাস্য রেখা ফুটিয়া উঠিল) শুধু কলকাতার কেন, রায়পুরেরও কজন নাম-করা ছেলে ওকে পাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল।

পার্ব্বতী দেবী—তা হ্যাঁরে তোরা দুটিতে যে বিয়ের পর বাইরে বেড়িয়ে এলি, তার গল্প বল্লি না আমাকে ?

নিখিলেশ—সে সব গল্প তুমি শকুন্তলার কাছ থেকে শুনো পিসিমা। আমার কিছুই দেখা হয়নি, পুরোণ নথিপত্র ঘেঁটে আর পড়াশুনো করেই সমস্ত সময়টা কেটে গেল।

পার্ব্বতী দেবী—না না সে গল্প নয়—আমি বলছিলুম কি—বৌমার কিছু—মানে—আমাকে বলবার মত আর কোন নতুন খবর নেই ?

নিখিলেশ—খবর আর কি দেব পিসিমা, সব কথাই তো তোমাকে চিঠিতে জানাতুম—আমার উপাধি পাওয়ার খবরও তো তোমাকে দিইছি।

পার্ব্বতী দেবী—সে তো তুই আমাকে বললি। আমি বলছিলাম—অন্য কোন খবর—মানে।

নিখিলেশ—তোমাকে দেবার মত খবর আর কি আছে—হ্যাঁ একটা খবর আছে, এখানকার কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাজটা পাব, বোধহয় পয়লা থেকে জয়েন করতে হবে। নিশাপতি কলেজের কর্ত্তাব্যক্তিদের মধ্যে একজন, সে সমস্ত ঠিক করেই আমাকে এখানে আসতে লিখেছিল। তা এ খবরও তো তুমি জান পিসিমা ?

পার্ব্বতী দেবী—(হাসিয়া) দেখ আমার কি ভুলো মন, এ খবরও তো আমি জানি। (বিষয় পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য লইয়া) বেড়িয়ে আসতে তোর কিছু ধার হয়নি তো ?

নিখিলেশ—না ধার হবে কেন? আমার নিজের কাছে কিছু ছিল, তার ওপর তুমি যা পাঠিয়েছিলে তাতেই চলে গেল।

পার্ব্বতী দেবী—তা হলেও তোকে খুব হিসেব করে চলতে হয়েছে নিশ্চয়ই। মেয়েছেলে সঙ্গে থাকলে বেশী খরচা হওয়াই স্বাভাবিক।

নিখিলেশ—তা একটু হিসেব করে চালাতে হয়েছে বই কি। প্রথমে তো ঠিক করেছিলাম সোজা এখানেই চলে আসব। কিন্তু বিয়ের পর দু একদিন যেতে না যেতেই দেখলাম, শকুন্তলা বড় মনমরা হয়ে রয়েছে। জিগ্যেস করলুম, বললে, কিছু ভাল লাগছে না। মনে হোল ভেতরে ভেতরে বোধহয় কোন অসুখ করেছে। ডক্টর সেন কলকাতার নাম-করা ডাক্তার—তিনি বললেন কিছু হয়নি, দুদিন বাইরে ঘুরে আসুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। সেই জন্যে, মানে—নিতান্ত বাধ্য হয়েই তোমাকে টাকার জন্যে লিখেছিলাম।

পার্ব্বতী দেবী—না, না তা বেশ করেছিলি। বিয়ের পর একটু ঘুরে ফিরে আসা ভাল, না হলে সংসার ধর্ম্মে মন বসবে কেন? আর তাছাড়া ও যে ঘরের মেয়ে, ওদের মধ্যে এসবের একটা রেওয়াজ আছে। বিয়ের পর ঘুরে বেড়িয়ে আসা আজকালকার একটা ফ্যাশান। হ্যাঁ ভাল কথা, বাড়ীটা বেশ পছন্দ হয়েছে তো তোর?

নিখিলেশ—চমৎকার বাড়ী! তবে আমার পছন্দর তো

প্রশ্ন নয়—বিয়ের আগে শকুন্তলা একবার বলেছিল, রায়পুরে যদি থাকতেই হয় তাহলে এই বাড়ীটা হলে চমৎকার হয়। তাই তো তোমাকে এই বাড়ীটার কথা লিখেছিলাম। তবে তবে একটা কথা—বাড়ীটা একটু বড়, এই ধর না কেন ভেতরের ঐ ঘরটা আর আমাদের শোবার ঘরের মধ্যে দুটো ঘর, আমাদের কোন দরকারই হবে না।

পার্ব্বতী দেবী—(হাসিয়া) পাগল ছেলের কথা শোন! আজ দরকার হচ্ছে না কিন্তু দুদিন বাদেই দরকার হবে।

নিখিলেশ—ঠিক বলেছ পিসিমা—আমার লাইব্রেরীটাকে বাড়াতে হবে—বইপত্র বেশী কেনা হলেই ঘর দুখানা কাজে লেগে যাবে।

পার্ব্বতী দেবী—(নিজেকে সংবরণ করিবার চেষ্টা করিয়া) হ্যাঁ—মানে—আমিও সেই কথাই বলছিলাম—আর তাছাড়া শকুন্তলার যখন বাড়ীটা পছন্দ, তখন তো কোন কথাই উঠতে পারে না। তবে টাকাটা একটু বেশী পড়ে গেল, সে তো বুঝতেই পারছিস।

নিখিলেশ—(লজ্জিত ভাবে) তাতো বুঝতেই পারছি পিসিমা। তবু কি রকম পড়লো?

পার্ব্বতী দেবী—সমস্ত হিসেব এখনো পাইনি। নিশাপতির কাছে হিসেব আছে, সেই সমস্ত ব্যবস্থা করেছে কিনা।

নিখিলেশ—নিশাপতি যতদূর সম্ভব কমের মধ্যেই করবে

বলে মনে হয়। সে শকুন্তলাকে একটা চিঠিতে ওই কথাই লিখেছিল বলে শুনেছিলাম।

পার্ব্বতী দেবী—তুই ভয় পাসনি বাবা, টাকাটা দিতে হবে তিন কিস্তিতে। তাছাড়া প্রথম কিস্তির টাকা আর এই আসবাব পত্তরের দাম আমি দিয়ে দিয়েছি। বাকী দু কিস্তির টাকার জন্যে তুই ভাবিস নি। সে টাকাও আমি দিয়ে দেব—সে টাকাও আমার কাছে আছে।

নিখিলেশ—সে টাকা তোমার কাছে আছে! এত নগদ টাকা তুমি পেলে কোথায় পিসিমা?

পার্ব্বতী দেবী—কলকাতার বাড়ীটার তো কোন দরকার নেই, তাই ওটাকে বেচে দিলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম বাঁধা দিয়ে প্রথম কিস্তির টাকাটা আর আসবাবের টাকাটা দিয়ে দেব। পরে মনে হোল তোর যদি বাকী দু কিস্তির টাকা শোধ দিতে অসুবিধে হয়। তখন সেই বাড়ী বেচ্‌তে হবে কিন্তু সুবিধেমত দর হয়ত পাওয়া যাবে না। এই সব ভেবে শেষ পর্য্যন্ত বেচেই দিলাম। দামটা অবশ্য তিন কিস্তিতে দেওয়াই ঠিক করেছি। ধর যদি তোর রোজগারের টাকা থেকে ও দু কিস্তি শোধ হয়ে যায়, এই বাকী টাকাটা তাহলে নগদই থেকে যাবে।

নিখিলেশ—(পার্ব্বতী দেবীব সম্মুখে আসিয়া) তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল পিসিমা! নগদ টাকা যা কিছু ছিল সবই আমার লেখাপড়ার পেছনে খরচ করেছ, তোমার সম্বল

বলতে ছিল, রায়পুরের বসত বাড়ী আর কলকাতার ঐ বাড়ীটা—আর তুমি কিনা স্বচ্ছন্দে কলকাতার বাড়ীটা বেচে দিলে !

পার্ব্বতী দেবী—তা হোক, আমার আর সম্বলে কি হবে বাবা, আমার সম্বল তো তুই ! আর তাছাড়া আমি নিশাপতিকে জিগ্যেস করেছিলুম, কই সেও তো বললে না আমি অন্যায় করেছি।

নিখিলেশ—তাহলেও এটা তুমি খুব অন্যায় করেছ পিসিমা !

পার্ব্বতী দেবী—কিছু অন্যায় করিনি বাবা। তোর সংসার গুছিয়ে দিতে কিছু টাকা খরচ করেছি, আর সে টাকা তো তোরই—আমার আর তোর ছোট পিসিমার যা কিছু আছে সে তো তুই সব পাবি। দাদা বৌদি মারা গেলেন, তারপর থেকে তোকে আমিই মানুষ করে তুলেছি। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল তোকে বড় করে তোলা, তোকে দিয়ে বংশের মুখ উজ্জ্বল করে তোলা। এক এক সময় ভয় হোত, হয়ত বা পারবো না। কিন্তু আমার ওপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ ছিল তাই সে চেষ্টা আজ আমার সফল হয়েছে—আজ আর তোর সামনে কোন বাধা নেই।

নিখিলেশ—তা যা বলেছ পিসিমা। আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্নই বলতে হবে—যেটুকু বাধা এসেছিল তাও যেন আপনা থেকেই কেটে গেল।

পার্ব্বতী দেবী—বাধা বলে বাধা—এই মল্লিনাথের কথাই

ধর্না। স্কুলে, কলেজে প্রত্যেক পরীক্ষায় সে তোর চেয়ে ভাল হয়ে পাশ করেছে। বৃত্তি পরীক্ষা তোর সঙ্গে তারও দেবার কথা ছিল, কিন্তু কলকাতায় কে একটা মেয়ের সঙ্গে কি সব কেলেঙ্কারীর জন্যে তার পরীক্ষা দেওয়া হোল না। তোর বরাৎ ভালই বলতে হবে, নইলে পরীক্ষা দিলে, বৃত্তি নিশ্চয় ওই পেত—আর বৃত্তি না পেলে, শুধু আমার পয়সায় আমি তোকে বিলেত পাঠাতেও পারতুম না। ওঃ! কি অহঙ্কার ছিল ছেলেটার—তা যেমন অহঙ্কার ছিল—ছাইও পড়েছে অহঙ্কারের মুখে ঠিক তেমনি!

নিখিলেশ—মল্লিনাথ তো শুনেছিলাম এই রায়পুরেরই কাছাকাছি কোথায় থাকে। কি করে কিছু শুনেছ কি?

পার্ব্বতী দেবী—এই রায়পুরেরই কাছাকাছি কোন এক বড়লোকের বাড়ীতে থাকে শুনেছিলাম। কি একটা বই নাকি লিখেছে—

নিখিলেশ—বই লিখেছে! মল্লিনাথ? তুমি ঠিক শুনেছ তো?

পার্ব্বতী দেবী—সেই রকমই তো শুন্লাম, ভগবান জানে, কি বই ভাল কি মন্দ! তা তুইও তো কি একখানা বই লিখছিস্, কি নাম বল্লি যে?

নিখিলেশ—"মধ্য যুগে ভারতীয় গৃহ-শিল্পের অবস্থা।"

পার্ব্বতী দেবী—বাবা! এত বড় ব্যাপার নিয়ে বই লিখছিস্!

নিখিলেশ—লিখ্‌তে এখনো আরম্ভ করি নি। এখন পুরোনো বই আর নথি-পত্র থেকে তথ্য যোগাড় করে তাদের ঠিক মত সাজিয়ে নিতে হচ্ছে।

পার্ব্বতী দেবী—ও সব ঠিক হয়ে যাবে। যোগাড় করা আর সাজিয়ে রাখাতে ছোট বেলা থেকেই তোর জুড়ি নেই. ওটা তুই তোর বাপের কাছ থেকে পেয়েছিস্।

নিখিলেশ—আরও কটা দিন যাবে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে, তারপর লেখা আরম্ভ করব।

পার্ব্বতী দেবী—যাক্ এতদিন পরে আমি একটু নিশ্চিন্দি হলুম। তুই লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে উঠেছিস্, তোর নিজের বাড়ী ঘর হয়েছে, শকুন্তলার মত মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়েছে—এতদিন পরে আমি একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌লুম।

নিখিলেশ—(প্রণাম করিয়া) এ সমস্তই তোমাদের আশীর্ব্বাদে পিসিমা। (একটু থামিয়া) জান পিসিমা এই পৃথিবীতে এসে যা কিছু আমি পেয়েছি তার মধ্যে শকুন্তলাই আমার শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি (পিছনের ঘরের দিকে দেখিয়া) ঐ তো শকুন্তলা আসছে না ?

[পিছনের ঘরের দরজা দিয়া শকুন্তলার প্রবেশ। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হইবে, দেখিতে সুন্দর, গায়ের রং ফর্সা, মুখে অভিজাত সম্প্রদায় সুলভ শিক্ষা ও রুচির পরিচয় বর্ত্তমান, ঘন কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুতারকার দিকে তাকাইলে মনে হয় তাহারা যেন দৈনন্দিন সাংসারিক ব্যাপার

সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন—পরিধানে সাদা জমির সিল্কের শাড়ী, গায়ে একটি মর্নিং-গাউন জড়ানো]।

(পার্ব্বতী দেবী শকুন্তলার দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। শকুন্তলা নমস্কার করিবার ভঙ্গীতে হস্তদ্বয় উপরে তুলিয়া তাঁহাকে বাধা না দিলে হয়ত তিনি তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইতেন)

পার্ব্বতী দেবী—এই যে শকুন্তলা, এসো মা এসো।

শকুন্তলা—(নমস্কারের ভঙ্গীতে হস্তদ্বয় উপরে তুলিয়া এবং সেই সুযোগে পিসিমাকে আরও নিকটে আসিতে বাধা দান করিয়া) পিসিমা খুব সকালেই এসে পড়েছেন দেখছি, আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বল্‌তে হবে !

পার্ব্বতী দেবী—(কিছুটা অপ্রস্তুত হইয়া) এই চলে এলাম—তা মার আমার নতুন বাড়ীতে ভাল করে ঘুম হয়েছিল তো ?

শকুন্তলা—ঘুম ? তা খুব ভাল না হলেও, একরকম্ হয়েছিল।

নিখিলেশ—ঐ তোমার একরকম্ ঘুম ! আমি যখন উঠলাম্ তখন দেখি তুমি একেবারে পাথরের মত ঘুমুচ্ছ।

শকুন্তলা—সেটা আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে ! (পিসিমার দিকে ফিরিয়া) অবশ্য সব নতুন জায়গাতেই আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যায়। (বাম দিকে দৃষ্টি পড়িতে) নাঃ এ ঝিটাকে নিয়ে আর পারা গেল না, বারান্দার দরজাটা একেবারে হাট করে খুলে দিয়ে গেছে—আমার আবার চড়া রোদ্দুরটা মোটে সহ্য হয় না।

পার্ব্বতী দেবী—তাহলে ওটা বন্ধই করে দেওয়া যাক্ (সেই দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন)।

শকুন্তলা—না, না, তার দরকার নেই, (নিখিলেশকে) তুমি বরং তার চেয়ে পর্দ্দাটা টেনে দাও।

নিখিলেশ—(সেই দিকে গিয়া পর্দ্দা টানিয়া দিল) এই নাও, এবার হয়েছে তো, আলো হাওয়া দুই হল।

শকুন্তলা—তা পিসিমা, আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।

পার্ব্বতী দেবী—না, আমি আর বসব না, মা। তোমাদের ঘর-সংসার গোছানো দেখতে এসেছিলাম। দেখা তো হল, এবার আমি যাই—তোমার ছোট পিসি আবার পথ চেয়ে আছে।

শকুন্তলা—ও তাই নাকি, তাহলে তো আপনার আর থাকা চলে না। ছোট পিসিমাকে বলবেন, আমি একদিন এর মাঝে গিয়ে তাঁকে দেখে আসবো।

পার্ব্বতী দেবী—(কাপড়ের মধ্য হইতে একটি প্যাকেট বাহির করিলেন) নিখিল, এটা তোর ছোট পিসি পাঠিয়ে দিয়েছে।

নিখিলেশ—(প্যাকেটটি খুলিয়া) এটা দেখছি আমার সেই পুরোনো ভেলভেটের স্লিপার জোড়া, এটা তুমি এতদিন ধরে রেখে দিয়েছ! এই চটি জোড়ার কথাই আমি তোমায় গল্প করেছিলাম শকুন্তলা!

শকুন্তলা—(বিরক্তির সহিত) একবার নয় বহুবার!

নিখিলেশ—(নিকটে গিয়া) এই দেখ শকুন্তলা।

শকুন্তলা—আচ্ছা আমি বুঝি না, একজোড়া চটি-জুতোর মধ্যে এমন কি থাকতে পারে, যা তুমি আমাকে দেখাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলে ?

নিখিলেশ—কি বলছ তুমি শকুন্তলা ? চটির ভেলভেটের ওপর এই কাজ ছোট পিসিমা অসুস্থ শরীরে নিজের হাতে আমার জন্যে বুনেছিলেন—এর প্রত্যেকটা বুননির সঙ্গে আমার অতীতের স্মৃতি রয়েছে জড়িত।

শকুন্তলা—(টেবিলের নিকট গিয়া) তোমার অতীত স্মৃতি জড়িত থাকতে পারে, কিন্তু আমার ওতে কি আছে বলতে পার ?

পার্ব্বতী দেবী—সত্যিই তো নিখিলেশ, শকুন্তলার সঙ্গে ওটার কোন সম্বন্ধই নেই।

নিখিলেশ—না, তা নয়---মানে আমি ভাবছিলাম, এখন তো সে আমাদেরই একজন, তাই—

শকুন্তলা—(নিখিলেশকে বাধা দিয়া) না, এ ঝিকে নিয়ে কিছুতেই আমার চলবে না !

পার্ব্বতী দেবী—মঙ্গলাকে নিয়ে চলবে না ! তার মানে ?

শকুন্তলা---এই দেখুন না, তার পুরোনো চাদরটা আর নোংরা থলিটা এ ঘরে ফেলে গেছে।

নিখিলেশ—(হতবুদ্ধি অবস্থায়, চটি জোড়াটা হাত হইতে পড়িয়া গেল) শকুন্তলা ! কি বলছ তুমি ?

শকুন্তলা—ভাবতো একবার !—বাইরে থেকে যদি কেউ দেখা করতে এসে, এ দুটো এখানে দেখতে পায় !

নিখিলেশ—কিন্তু শকুন্তলা, এ যে পিসিমার চাদর, পিসিমার জপের মালা রাখবার থলি !

শকুন্তলা—তাই নাকি !

পার্ব্বতী দেবী—(লজ্জিত ও বিরক্ত হইয়া) হ্যাঁ—চাদর আর থলি আমারই ! (চাদর ও থলি তুলিয়া লইলেন)

নিখিলেশ—পিসিমা ওই চাদরটা আজ বিশেষ করে তোমারই জন্যে গায়ে দিয়ে এসেছিলেন শকুন্তলা !

পার্ব্বতী দেবী—তাতে কি হয়েছে, চাদরটা সত্যিই পুরোনো—

শকুন্তলা—(ঈষৎ লজ্জিত দেখাইতেছিল) আমি সত্যিই জানতুম না পিসিমা !

নিখিলেশ—চাদরটা পুরোনো হতে পারে, কিন্তু চাদরের কোণে ঐ কাজটা দেখেছ, কি সুন্দর !

শকুন্তলা—(নিকটে আসিয়া দেখিবার ভান করিল) বাঃ বেশ চমৎকার তো !

নিখিলেশ—আচ্ছা পিসিমা তুমি বিচার করে দেখ তো—কাল আমার সঙ্গে শকুন্তলার তর্ক হচ্ছিল। বাইরে থেকে ঘুরে আসার পর ওকে আগে যা দেখেছিলে তার চেয়ে ভারী দেখাচ্ছে না ?

[পিসিমা দক্ষিণ দিকের দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, নিখিলেশের প্রশ্ন শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন]।

শকুন্তলা—(বিরক্তির সহিত) আঃ কি বাজে বকছো !

নিখিলেশ—না, না, বাজে নয় পিসিমা, তুমি হয়তো বুঝতে পারছ না, গায়ে ঐ গাউনটা রয়েছে বলে, আমি কিন্তু পরিস্কার দেখ্‌তে পাচ্ছি—

শকুন্তলা—(চাপা অথচ বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বরে) কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছ না তুমি ! কোন কালে কিছু দেখ্‌তে পেয়েছ।

পার্ব্বতী দেবী—[এতক্ষণ তিনি শকুন্তলাকে লক্ষ্য করিতে-ছিলেন, এইবার নিকটে আসিয়া তাহাকে আপন বাহুর মধ্যে টানিয়া লইয়া গ্রীবা স্পর্শ করিয়া সস্নেহে চুম্বন করিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরে বেশ একটা রহস্যময় ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিল] তাইতো · আমি এতক্ষণ চেয়েও দেখিনি, মাকে আমার কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে ! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সুখী হও, আমার নিখিলকে সুখী কর !

শকুন্তলা—(ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া দূরে সরিয়া গেল, তাহার পর বিরক্তিমিশ্রিত, চাপা কণ্ঠস্বরে) ওঃ অসহ্য !

পার্ব্বতী দেবী—(বড় ঘরের দরজা দিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে) জানিস রে নিখিল, এখন থেকে আমি রোজ তোর এখানে এসে বৌমাকে দেখে যাব।

নিখিলেশ—(পিছনে যাইতে যাইতে) সত্যি আসবে তো পিসিমা ?

[নিখিলেশ ও পিসিমা বড় ঘরের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন]।

[ইতিমধ্যে দেখা গেল শকুন্তলা ঘরে পায়চারি করিতে সুরু

করিয়াছে। একটি হাত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় আর একটি হাতের মধ্যে ধরা, মুখে-চোখে হতাশার ভাব। হঠাৎ কি মনে করিয়া কাচের দরজার নিকট আসিয়া পর্দ্দাটা সজোরে টানিয়া সরাইয়া দিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। বড ঘরের দরজা দিয়া নিখিলেশকে প্রবেশ করিতে দেখা গেল]

নিখিলেশ—(মেঝে হইতে চটি জোড়া তুলিয়া লইয়া) বাইরের দিকে কি দেখছ শকুন্তলা ?

শকুন্তলা—(হতাশাব ভাব সংযত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে) আমি দেখছি ঐ গাছের পাতাগুলোর দিকে। কি রকম হলদে, কি রকম শুকিয়ে গেছে ওগুলো।

নিখিলেশ—(চটি জোড়া কাগজে মুড়িয়া টেবিলের উপর রাখিল) তা তো হবেই, ডিসেম্বর শেষ হতে চলল।

শকুন্তলা—(পুনরায় চঞ্চল হইযা) কত দিন কেটে গেল !—ডিসেম্বর শেষ হতে চলেছে—ভাবতেও পারা যায় না—আমাদের বিয়ে হবার পর এতদিন কেটে গেছে !

নিখিলেশ—কটা দিনই বা হয়েছে—এই তো সেদিন আমাদের বিয়ে হোল। হ্যাঁ, ভালকথা শকুন্তলা, আজ পিসিমার কথাবার্ত্তার ধরনটা একটু অদ্ভুত বলে মনে হোল না তোমার ? কি রকম একটা গুরুত্ব নিয়ে যেন কথা বলছেন, কি যেন একটা চাপা কথা লুকিয়ে আছে তাঁর কথার মধ্যে ? কি মনে হয় বল তো তোমার ?

শকুন্তলা—আমি তাঁকে কতটুকুই বা জানি। ঐ ভাবেই কথা বলেন নাকি ?

নিখিলেশ—না, না, আজকের মত কখনো তাঁকে কথা বলতে শুনি নি !

শকুন্তলা—(কাচ-বসানো দরজার নিকট হইতে নিখিলেশের দিকে সরিয়া আসিয়া) তোমার কি মনে হয়—আজকের ঐ চাদরের ব্যাপারে তিনি খুব রাগ করেছেন নিশ্চয় ?

নিখিলেশ—না, না, রাগ করবেন কেন—আর যদি বা করে থাকেন সে সামান্যই।

শকুন্তলা—আমার ওসবে ভয়ানক রাগ হয়ে যায়। ঐরকম একটা ছেঁড়া চাদর বসবার ঘরের যেখানে সেখানে ফেলে রেখে দেওয়া--এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।

নিখিলেশ—তোমার ভয় নেই, আর কখনো উনি এ ভুল করবেন না।

শকুন্তলা—তবে ওঁর রাগ আমি ঠিক ভাঙ্গিয়ে দেবো। আজ যখন তুমি ওখানে দেখা করতে যাবে, তখন আমার নাম করে সন্ধে বেলা এখানে আসার কথা বলে এসো।

নিখিলেশ—আচ্ছা বলে আসবো ! তবে আর একটা কাজ যদি করতে পারতে—

শকুন্তলা—(নিখিলেশকে কথা শেষ করিতে না দিয়া) কি শুনি ?

নিখিলেশ—আপনি না বলে যদি তুমি তাঁকে নিজের পিসিমার মত তুমি বলে ডাকতে—

শকুন্তলা—(বাধা দিয়া) সে আমি পারব না নিখিলেশ। সে তো আমি তোমাকে বলেই দিয়েছি—তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলে, তোমার যে যেখানে আছে, তাদের সকলকে বাবা, মা, মাসিমা বলে ডাকতে হবে, তা আমি পারবো না। তবু তোমার কথাতেই আমি ওঁকে পিসিমা বলে ডাকছি, তার চেয়ে বেশী নীচেয় নামতে পারব না।

নিখিলেশ—না, না, তা নয়, তবে আমি ভেবেছিলাম্ তুমি তো এখন আমাদেরই একজন—

শকুন্তলা—(নিখিলেশকে কথা শেষ করিতে না দিয়া, অত্যন্ত চঞ্চল ভাবে দুই ঘরের মধ্যবর্ত্তী দরজার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে) আমি বুঝ্তে পারি না কেন যে তুমি আমাকে—(কথা শেষ করিল না)।

নিখিলেশ—(অল্পক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিবার পর) তোমার কি আজ কিছু হয়েছে শকুন্তলা? মনটা কি খারাপ আছে?

শকুন্তলা—মনে আবার কি হবে, মনে হবার মত আছেই বা কি! আমি ভাবছি এই পুরোনো মডেলের পিয়ানোটার কথা। এটা আর এখানে মানায় না।

নিখিলেশ—প্রথম মাসের মাইনে পেলেই এটা বদলে একটা নতুন মডেলের এনে দেব।

শকুন্তলা—না, না, এটাকে বদলানো চলবে না—এর সঙ্গে মিশে রয়েছে আমার অতীতের স্মৃতি। তার চেয়ে বরং এটাকে

পেছনের ঘরে রেখে এ ঘরের জন্যে একটা নতুন মডেলের পিয়ানো কিনে আনলেই চলবে।

নিখিলেশ—(ভীত কণ্ঠস্বরে) হ্যাঁ—মানে—তা করলেও হয়!

শকুন্তলা—(পিয়ানোর উপর হইতে ফুলের তোড়াটি লইয়া) এ তোড়াটা তো কাল রাতে এখানে দেখিনি।

নিখিলেশ—ওটা বোধহয় পিসিমা তোমার জন্যে এনেছিলেন। তাঁর বাগানেও চমৎকার ফুল ফোটে।

শকুন্তলা—(তোড়াটি দেখিতে দেখিতে) এতে একটা কার্ডও লাগানো রয়েছে দেখ্‌ছি। (কার্ডটি বাহির করিয়া লইয়া পড়িল) "এখন চললাম, একটু বাদে এসে দেখা করব"। আন্দাজ কর তো, কে দিয়ে গেছে এই তোড়াটা ?

নিখিলেশ—কে বল তো ?

শকুন্তলা—হেনা, মানে-মিসেস্ হেনা মিত্র।

নিখিলেশ—হেনা! মানে হেনা—আমাদের সঙ্গে কলেজে পড়তো—ওহো, তারও তো এখানেই বিয়ে হয়েছে, বুড়ো উপেন মিত্তিরের সঙ্গে। এত লোক থাক্‌তে হেনা কিনা বিয়ে করলে ওই ঘুসখোর বুড়ো মিত্তিরটাকে!

শকুন্তলা—সেই হেনা, ঘন কালো চুল, চুল নিয়ে তার অহঙ্কার কত! এক সময় তোমার সঙ্গে খুব দহরম্ মহরম্ ছিল না ?

নিখিলেশ—(হাসিয়া) সে ব্যাপারটা খুব বেশীদূর এগোয়

নি। আর তাছাড়া তখন তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না বললেই হয়—সে কথাটা ভুলে যেও না।

শকুন্তলা—কিন্তু তার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসাটা একটু অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছেনা—কলেজ ছাড়ার পর আমার তার সঙ্গে কখনো দেখাও হয় নি। আর তারা তো শুনেছি রায়পুরের বাড়ীতে থাকেও না, মিত্তির তো এখন পলাশপুরের বাড়ীতে বাস করছে।

নিখিলেশ—আমার সঙ্গেও অনেক কাল দেখা হয়নি। আশ্চর্য্য, হেনা কি রকম কেতাদোরস্ত মেয়ে! সে ঐ বুড়োটাকে বিয়ে করে লোকালয়ের বাইরে পলাশপুরের জঙ্গলের মধ্যে পড়েই বা আছে কি করে?

শকুন্তলা—(এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া) আচ্ছা শুনেছিলাম মল্লিনাথ ঐ কাছাকাছি কোথায় রয়েছে না?

নিখিলেশ—সেই রকমই তো শুনলাম।

(বড় ঘরের দরজা দিয়া মঙ্গলা প্রবেশ করিল)

মঙ্গলা—খানিক আগে যিনি ফুলের তোড়া দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি আবার এসেছেন। ঐতো তোড়াটা আপনার হাতেই রয়েছে।

শকুন্তলা— ও—তাই নাকি! তাঁকে ভেতরে নিয়ে এস।

[মঙ্গলা বড় ঘরের দরজা খুলিতে হেনার প্রবেশ। মঙ্গলা বাহির হইয়া গেল। হেনাকে দেখিতে সুন্দর, সৌন্দর্য্যে উগ্রতা নাই, একটা স্নিগ্ধতা বিদ্যমান। সুন্দর একজোড়া চোখ, মুখে-চোখে একটা

কৌতুহলের ভাব মাখানো। মাথায় ঘন কৃষ্ণ কেশের প্রাচুর্য্য, কেশ-রাশি বেণী সংবদ্ধ, বয়স শকুন্তলা অপেক্ষা দুই এক বৎসর কমই হইবে। পরিধানে পশমী জামা ও কাল রঙের জর্জ্জেট।]

শকুন্তলা—(আন্তরিকতার সহিত) এই যে হেনা, এস, এস, তোমায় দেখে বড়ো আনন্দ হোল ভাই !

হেনা—(আত্মসংবরণ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে) অনেকদিন বাদে আবার আমাদের দেখা হোল।

নিখিলেশ—আমাদেরও অনেকদিন বাদে সাক্ষাৎ, কি বল হেনা ?

শকুন্তলা—বড় সুন্দর ফুল দিয়েছ ভাই, কি মিষ্টি গন্ধ—

হেনা—আমি কাল সন্ধের দিকেই আসছিলাম, কিন্তু খবর পেলাম, তোমরা বাড়ীতে নেই।

নিখিলেশ—রায়পুরে এসেছ কবে ?

হেনা—কাল বেলা থাকতেই এসে পৌঁছেচি। সন্ধে বেলার দিকে যখন খবর পেলাম তোমরা বাড়ী নেই, তখন বড় মুষড়ে পড়েছিলাম।

নিখিলেশ—(ব্যাকুল হইয়া) কি হয়েছে হিনি ? (পরমুহূর্ত্তে আত্ম সংবরণ করিয়া) গুরুতর কিছু হয়েছে নাকি হেনা ?

শকুন্তলা—কোন বিপদ আপদ হয়নি তো ?

হেনা—বিপদে পড়েই তোমাদের কাছে এসেছি ভাই। এ সহরে তোমরা ছাড়া এমন কেউ নেই যে একটু পরামর্শ করি।

শকুন্তলা—(টেবিলের উপর তোড়াটি রাখিয়া) এস এই সোফাটায় বসা যাক।

হেনা—বসবার মত আমার মনের অবস্থা নয় ভাই !

শকুন্তলা—কি এমন হয়েছে, যে বসবার মত মনের অবস্থা নয় ! এস বসি (হেনার হাত ধরিয়া বসাইয়া দিয়া নিজে তাহার পাশে বসিয়া পড়িল)।

নিখিলেশ—বাড়ীতে কিছু বিপদ হয়নি তো হেনা ?

হেনা—বিপদ—হ্যাঁ—মানে—আমি ভাবছি তোমরা আমাকে ভুল না বোঝ।

শকুন্তলা—কি হয়েছে, তুমি আমাদের কাছে সব খুলে বল ভাই—

নিখিলেশ—আমাদের কাছে লজ্জা কি—সব খুলে বলবার জন্যেই তো তুমি এখানে এসেছ।

হেনা—না, তোমাদের কাছে আর লজ্জা কি—তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যেই তো এলাম। তাহলে সব কথা খুলেই বলি—অবশ্য যদি না আগে হতে কিছু শুনে থাক—মানে-আমি বলছিলাম—মানে—মল্লিনাথ এখন এখানে !

শকুন্তলা—মল্লিনাথ এখানে—মানে রায়পুরে ?

নিখিলেশ—বল কি ! মল্লিনাথ এই সহরে ! শুনলে শকুন্তলা ?

শকুন্তলা—সব কথাতেই ওরকম আকাশ থেকে পড়ার ভঙ্গী কর কেন বল তো ? আমিও তো শুনলাম কথাটা—

হেনা—প্রায় এক সপ্তাহ হল সে এখানে এসেছে। এ সহর তার পক্ষে বড় ভয়ানক জায়গা। তার সেই পুরোনো দিনের বন্ধু বান্ধব, ওয়েশিস ক্লাব, এদের মাঝে যদি সে একদিন পড়ে তাহলে কি অবস্থা হবে বল তো? এই ভয়ঙ্কর সহরে সাতদিন সে একলা রয়েছে—ভাবনার কথা নয়?

শকুন্তলা—কিন্তু এতে তোমার ভাববার কি থাকতে পারে? সে তো তোমার কেউ নয়?

হেনা—(হতবুদ্ধি অবস্থায়) না—মানে—সে ছেলে-মেয়েদের পড়ায় কিনা।

শকুন্তলা—তোমার ছেলে-মেয়ে?

হেনা—আমার—মানে—আমার স্বামীর আরপক্ষের ছেলে-মেয়ে। আমার কোন ছেলে-মেয়ে হয় নি।

শকুন্তলা—ও, তোমার সতীনের ছেলে-মেয়ে?

হেনা—হ্যাঁ।

নিখিলেশ—(অল্প ইতস্তত: করিয়া) আমি শুনেছিলাম তার স্বভাব চরিত্র বিশেষ ভাল ছিল না। তোমরা যে তাকে টিউটর রেখেছিলে, সে কি ও কাজের যোগ্য ছিল?

হেনা—সে নিজেকে সম্পূর্ণ শুধ্‌রে নিয়েছিল। গত দুবছর তার স্বভাব চরিত্রে কোন দোষ দেখতে পাওয়া যায় নি।

নিখিলেশ—তাই নাকি! শুনলে শকুন্তলা?

শকুন্তলা—(বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে) শুনলাম বই কি!

হেনা—সত্যি বলছি, তার সমস্ত দোষ শুধ্‌রে গিয়েছিল।

কিন্তু আমার সমস্ত চেষ্টা সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হয়ে গেল—আজ সাতদিন হয়ে গেল এই সহরে সে একা, হাতে কিছু নগদ টাকাও রয়েছে, চারদিকে কত প্রলোভন—সত্যি বলছি আমার বড় ভয় হচ্ছে।

নিখিলেশ—সে তো তোমাদের সঙ্গেই ছিল পলাশপুরে, সহর থেকে দূরে—তা সেখানেই রয়ে গেল না কেন ?

হেনা—তার বই ছেপে বার হবার পর থেকেই সে বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। প্রায়ই তাকে বলতে শোনা যেত এই অজ্ঞাতবাস তার আর ভাল লাগছে না।

নিখিলেশ—পিসিমার মুখে শুনছিলাম বটে সে একটা নতুন বই লিখেছে।

হেনা—হ্যাঁ, সভ্যতার অগ্রগতি সম্বন্ধে সে একটা বেশ বড় বই লিখেছে। মাত্র দিন চোদ্দ হোল বইটা বাজারে বেরিয়েছে, এই কদিনে বইটা বিক্রিও নাকি হয়েছে খুব। পরশু প্রফেসর চৌধুরীর মুখে শুনছিলাম, বইটা নাকি চিন্তা জগতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

নিখিলেশ—সত্যি ? তা হবেই না বা কেন ? মল্লিনাথ তো ছেলে খারাপ ছিল না। মাঝখানে যে বিগ্‌ড়ে গেল, নইলে ও রকম প্রতিভা আমি খুব কমই দেখেছি। বইটা বোধহয় যখন ভাল ছিল, তখনকার লেখা—তাই না হেনা ?

হেনা—না, না, আমাদের কাছে আসার পর লিখতে আরম্ভ করেছিল। এই তো সেদিন—মানে গত বছরের গোড়ায়

দিকে লিখ্‌তে আরম্ভ করেছিল, আর শেষ হল সেপ্টেম্বর নাগাদ্‌।

নিখিলেশ—বাঃ শুনলে শকুন্তলা, মল্লিনাথের স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়েছে বল্‌তে হবে!

হেনা—আহা, এই পরিবর্ত্তনটা যদি তার স্থায়ী হয়!

শকুন্তলা—এখানে তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে?

হেনা—না, এখনো হয় নি। তার ঠিকানা যোগাড় কর্‌তে কম পরিশ্রম করতে হয়েছে আমাকে! এই তো সবে আজ সকালে ঠিকানাটা পেয়েছি।

শকুন্তলা—(হেনার প্রতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) তোমার স্বামী মিস্টার মিত্র দেখছি বেশ একটু খাপছাড়া প্রকৃতির লোক!

হেনা—(সচকিত হইয়া) আমার স্বামী! খাপছাড়া প্রকৃতির লোক! কেন কি হয়েছে?

শকুন্তলা—খাপছাড়া নয়? বন্ধুর খোঁজে তোমার স্বামীরই তো আসা উচিৎ ছিল এখানে—তা না করে তিনি কিনা তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন তার খোঁজ করতে!

হেনা—(ব্যস্ত হইয়া) না, না, তাঁর হাতে একেবারে সময় নেই। আর তাছাড়া আমারও কিছু জিনিষ পত্র কেনার দরকার ছিল।

শকুন্তলা—(মুখে মৃদু হাস্য রেখা ফুটিয়া উঠিল) তা হলে অবশ্য অন্য কথা।

হেনা---(দ্রুত উঠিয়া দাঁড়াইল, মুখে চোখে অস্বস্তির ভাব) আমাদের পুরোনো দিনের বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে তোমায় একটা অনুরোধ করছি নিখিলেশ, আশা করি সে অনুরোধ তুমি রাখবে। মল্লিনাথ যদি এখানে আসে তোমার সহানুভূতি, তোমার স্নেহ সে যেন পায়। আমি জানি সে এখানে আসবেই। সে তোমার ছোটবেলার বন্ধু---আর তাছাড়া আমি যতদূর জানি, তোমরা দুজন একই বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করেছ।

নিখিলেশ---এক সময় আমরা বন্ধু ছিলাম বটে।

হেনা---তা জানি বলেই তোমায় আমি অনুরোধ করছি নিখিলেশ, যদি সে এখানে আসে তাকে তোমার বন্ধুত্বের শাসনের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করবে। করবে তো নিখিলেশ? আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর---

নিখিলেশ---আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব হিনি।

শকুন্তলা---ওর নাম হিনি নয়, হেনা!

নিখিলেশ---(লজ্জিত ভাবে) নিশ্চয় করব হেনা, মল্লিনাথের জন্যে আমার যেটুকু সাধ্য, তা আমি করব! তুমি আমার ওপর নির্ভর করতে পার।

হেনা---(নিখিলেশের হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া) তোমার অনেক দয়া নিখিলেশ! তুমি আমাকে বাঁচালে---তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধু! (শকুন্তলার দিকে দৃষ্টি পড়াতে আত্মসংবরণ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে, ভীতস্বরে) মানে বুঝতেই পারছ সে আমার স্বামীর খুব প্রিয় বন্ধু।

শকুন্তলা—(নিখিলেশকে) তোমার কিন্তু মল্লিনাথকে এখানে আসবার জন্যে লিখে দেওয়া উচিৎ। সে নিজের ইচ্ছায় তোমার এখানে হয়ত নাও আসতে পারে।

নিখিলেশ—সেইটাই ঠিক হবে, কি বল শকুন্তলা ?

শকুন্তলা—তুমি এক কাজ কর, এখনি একটা চিঠি লিখে ফেলে দাও। মল্লিনাথের যে রকম প্রকৃতি, দেরী হলে তাকে যদি না পাওয়া যায় ?

হেনা—তাই যদি কর নিখিলেশ, তাহলে বড় ভাল হয়।

নিখিলেশ—আমি এখনি লিখে দিচ্ছি। তোমার কাছে তার ঠিকানা আছে না হেনা ?

হেনা—হ্যাঁ এই যে (তাহার ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে ঠিকানা-লেখা কাগজটি বাহির করিয়া নিখিলেশের হাতে দিল)।

নিখিলেশ—আচ্ছা তাহলে আমি যাই, চিঠিটা লিখে দিই। (এদিক ওদিক দেখিয়া) আরে! চটি জোড়ার প্যাকেটটা আবার কোথায় রাখলাম ? ও এই যে এখানে—(প্যাকেটটি লইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত)।

শকুন্তলা—বেশ ভাল করে বড় একটা চিঠি লিখে দিও, যাতে সে আসতে দ্বিধা না করে।

নিখিলেশ—সে কথা আর বলতে—

হেনা—দেখো, আমি বলেছি একথা যেন প্রকাশ না পায়—

নিখিলেশ—পাগল হলে নাকি তুমি ?

(নিখিলেশ ভিতরের ঘর দিয়া প্রস্থান করিল)

শকুন্তলা—(মৃদু হা'সতে হাসিতে হেনার নিকটে আসিয়া ঈষৎ চাপা স্বরে) এ আমাদের এক ঢিলে দুপাখী মারার মত হল !

হেনা—তার মানে ?

শকুন্তলা—তুমি কি বুঝ্‌তে পারলে না, আমি চাইছিলাম নিখিলেশ যাতে এঘর থেকে যায় ?

হেনা—হ্যাঁ, সে তো চিঠি লেখবার জন্যে ?

শকুন্তলা—মোটেই না—যাতে তুমি আর আমি একা একা এ ঘরে কথা বলতে পারি, সেই জন্যে।

হেনা—কিন্তু তোমার সঙ্গে বলার মত কথা তো আমার কিছুই নেই।

শকুন্তলা—নিশ্চয় আছে—মল্লিনাথের বিষয় এখনো অনেক কিছু বলবার আছে—

হেনা—(ভীত স্বরে, শকুন্তলাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া) কিন্তু ও বিষয়ে আমার আর কিছুই বলবার নেই শকুন্তলা—সত্যি বলছি আর কিছুই বলবার নেই !

শকুন্তলা—(দৃঢ় স্বরে) নিশ্চয় আছে—আমি পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি এখনো অনেক কিছু বলার আছে। এইখানে বস, আরাম করে দুটো কথাবার্ত্তা কওয়া যাক। (শকুন্তলা, হেনাকে একরূপ জোর করিয়া আরাম কেদারায় বসাইয়া দিয়া, নিজে পা রাখিবার টুলটি টানিয়া বসিল)।

হেনা—(হাত-ঘড়ির দিকে দেখিয়া) আমি এখন উঠি ভাই, অনেক দেরী হয়ে গেল।

শকুন্তলা—অত তাড়া কিসের, তার চেয়ে বসে ছুটো ঘর সংসারের কথা বল শুনি।

হেনা—কিন্তু ভাই, ওতেই আমার সবচেয়ে বেশী আপত্তি।

শকুন্তলা—আমার কাছে বলতে আপত্তি কিসের ? আমরা ছুজন স্কুলে একসঙ্গে পড়তাম, মনে পড়ে না তোমার ?

হেনা—হ্যাঁ মনে পড়ে বই কি, তুমি আমার চেয়ে এক ক্লাশ ওপরে পড়তে। ওঃ, তখন তোমাকে কি ভয়ই না করতাম !

শকুন্তলা—(বিস্ময়ান্বিত হইবার ভান করিয়া) ভয় ! আমাকে ?

হেনা—হ্যাঁ ভীষণ ভয় করতাম। সিঁড়িতে তোমার সঙ্গে দেখা হলেই তুমি আমার চুল ধরে টানতে।

শকুন্তলা—টানতাম না কি ?

হেনা—টানতে বই কি। একবার তো তুমি ভয় দেখিয়েছিলে, আমার মাথার সমস্ত চুল পুড়িয়ে দেবে।

শকুন্তলা—কি ছেলেমানুষই ছিলাম তখন !

হেনা—আমিও কি কম ছেলেমানুষ ছিলাম, ঐ কথা নিয়ে কত কান্নাকাটি করেছি। তখনকার কথা ভাব্‌লে মনে হয়—আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে কত দূরে সরে গেছি—তুমি আর আমি—আমাদের ছুজনের মধ্যে এখন কত তফাৎ—আমাদের ছুজনের পরিবেশ এখন কত বিভিন্ন !

শকুন্তলা—তাহলে এক কাজ করা যাক। আমাদের পরিবেশের বিভিন্নতা, মনের পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়ে আবার

আমরা কাছাকাছি সরে আসি। ঠিক স্কুলে যেমন ছিলাম্, তুই আমাকে কুন্তী বলে ডাকতিস্!

হেনা—কিন্তু আমার মনে হয় তুমি ভুল করছ।

শকুন্তলা—ভুল আমি করিনি, আমার বেশ পরিস্কার মনে আছে। (হেনাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া) তাহলে আজ থেকে আবার আমরা পুরোনো বন্ধু!

হেনা—(উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে) তুই কি ভাল মেয়ে রে কুন্তী! অনেক দিন আমার সঙ্গে এরকম মিষ্টি কথা কেউ বলে নি।

শকুন্তলা—তোকে কাছে পেয়ে আমার পুরোনো দিনের কথা সমস্ত মনে পড়ে যাচ্ছে বকুল—

হেনা—(শকুন্তলাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া) তুই বোধহয় ভুলে গেছিস কুন্তী, আমার ডাকনাম ছিল মুকুল।

শকুন্তলা—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, মুকুল—তোর ডাকনাম ছিল মুকুল—দেখেছিস একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। তা যাক্ সে কথা, তুই যে এই মাত্র বললি জীবনে সুখী হতে পারিস নি—তা হ্যাঁরে, নিজের ঘর সংসারেও কি সুখ পাস নি?

হেনা—ঘর সংসার! তবু যদি নিজের সংসার বলে একটা কিছু আমার থাকতো! নিজের ঘর সংসারটাই ছিল আমার সবচেয়ে বড় কামনা, আর জীবনে ঐটাই আমি কোনদিন পেলাম না!

শকুন্তলা—তোকে দেখা মাত্রই আমার মনে এই সন্দেহ হয়েছিল। এখন দেখছি ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম।

হেনা—(শকুন্তলার মুখের উপর অসহায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া) তুই ঠিকই সন্দেহ করেছিলি কুন্তী! ঠিকই সন্দেহ করেছিলি!

শকুন্তলা—আচ্ছা তুই মিত্তির বাড়ীতে প্রথম চাকরি নিয়ে ঢুকেছিলি না?

হেনা—প্রথমে আমি ছেলে মেয়েদের গভর্‌নেস্ হয়ে ঢুকেছিলাম। কিন্তু তখন ওর স্ত্রী একেবারে শয্যাশায়ী, কাজেই সংসারের কাজ কর্ম্মও আমাকে দেখতে হোত।

শকুন্তলা—তারপর সংসারের কাজকর্ম্ম দেখতে দেখতে একেবারে সংসারে কর্ত্রী হয়ে বসলি।

হেনা—(দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সংসারের কর্ত্রীই বটে!

শকুন্তলা—আচ্ছা, কতদিন আগে এ ব্যাপারটা হয়েছিল?

হেনা—কোন ব্যাপারটা? আমাদের বিয়ে?

শকুন্তলা—হ্যাঁ।

হেনা—তা পাঁচ বছর হোল।

শকুন্তলা—পাঁচ বছর! এতদিন হয়ে গেল!

হেনা—তুই জানিস না কুন্তী, এই পাঁচ বছর কি করেই যে আমার কেটেছে! অন্তত শেষের দু তিন বছর! সে তুই ভাবতেও পারিস্ না—ভাবলেও তুই পাগল হয়ে যেতিস্!

শকুন্তলা—(কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ না করিয়া, অত্যন্ত লঘুস্বরে) মল্লিনাথ প্রায় বছর তিনেক হোল পলাশপুরে তোদেরই কাছাকাছি কোথায় আছে না?

হেনা—(শকুন্তলার দিকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) কে ? মল্লিনাথ ? হ্যাঁ আমাদের ওখানেই আছে।

শকুন্তলা—তার সঙ্গে তোর এখানে থাকতে জানাশুনো ছিল নাকি ?

হেনা—জানাশুনো ? সে না থাকারই মত, মানে নামটা শুধু জানতাম।

শকুন্তলা—কিন্তু পলাশপুরে তোর সঙ্গে তো রোজই দেখা হোত ?

হেনা—হ্যাঁ, সে প্রায় রোজ আমাদের বাড়ী আসত। তারপর আমার বিয়ের পরে আমার পক্ষে একা সমস্ত দেখাশুনো করা সম্ভব ছিল না। সেই সময় ছেলেমেয়েদের পড়াবার জন্যে মল্লিনাথকে রাখা হয়।

শকুন্তলা—সে তো পরিস্কার বুঝতে পারছি। কিন্তু তোর স্বামী ? তাঁকে কি প্রায়ই বাড়ীর বাইরে থাকতে হয় ?

হেনা—হ্যাঁ, সে তো ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান্, তাকে সমস্ত জেলায় ঘুরে দেখাশুনো করতে হয়।

শকুন্তলা—মিস্টার মিত্র এখন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান্—এ খবর তো জানা ছিল না। তা যাক সে কথা, আমার কিন্তু মনে হয় মুকুল তোর সব কথা আমাকে খুলে বলা উচিৎ।

হেনা—এমনি বলতে গেলে আমি সমস্ত গোলমাল করে ফেলব। তার চেয়ে তুই প্রশ্ন কর আমি উত্তর দিয়ে যাই।

শকুন্তলা---আচ্ছা মিস্টার মিত্র কি প্রকৃতির লোক ? তোর সঙ্গে ব্যবহার ভাল করেন তো ?

হেনা---এটা ঠিকই তিনি যা করেন, আমার ভালর জন্যেই করেন।

শকুন্তলা—বয়সে কিন্তু তিনি তোর চেয়ে অনেক বড়। আমার মনে হয় তোদের মধ্যে অন্ততঃ বিশ বছরের তফাৎ হবে, তাই নয় ?

হেনা—(কাতর স্বরে) তা প্রায় বিশ বছরের তফাৎ হবে বৈ কি ! ওরে কুন্তী, আমাদের বিবাহিত জীবন যে কতদূর অসহ্য তা যদি তোর এতটুকু ধারণা থাকত ! সে আর আমি—আমাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত, আমাদের পরস্পরের চিন্তাধারার মধ্যে কোন মিল নেই, মন আমাদের ভিন্নমুখী, আমাদের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির একান্ত অভাব।

শকুন্তলা—তিনি তাঁর নিজের ধারণা অনুযায়ী তোকে নিশ্চয়ই ভালবাসেন, কি বলিস ?

হেনা—তা ভাই বলতে পারি না। আমার মনে হয় তিনি আমাকে দাঁতের মাজন বা মাথার তেলের মত একটা প্রয়োজনীয় বস্তু বলে মনে করেন। আর তাছাড়া আমার পেছনে তাঁর খরচও বেশী হয় না।

শকুন্তলা—এ তুই বাজে কথা বলছিস—

হেনা—(উত্তেজিত অবস্থায়) একটুও বাজে কথা বলছি না। এ ছাড়া অন্য কিছু হতেই পারে না ! আমি তাকে খুব

ভালরকম চিনি, তুনিয়াতে একটি লোকই তার কাছে সব্বস্ব আর সে লোক সে নিজে। সামান্য একটু ভালবাসে বোধহয় ছেলেমেয়েদের—এছাড়া, আর নিজেকে ছাড়া, পৃথিবীতে আর কারো যে প্রয়োজন হতে পারে স্নেহের, ভালবাসার এ কথা তার মনে আসতেই পারে না।

শকুন্তলা—আর মল্লিনাথকে ? তাকে নিশ্চয়ই সে ভালবাসে ?

হেনা—সে মল্লিনাথকে ভালবাসে ? একথা কে ঢোকালো তোর মাথায় ?

শকুন্তলা—মল্লিনাথের প্রতি তাঁর যদি স্নেহ নাই থাকবে, তাহলে তিনি তোকে তার খোঁজে এতদূরে পাঠাবেন কেন ? (শকুন্তলার মুখে মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল) আর তাছাড়া তুই নিজেই তো একটু আগে বললি তোর স্বামীই পাঠিয়েছেন তোকে !

হেনা—(হতবুদ্ধি অবস্থায়) বলেছিলাম নাকি ?—হ্যাঁ মনে পড়েছে, ওই কথাই তো নিখিলেশকে বলেছিলাম—(তারপর নিজেকে সংবরণ করিয়া, দৃঢ় অথচ ধীর স্বরে) তাহলে শোন্, সব কথা বলি—

শকুন্তলা (যেন সমস্ত ব্যাপারটি এখনও তাহার নিকট দুর্বোধ্য এইরূপ ভান করিয়া) কি হোল রে তোর ?

হেনা—না, সত্যি কথা চেপে রেখে কোন লাভ নেই। যা সত্যি তা একদিন না একদিন প্রকাশ হবেই। আমার এখানে আসার কথা আমার স্বামী মোটেই জানেন না।

শকুন্তলা—(বিস্মিত হওয়াব ভান করিয়া) তোর স্বামী জানেন না !

হেনা—না আমি যখন এখানে আসি তখন তিনি পলাশপুরে ছিলেন না, কদিনের জন্যে বাইরে গিয়েছিলেন। তুই জানিস না কুন্তী ওখানকাব জীবন কতদূর অসহ্য হয়ে উঠেছিল আমার কাছে। সে নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গতা তুই কল্পনাও করতে পাববি না—

শকুন্তলা—তারপব— ?

হেনা—তারপব আর কি, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাড়ী ছাড়লাম।

শকুন্তলা—কাউকে কিছু না বলে ?

হেনা—হ্যাঁ, একেবারে সোজা এখানে আসার ট্রেন ধরলাম।

শকুন্তলা—তোর সাহস তো খুব দেখছি।

হেনা—(উঠিয়া ঘরে পায়চারি করিতে করিতে) এ ছাড়া আমার আর কিছুই করবার ছিল না।

শকুন্তলা—কিন্তু বাড়ী ফিরে স্বামীকে কি জবাব দিবি ? আর তোর স্বামীই বা কি বলবেন এসব শুনলে ?

হেনা—(টেবিলের নিকট সরিয়া আসিল। দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিযাছে শকুন্তলাব মুখের উপর) তুই কি ভাবছিস, আমি আবার বাড়ী ফিরব ?

শকুন্তলা—নিশ্চয়—

হেনা—ভুল ভেবেছিস তুই। আমি সেখানে আর ফিরে যাব না।

শকুন্তলা—(উঠিয়া হেনার দিকে অগ্রসর হইল) অর্থাৎ তুই চিরকালের জন্যে ঘর সংসার ছেড়ে এসেছিস ?

হেনা—হ্যাঁ—তোকে তো বললাম এছাড়া আমার আর কিছু করবার ছিল না।

শকুন্তলা—কিন্তু তাই বলে এরকম প্রকাশ্যে চলে আসাটা কি খুব ভাল হোল ?

হেনা—এসব জিনিস চাপা থাকে না—আর সে চেষ্টা করারও কোন অর্থ হয় না।

শকুন্তলা—কিন্তু লোকে কি বলবে তা একবার ভেবে দেখেছিস কি ?

হেনা—লোকে যা খুশি বলুক, লোকের কথা আমি গ্রাহ্য করিনা, আর গ্রাহ্য করার মত আমার মনের অবস্থাও নয়। (হেনা নিকটস্থ সোফার উপর বসিয়া পড়িল, তাহাকে খুব ক্লান্ত ও উদ্বেগাকুল দেখাইতেছিল) আমি তো বলেছি, এছাড়া আমার আর কিছু করবার ছিল না।

শকুন্তলা—এখন তুই কি করবি ঠিক করেছিস ?

হেনা—কি যে করব তা নিজেই জানি না। শুধু এইটুকু জানি, এই পৃথিবীতে আমায় যদি বেঁচে থাকতে হয় তবে মল্লিনাথের সঙ্গেই আমাকে থাকতে হবে। মল্লিনাথ যদি এখানে থাকে, তবে আমাকেও এখানে থাকতে হবে।

শকুন্তলা—(একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া হেনার নিকট বসিয়া

পাড়ল) আচ্ছা মুকুল তোর সঙ্গে মল্লিনাথের এই প্রেম—মানে বন্ধুত্ব কি করে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল ?

হেনা—প্রথমে আলাপটা ছিল মৌখিক—সাধারণ বন্ধুত্ব—তারপর ক্রমে ক্রমে তা ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। তখন বুঝলাম ওকে ছাড়া আমার চলবে না। আরও একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম, দেখলাম্, আমার রুচি বোধ, রীতি নীতি, ওর ওপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে।

শকুন্তলা—তাই নাকি ?

হেনা—হ্যাঁ, সে তার অতীতের নিত্য সহচর মদ স্পর্শ করা পর্য্যন্ত ছেড়ে দিলে। তার অন্য সমস্ত বদ অভ্যাসও একটার পর একটা ত্যাগ করতে আরম্ভ করলে। আমি অবশ্য তাকে কখনো মুখ ফুটে কিছু বলিনি, আর সে সাহসও আমার ছিল না। আমার মনে হয়, সে নিজেই বুঝেছিল, মাতাল আর চরিত্রহীনে আমার বড় ঘৃণা।

শকুন্তলা—(একটা ঘৃণার ভাব চাপিতে চেষ্টা করিয়া) তাই নাকি ! তাহলে একেবারে পতিতোদ্ধার করেছিস বল !

হেনা—অন্ততঃ সে নিজে তো তাই বলে। অবশ্য আমার জীবনে তার দানও বড় কম নয়। সে আমায় মানুষের মত কথা বলতে, মানুষের মত চিন্তা করতে শিখিয়েছে—এক কথায় সে একটা জড়ের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

শকুন্তলা—সে তোকেও পড়াতো নাকি ?

হেনা—না, ঠিক পড়াতো না, তবে সে আমার সঙ্গে প্রায়ই

তার আদর্শ, তার চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা করত। তারপর এল আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন, যেদিন সে বললে আমাকে সে তার কর্ম্মজীবনের সহচর রূপে গ্রহণ করবে। সেই দিন থেকেই সে তার নতুন বই লিখতে সুরু করলে। জানিস্ কুন্তী, একথা ভাবলেও আজ আমার আনন্দ হয় যে এই বই লেখার প্রতি মুহূর্ত্তটিতে সে আমাব সাহচর্য্যের প্রয়োজন বোধ করেছে।

শকুন্তলা—তাই নাকি! তাহলে তোবা সেই যাকে বলে জীবনের পথে দুটি সহচর!

হেনা—সহচর! ঠিক ঐ কথাই সে বলত, বলত আমরা জীবনের পথে দুটি সহচর। কিন্তু একটা কথা কি জানিস কুন্তী—আমার জড় জীবনে এরকম প্রাণের সাড়া আর কোন সময়ে আসে নি—তবু যেন আনন্দ উপভোগে বাধা আসে—কেবলি মনে হয় এ সুখ বেশীদিন থাকবে না।

শকুন্তলা—এখনো কি তোর প্রেম তাকে নিশ্চিত আয়ত্তের মধ্যে পায় নি?

হেনা—(মুখে একটা দুঃখের ছায়া ফুটিয়া উঠিল) না, মল্লিনাথকে আমার কাছ থেকে আড়াল করে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্য এক নারী!

শকুন্তলা—(মুখে একটা চিন্তার ছায়া পড়িল) কে কিছু জানিস্?

হেনা—তা ঠিক জানি না। অতীতে মল্লিনাথের সঙ্গে তার

পরিচয় হয়েছিল। তবে এটুকু জানি মল্লিনাথ তাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি।

শকুন্তলা—সে নিজে তোকে এবিষয়ে কিছু বলেছে কি?

হেনা—খুব স্পষ্ট করে কখনো কিছু বলে নি, একবার উল্লেখ মাত্র করেছিল।

শকুন্তলা—(ব্যগ্র ভাবে) কি বলেছিল সে?

হেনা—তাদের যেদিন শেষ দেখা হয়, সেদিন মেয়েটি নাকি মল্লিনাথকে গুলি করে মারবার ভয় দেখিয়েছিল।

শকুন্তলা—(একান্ত উদাসীনের ন্যায়) যত সব বাজে কথা! —এরকম আবার আজকালকার দিনে হয় না কি?

হেনা—অবশ্য সচরাচর শুনতে পাওয়া যায় না। তবে ঐরকম বদমেজাজের কথা শুনে, আমার কিন্তু একটি মেয়ের কথা মনে হয়েছিল। তোমাদের এই রায়পুরেই থাকে, শিরি বাঈ না কি নাম যেন—মাঝে যখন মল্লিনাথ খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল তখন ঐ বাইজীর সঙ্গেই থাকত।

শকুন্তলা—তা হতে পারে, আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

হেনা—আমারও তাই মনে হয়। কেন না শুনেছি শিরি নাকি সব সময়েই নিজের কাছে রিভল্‌ভার রাখে।

শকুন্তলা—তাহলে আর দেখতে হবে না—এই শিরিই তোর আর মল্লিনাথের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে।

হেনা—সাধে কি ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। শিরি থাকে রায়পুরে, মল্লিনাথও রায়পুরে। আমি যে কি করব কিছু ঠিক করতে

পারছি না, মল্লিনাথকে হারাবার কথা আমি ভাবতেও পারি না—

শকুন্তলা—(ভিতরের ঘরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) চুপ। নিখিলেশ আসছে। (হেনার নিকট গিয়া মৃদুস্বরে কহিল) এ সমস্ত কথা যেন তুই আর আমি ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি না জানতে পারে।

হেনা—(ব্যাকুল স্বরে) নিশ্চয়, সে কথা আর বলতে—আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি বাইরের কেউ এ সমস্ত কথা জানতে পারবে না—

[পত্র হস্তে ভিতরের ঘর হইতে নিখিলেশ প্রবেশ করিল]

নিখিলেশ—এই নাও তোমার চিঠি। এ চিঠি পেলে মল্লিনাথকে আসতেই হবে।

শকুন্তলা—ঠিক আছে হ্যাঁ শোন, হেনা এখন বাড়ী যাচ্ছে, পরে আবার আসবে বলেছে। (হেনার দিকে ফিরিয়া) চল্ তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

নিখিলেশ—চিঠিটা কি মঙ্গলার হাত দিয়ে ডাকে পাঠিয়ে দেব ?

শকুন্তলা—দাও আমি তাকে বলে দিচ্ছি। (পত্রটি গ্রহণ করিল)।

[বড় ঘরের দরজা দিয়া মঙ্গলার প্রবেশ]

মঙ্গলা—নিশাপতিবাবু দেখা করতে এসেছেন। তাঁকে কি ভেতরে নিয়ে আসব ?

শকুন্তলা—তাঁকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও—আর শোন—এই চিঠিটা তাকে দিয়ে দিও।

মঙ্গলা—আচ্ছা (পত্রটি লইয়া বাহির হইয়া গেল)।

[নিশাপতির প্রবেশ। নিশাপতির বয়স প্রায় ছত্রিশ, সুন্দর সুগঠিত দেহ, মুখাবয়ব সামান্য গোলাকৃতি। কেশ বিন্যাস, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি দেখিলে মনে হয় দৈহিক সৌন্দর্য্যের প্রতি সবিশেষ যত্ন আছে। চক্ষুতে প্রাণচঞ্চলতার আভাষ, বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। পরিধানে মিহি ধুতি ও শীতের পাঞ্জাবি। মুখে সযত্ন রক্ষিত গুম্ফ, মধ্যস্থল বেশ পুরু, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু হইয়া আসিয়াছে]

নিশাপতি—(শকুন্তলার দিকে ফিরিয়া যুক্তকরে অভিবাদন জানাইল) আশা করি এসময় এসে কাউকে বিরক্ত করলাম না।

শকুন্তলা—নিশ্চয় না।

নিখিলেশ—খুব বিনয় দেখছি যে হে! তোমার কি এখানে সময় দেখে আসার সম্পর্ক? (হেনার দিকে দৃষ্টি পড়িতে) এস তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অভিভাবকও বলতে পারো, নিশাপতি রায়, রায়পুরের নামকরা উকীল, এখানকার নতুন কলেজের পরিচালক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য (নিশাপতির দিকে ফিরিয়া, হেনার দিকে হাত দেখাইয়া) আর ইনি আমাদের একজন বান্ধবী মিস্ হেনা মিত্র—

শকুন্তলা—(বাধা দিয়া) ভুল করছ, উনি মিস্ নয় মিসেস্।

নিখিলেশ---(লজ্জিত ভাবে) সত্যি বড় ভুল হয়ে গেছে---ইনি মিসেস্ হেনা মিত্র---আমাদের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান উপেন মিত্র মহাশয়ের স্ত্রী।

(হেনা ও নিশাপতিব পবস্পব পবস্পবকে অভিবাদন জ্ঞাপন)

নিশাপতি---আমাদের মধ্যে সামান্য পরিচয় আছে, আজ সে পরিচয় আরো ঘনিষ্ঠ হবে জেনে আনন্দ হচ্ছে।

শকুন্তলা---মনের আনন্দ মনেই থাক নিশাপতি বাবু। হেনার আর সময় নেই, ও এখনি চলে যাবে।

হেনা---সত্যি আজ আমার মাপ করবেন নিশাপতি বাবু। আজ আমাব হাতে একটুও সময় নেই, আর একদিন এসে আপনার সঙ্গে পরিচয়টা ঘনিষ্ঠতর করে নিয়ে যাব।

শকুন্তলা---চল তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি, (হঠাৎ নিশাপতির দিকে ফিবিষা) রাত্রে স্টেশনে আপনার সঙ্গে দেখা হবার পর একটা কথা আমার মনে হয়েছিল আপনার সম্বন্ধে---

নিশাপতি---কথা মনে হয়েছিল---আপনার---আমার সম্বন্ধে! শুনতে বড় কৌতূহল হচ্ছে, বলুন না, অবশ্য যদি বাধা না থাকে?

শকুন্তলা---ভাগ্য আপনাকে একটা সম্পদ দিয়েছে নিশাপতি বাবু, সে হচ্ছে আপনার সুচেহারা, আপনার সুগঠিত আকৃতি সত্যিই চোখের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক।

নিশাপতি---চেহারাটা ভাল এই সুখ্যাতিটা অখ্যাতির

বোঝার মত চিরকালই সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে, তবুও আপনার কাছ থেকে এটা পাওয়ার জন্যে ধন্যবাদ !

নিখিলেশ---আর শকুন্তলাকে দেখলে তোমার কি মনে হয় নিশাপতি ? তার স্বাস্থ্যটা আগের চেয়ে ভাল হয়নি কি ?

শকুন্তলা---(বিরক্ত হইয়া) আমার দেহ ছাড়া তোমার তো আর বক্তব্য কিছু নেই দেখছি। স্টেশনে নিশাপতি বাবু যে তোমার জন্যে অত কষ্ট করলেন, তার জন্যে একটা ধন্যবাদও কি তাঁর প্রাপ্য নয় ?

নিশাপতি---(ব্যস্ত হইয়া) না না ধন্যবাদের কি করেছি আমি, যেটুকু করেছি সে তো আমার কর্ত্তব্য।

শকুন্তলা---ওঃ দেখেছ ! এদিকে হেনাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। চল রে চল, তোর আবার দেরী হয়ে যাচ্ছে---

হেনা---আচ্ছা, আজ তাহলে আসি নিশাপতি বাবু (বিদায় নমস্কার জ্ঞাপন করিয়া শকুন্তলার সহিত বড় ঘরের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।)

নিশাপতি---আশাকরি তোর স্ত্রী এবার সন্তুষ্ট---

নিখিলেশ—নিশ্চয়, বাড়ী তার খুব পছন্দ, সে তোকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছে ! অবশ্য এখনও দু একটা ছোট-খাট জিনিসপত্র কেনা বাকী আছে—

নিশাপতি---তাই নাকি !

নিখিলেশ---অবশ্য শকুন্তলা বলেছে, সে সমস্ত ও নিজেই

কিনে নেবে, তার জন্যে আর তোকে কষ্ট করতে হবে না। তা হ্যাঁরে দাঁড়িয়ে কেন বস---

নিশাপতি---(চেয়ারে বসিয়া) আমি তোকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম নিখিলেশ---

নিখিলেশ---কথা ? ও বুঝেছি, এইবার আরম্ভ হবে কাহিনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটা, অর্থাৎ টাকার কথা তাই নয় ?

নিশাপতি---না টাকার কথা নয়, সে দিকটা পিসিমা ব্যবস্থা করেছেন। অবশ্য পিসিমার কথাটা ভেবে, আমার আর একটু বুঝে খরচ করা উচিৎ ছিল---

নিখিলেশ---পিসিমার দিকটা ভাবলে অবশ্য তাই আমাদের উচিৎ ছিল। কিন্তু শকুন্তলার কথাটা ভেবেছিস তুই ? এর চেয়ে দীনতার মধ্যে আমি তো তাকে কল্পনাও করতে পারি না।

নিশাপতি---না না সে তো কল্পনাই করা যায় না। এ বাড়ীটা কিনে সাজাবার সময় তার কথা মনে করেই আমি খরচের দিকটা বিশেষ লক্ষ্য রাখতে পাবি নি।

নিখিলেশ---আর তাছাড়া সামনের মাস থেকে কলেজের আয়টাও তো আসছে।

নিশাপতি---(ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া) হ্যাঁ তা বটে---মানে---

নিখিলেশ---সে কিরে, তোর ভাব দেখে মনে হচ্ছে এ সম্বন্ধে তুই সম্পূর্ণ নিশ্চিত নোস ? তোর কথাতেই আমি এখানে---

নিশাপতি---তুই যে একেবারে ব্যস্ত হয়ে উঠলি। আমি কি তোকে একবারও বলেছি হবেনা---যাকগে সে কথা---আমি তোকে একটা খবর দিতে এলাম। মল্লিনাথ এখন এখানে, সে খবর জানিস কি ?

নিখিলেশ—জানি বইকি—

নিশাপতি—জানিস ? কার কাছে শুনলি ?

নিখিলেশ—ওই যে মহিলাটি শকুন্তলার সঙ্গে চলে গেলেন, ওঁর কাছ থেকে।

নিশাপতি—ওঁর কাছ থেকে ? উনি তো—

নিখিলেশ—মিসেস মিত্র।

নিশাপতি—হ্যাঁ—মানে---উনি তো উপেন মিত্রের স্ত্রী—অবশ্য মল্লিনাথও এতদিন পলাশপুরে ছিল।

নিখিলেশ—আর একটা খবর তুই বোধহয় শুনিসনি। মল্লিনাথের স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়েছে, শুনেছিস একথা ? আমার তো শুনে অবধি আনন্দ হচ্ছে।

নিশাপতি—আমিও তো তাই শুনলাম্—

নিখিলেশ—তাছাড়া সে একটা নতুন বইও লিখেছে, এখবর জানিস ?

নিশাপতি—জানি বই কি—

নিখিলেশ—বইটা নাকি চিন্তা-জগতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে !

নিশাপতি—এ খবরও পেয়েছি।

নিখিলেশ—এ সত্যিই একটা সুখবর! মল্লিনাথের মত একজন প্রতিভাবান ছেলে দিনের পর দিন নিজেকে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর করে দিচ্ছিল—তার এই পরিবর্ত্তন—সত্যিই এটা সুখবর!

নিশাপতি—সেই কথাই তো সকলে বলছে।

নিখিলেশ—কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। এই বই বিক্রির পয়সায় তো তার জীবিকা নির্ব্বাহ হবে না, অন্য একটা কিছু তাকে করতেই হবে—

[ইতিমধ্যে শকুন্তলা বড় ঘরের দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়াছে]

শকুন্তলা—(নিখিলেশের শেষের কথাগুলি তাহার কানে গিয়াছিল। ঘৃণামিশ্রিত হাসি হাসিতে হাসিতে নিশাপতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল) পরে কি করে জীবিকা নির্ব্বাহ করবে, এ সম্বন্ধে নিখিলেশের আর ভাবনার অন্ত নেই দেখছি!

নিখিলেশ—না—মানে—আমি মল্লিনাথের কথা বলছিলাম—

শকুন্তলা—(নিখিলেশের দিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) তাই নাকি! (আরাম কেদারায় নিজেকে বিস্তৃত করিয়া দিয়া, পরম ঔদাসীন্যে) তার আবার কি হল?

নিখিলেশ—না, কিছু হয়নি। আমি ভাবছিলাম বিষয় সম্পত্তি যা ছিল তাতো মল্লিনাথ অনেকদিন হল নষ্ট করে ফেলেছে। আর তাছাড়া ফি বছর একখানা করে বই লিখে, প্রকাশক খুঁজে, ছাপিয়ে বার করাও সম্ভব নয়। তাই ভাবছিলাম, তাকে যা হোক একটা কিছু করতেই হবে।

নিশাপতি—আমি কিন্তু তোমাকে সে সম্বন্ধে একটা খবর দিতে পারি।

নিখিলেশ—তাই নাকি!

নিশাপতি—তোমার মনে আছে নিশ্চয় তার কয়েকজন বেশ প্রতিপত্তিশালী আত্মীয় আছেন?

নিখিলেশ—কিন্তু তার আত্মীয়রা তো শুনেছিলাম তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে দিয়েছেন।

নিশাপতি—কিন্তু এ কথাও জান তো, এক সময়ে মল্লিনাথই ছিল তাঁদের একমাত্র আশা—

নিখিলেশ—কিন্তু তাঁদের সে আশা তো অপূর্ণ রয়ে গেছে—

শকুন্তলা—(বাধা দিয়া) কে বলতে পারে সে কথা! হয়ত তাঁদের পুরোনো সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে পলাশপুরে—

নিশাপতি—তার ওপর এই বইটা বাজারে বেরোবার পর তার প্রতিভার খ্যাতির পরিমাণটা কিছু বৃদ্ধিই পেয়েছে—

নিখিলেশ—(ঈষৎ অসহিষ্ণু ভাবে) আমিও তাই চাই নিশাপতি। আমারও আন্তরিক কামনা, মল্লিনাথ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হোক। তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমিও উন্মুখ হয়ে আছি। জানো শকুন্তলা, আমি তাকে লিখে দিয়েছি, যদি সময়মত সে চিঠি পায় তবে আজ সন্ধ্যাবেলাই যেন সে এখানে আসে।

নিশাপতি—কিন্তু তা কি করে সম্ভব, তুমি তো সে সময়

থাকবে আমার ওখানে। আমার বাড়ীতে আজ সন্ধ্যায় পার্টি, সে কথা ভুলে গেলে নাকি ?

শকুন্তলা--সত্যি নিখিলেশ, নিশাপতি বাবুর বাড়ী আজ চিরকুমার সম্মিলনীর সান্ধ্য জলসা, সে কথা ভুলে গেলে নাকি ? তুমি আবার সম্মিলনীর একজন ভূতপূর্ব্ব সদস্য।

নিখিলেশ—এই যাঃ! আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম—

নিশাপতি—তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, মল্লিনাথ আসবে না।

নিখিলেশ—কেন ?

নিশাপতি—(সামান্য ইতস্তত: করিয়া) আমি একটা খবর তোমায় বলতে এসেছিলাম নিখিলেশ—

নিখিলেশ—খবর ? মল্লিনাথ সম্বন্ধে ?

নিশাপতি—মল্লিনাথ সম্বন্ধে তো বটেই, তবে তার সঙ্গে তোর একটু যোগ আছে।

নিখিলেশ—ভাণতা রেখে দয়া করে বলে ফেল—

নিশাপতি—তোর চাকরির নিয়োগ-পত্র আসতে হয়ত কিছু দেরী হবে—এমাসের প্রথম তারিখ থেকে নাও হতে পারে—

নিখিলেশ—(অতি মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া) কেন, কিছু গোলমাল হয়েছে নাকি ?

নিশাপতি—না, গোলমাল কিছু হয়নি। বোর্ড তো একরকম, ঠিক করেই ফেলেছিল তোকেই নিয়োগ করা হবে—

নিখিলেশ—তবে ?

নিশাপতি—সম্প্রতি তোর একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হয়েছে—

নিখিলেশ—প্রতিদ্বন্দ্বী ? কে সে ?

নিশাপতি—মল্লিনাথ।

নিখিলেশ—না, না, এ অসম্ভব। এ হতেই পারে না।

নিশাপতি—ব্যাপারটা কিন্তু দাঁড়িয়েছে সেই রকমই।

নিখিলেশ—কিন্তু নিশাপতি, সে কি করে হয় ? অবশ্য কাজের ভাবনা আমি করি না। আমার নামের পেছনে বিলিতি ছাপ আছে, অন্য যে কোন সহরে অন্তত একটা প্রফেসরের চাকরি আমি জুটিয়ে নিতে পারব। কিন্তু তুই তো জানিস, নিশাপতি, কেন আমি এখানে এই কাজটা চেয়েছিলাম ? শকুন্তলার একান্ত ইচ্ছা সে এখানেই থাকে, তাই না এত জল্পনা কল্পনা করে এখানে সংসার পেতেছিলাম। আজ এ কাজটা না হলে শকুন্তলার কামনা অপূর্ণ রয়ে যাবে। আর তাছাড়া মল্লিনাথ শিক্ষিত, প্রতিভাবান—তার পক্ষে অন্য কোন কলেজে কাজ জুটিয়ে নেওয়া কিছু অসম্ভব হবে না। তার ওপর মল্লিনাথ এখনও অবিবাহিত, তার পক্ষে দু একমাস অপেক্ষা করা সম্ভব—

নিশাপতি—আরে অত ব্যস্ত হবার কি আছে ? আমি তো বলছিই, শেষ পর্য্যন্ত কাজটা তুই পাবি—তবে একটু দেরী হতে পারে, এই যা।

শকুন্তলা—যাক—তবু উপভোগ করার মত একটা ঘটনা ঘটল।

নিখিলেশ—উপভোগ করার মত আবার কি ঘটল ?

শকুন্তলা—এই তোমার আর মল্লিনাথের মধ্যে একই পদের জন্যে প্রতিযোগিতা—

নিখিলেশ—এ ব্যাপারটাকে তুমি এত হাল্কা বলে মনে করছ! আশ্চর্য্য!

শকুন্তলা—হাল্কা বলে আমি মোটেই মনে করছি না। আমার শুধু আগ্রহ হচ্ছে দেখবার জন্যে, কে তোমাদের মধ্যে জয়ী হয়।

নিশাপতি—সে যাই হোক শকুন্তলা দেবী, আপনাদের পরিবারের বন্ধু হিসেবে এ খবরটা আমি আপনাকেও দিতে এসেছিলাম। শুনছিলাম আপনার কি সব আসবাবপত্র কেনা এখনো বাকী আছে। সেগুলো কেনবার আগে বর্ত্তমান পরিস্থিতির কথাটা একবার চিন্তা করে দেখবেন আশা করি—

শকুন্তলা—আমার জিনিসপত্র কেনার সঙ্গে বর্ত্তমান পরিস্থিতির কোন সম্পর্ক আছে বলে আমার তো মনে হয় না।

নিশাপতি—তাই নাকি! তাহলে আমার আর কিছু বলবার নেই (নিখিলেশের প্রতি) আচ্ছা চলি রে নিখিলেশ, সন্ধেবেলা বেড়িয়ে ফেরবার পথে তোকে ডেকে নিয়ে যাব।

নিখিলেশ—যাবি ? আচ্ছা আয় তাহলে, তোর খবরটা কিন্তু আমায় ভারি চিন্তায় ফেলেছে।

শকুন্তলা—(আরাম কেদারায় হেলান দেওয়া অবস্থাতেই হাত তুলিয়া নমস্কার জানাইল) আচ্ছা নিশাপতি বাবু, এখনকার মত বিদায়, সন্ধেবেলা আবার দেখা হবে।

নিশাপতি—(প্রতি নমস্কার করিয়া) নিশ্চয়, নিশ্চয়, আচ্ছা এখন তাহলে আসি—

নিখিলেশ—(হল ঘরের দরজা অবধি নিশাপতির সঙ্গে গেল) সন্ধেবেলা আসিস কিন্তু—

নিশাপতি—নিশ্চয় আসব—(নিশাপতি হল ঘরের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া গেল)।

নিখিলেশ—(অস্থির চিত্তে পাদচারণা করিতে করিতে) ওঃ শকুন্তলা, না ভেবে চিন্তে সাময়িক উত্তেজনাবশে এরকম কাজ করা আমার মোটেই উচিৎ হয় নি।

শকুন্তলা—(নিখিলেশের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে) না ভেবে চিন্তে সাময়িক উত্তেজনা তোমার হয় নাকি ?

নিখিলেশ—নিশ্চয় হয়। এ কথাটা আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছি না যে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে. পরে কি হবে তার ওপর নির্ভর করে, তোমায় বিয়ে করে এখানে এসে সংসার পাতাটা আমার মোটেই উচিৎ হয় নি।

শকুন্তলা—কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ।

নিখিলেশ—তবে একেবারে নিরাশ হবার মত এখনো কিছু

হয়নি। (শকুন্তলার নিকটে গিয়া, আন্তরিকতাপূর্ণ স্বরে) সংসার আমরা পেতেছি, যেটুকু দৈন্য, যেটুকু স্বল্পতা আসবে তা আমরা অন্তরের প্রেম দিয়ে পূর্ণ করব।

শকুন্তলা—(আরাম কেদারা হইতে উঠিয়া, ক্লান্তস্বরে) বিয়ের আগে কিন্তু আমাদের সর্ত্ত ছিল, জীবনের প্রতিটি উপভোগের বস্তু আমি পাব, আমি হব এখানকার সমাজের মধ্যমণি—

নিখিলেশ—তুমি বিশ্বাস কর শকুন্তলা, এ ছিল আমাব মনের একান্ত কামনা—তুমি হবে এ সমাজের মধ্যমণি, এ বাড়ীতে তোমার চারপাশে এসে জমায়েৎ হবে সহরের বিশিষ্ট অভিজাতেরা—কিন্তু আপাততঃ এসব সামাজিকতা আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে। এক পিসিমা ছাড়া হয়ত বাইরের কাউকেই আমরা এখানে আহ্বান করতে পারব না।

শকুন্তলা—তাই নাকি! (মুখে ফুটিয়া উঠিল তাচ্ছিল্যের হাসি) আমার নিজস্ব গাড়ীটা এখন আর তাহলে কেনা সম্ভব হয়ে উঠবে না নিশ্চয়?

নিখিলেশ—তা আর এখন কি করে সম্ভব, তুমিই বল না?

শকুন্তলা—(কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল) সে তো বটেই! আর বিয়ের আগে আর একটা কথা বলতে সেটাও নিশ্চয় ভুলে গেছ,—"এনে দেব কন্যা তোমায় দ্রুতগামী তুরঙ্গম্।"

নিখিলেশ—(ভীতস্বরে) দ্রুতগামী তুরঙ্গম্—মানে—ওঃ Saddle horse!

শকুন্তলা—ওসব কথা বোধহয় এখন আমার পক্ষে ভাবাও উচিৎ হবে না ?

নিখিলেশ—ওসব এখন কি করে হবে ? এত দিনের আলোর মত পরিস্কার !

শকুন্তলা—(অস্থির ভাবে পাদচারণা করিতে করিতে) সময় কাটাবার জন্যে অন্ততঃ দুটি বস্তু আমার চাই !

নিখিলেশ—(নিশ্চয় কোন সহজপ্রাপ্য বস্তু হইবে মনে করিয়া, আগ্রহান্বিত স্বরে) কি বলতো ?

শকুন্তলা—(পিছনের ছোট ঘরের দরজার নিকট গিযা, নিখিলেশের প্রতি ঘৃণাভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল) আমার রিভল্‌ভার দুটো !

নিখিলেশ—(ভীতস্বরে) তোমার রিভল্‌ভার !—মানে ?—

শকুন্তলা—হ্যাঁ, আমার রিভল্‌ভার ! রায়পুরের রায়-সাহেবের অর্থাৎ আমার বাবার পুরোনো রিভল্‌ভার দুটো !

নিখিলেশ—(পূর্ব্ববৎ ভীত স্বরে) তা দিয়ে তুমি কি করবে ?

শকুন্তলা—(দৃষ্টিতে প্রকাশ পাইতেছে একটা অব্যক্ত ঘৃণার ভাব) সময় তো আমার এমনি কাটবে না, তাই ভাবছি ঐ রিভল্‌ভার দুটো দিয়ে মহাকালকে পলে পলে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, বার বার, আমি হত্যা করব ! সে দুটো আমার চাই ! চাই !! চাই !!! (এই কথা বলিতে বলিতে বেগে বাহির হইয়া গেল) ।

নিখিলেশ—(শকুন্তলাকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইতে হইতে) শোন শকুন্তলা শোন—লক্ষীটি—ও সর্ব্বনাশা জিনিস—ওতে হাত দিও না—শোন আমার কথা শোন—শকুন্তলা—কুন্তলা—কুন্তী—

(পর্দ্দাও এই সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

[নিখিলেশের বাড়ী। প্রথম অঙ্কে বর্ণিত কক্ষ। ভিতরের আসবাব পত্রের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল মাত্র পিয়ানোটি নাই, তাহার স্থলে বই রাখিবার তাক সংযুক্ত একটি ছোট লিখিবার উপযোগী টেবিল রহিয়াছে। বামদিকে আরাম কেদারার নিকট আর একটি ছোট টেবিল রহিয়াছে। প্রথম অঙ্কে দৃষ্ট ফুলের তোড়াগুলির একটিও নাই। কেবলমাত্র হেনার প্রেরিত তোড়াটি সম্মুখের বড় টেবিলের উপর রহিয়াছে। বেলা প্রায় পাঁচটা হইবে। বারান্দায় যাইবার কাচের শার্সি বসান দরজাটি খোলা রহিয়াছে। শকুন্তলা দরজার নিকট দাঁড়াইয়া রিভলভারে গুলি ভরিতেছে। দ্বিতীয় রিভলভারটি উন্মুক্ত খাপের মধ্যে লিখিবার টেবিলের উপর রহিয়াছে। শকুন্তলার পরিধানে আকাশে নীল রঙের শাড়ী, সুসজ্জিত অবস্থা। বেশ, সাজ সজ্জা দেখিলে মনে হয় অতিথি অভ্যাগত আসিবার সম্ভাবনা আছে এবং সেই কারণে অন্ততঃ পোষাক পরিচ্ছদের দিক হইতে সে প্রস্তুত হইয়াই আছে]।

শকুন্তলা—(উদ্যানের দিকে দৃষ্টি পড়িতে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিল) কে ? নিশাপতিবাবু নাকি ?

(বাহির হইতে নিশাপতির কণ্ঠস্বর শোনা গেল)

নিশাপতি---সেই রকমই তো মনে হচ্ছে।

শকুন্তলা—(রিভল্‌ভার তুলিয়া লক্ষ্য স্থির করিল) আপনি একটু সাবধান হোন নিশাপতি বাবু, আমি আপনাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছি।

(বাহির হইতে নিশাপতির উদ্বেগপূর্ণ স্বর শোনা গেল)

নিশাপতি—না, না, না, করছেন কি—আপনি দয়া করে রিভল্‌ভারের মুখটা আমার দিক থেকে সরিয়ে নিন !

শকুন্তলা—চোরের মত চুপি চুপি পেছনের দরজা দিয়ে আসার এই ফল ! (গুলি করিল)

নিশাপতি—(বাহির হইতে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা নিকটতর বলিয়া মনে হয) কি পাগলের মত কাজ করছেন ! দয়া করে রিভল্‌ভারটা নামিয়ে নিন !

শকুন্তলা—কি সর্ব্বনাশ ! সত্যিই কি আপনাকে মেরে বসলাম নাকি ?

নিশাপতি—(তখনও বাহিরে) আমার মনে হয় এ ধরণের রসিকতা না করাই ভাল—

শকুন্তলা—কি ভাল, কি মন্দ, তা পরে বিচার করা যাবে, আপাততঃ ভেতরে আসুন। [নিশাপতি প্রবেশ করিল। তাহার

পরিধানে শেরওয়ানি ধরণের লম্বা কাল রঙের কোট, অল্প চওড়া কালা পাড় কোঁচান মিহি ধুতি]

শকুন্তলা—(নিশাপতি প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে). কথা বলবার আগে আমার একটা সর্ত্ত আছে—

নিশাপতি—কি সর্ত্ত শুনি ?

শকুন্তলা—আমাদের পরিচয়ের মাত্রাটাকে পুরোনো দিনের মত তুমিতে নামিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

নিশাপতি—আচ্ছা তা না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু, এ কি ? কাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছিলে শুনি ?

শকুন্তলা—এমনি ছুড়ছিলাম্—আকাশকে লক্ষ্য করে—

নিশাপতি—এখনো দেখছি আগের মতই ছেলেমানুষ আছ, একটুও বদলাও নি। (শকুন্তলার হাতের মুঠি হইতে রিভল্‌ভারটি ছাড়াইয়া লইল) আচ্ছা এটা এখন আমার হাতে দাও। (রিভল্‌ভারটি ভাল করিয়া দেখিয়া) আরে! এ আগ্নেয়অস্ত্রটি আমার পরিচিত দেখছি! (চারিদিকে দেখিতে দেখিতে) এর জোড়াটি কোথায় গেলেন ? ও এই যে এখানে—(খাপের মধ্যে রিভল্‌ভারটিকে পুরিয়া বন্ধ করিয়া দিল)—এখন থেকে এ সর্ব্বনাশা জিনিস নিয়ে খেলা বন্ধ।

শকুন্তলা—তাহলে নিজেকে নিয়ে আমি কি করব বলতে পার ? সময় আমার কাটবে কি করে ?

নিশাপতি—পরিচিত বন্ধু বান্ধব কেউ এখনো এসে জোটেনি বুঝি ?

শকুন্তলা—(দরজাটি বন্ধ করিতে করিতে) কেউ না। আমার মনে হয় তারা এখনো খবর পায় নি।

নিশাপতি—নিখিলেশ বাড়ীতে ছিল না?

শকুন্তলা—(লিখিবার টেবিলটির নিকট আসিয়া রিভলভারের খাপটিকে একটি ড্রয়ারের মধ্যে রাখিয়া বন্ধ করিয়া দিল) কোথায় নিখিলেশ! সে তো কোনমতে ছুটো নাকে মুখে গুঁজে পিসির বাড়ী ছুটলো। সে অবশ্য আশা করে নি তুমি এত সকাল সকাল আসবে।

নিশাপতি—নাঃ—আমার মত বোকা আর ছুনিয়ায় নেই!

শকুন্তলা—তা এর মধ্যে বোকামীর কি আছে?

নিশাপতি—সব মাটি হয়ে গেল আর বলছ বোকামির কি আছে! আমি জানতাম নিখিলেশ আজ পিসিমার ওখানে যাবে। (শকুন্তলার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে) এ কথা জানবার পর আমার এখানে আরো সকাল সকাল আসা উচিৎ ছিল নাকি?

শকুন্তলা—তাহলে আরো মুসকিলে পড়তে—আমাকেও পেতে না। সারা ছুপুরটা কেটেছে, বিকেলে কি কাপড় পরব তাই বাছতে। আর বিকেলবেলা কেটেছে সজ্জা আর প্রসাধনে। তুমি তো জানো, এ ছুটোই আমার কাছে আর্ট। প্রসাধনের সময় আমি কাউকে আমল দিই না।

নিশাপতি—বাড়ীতে কোন চোর-কুঠরি নেই?—কেউ জানতে পারবে না, কেউ দেখতে পাবে না, যেখানে বিরলে বসে, তোমার মত বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ করা যেতে পারে?

শকুন্তলা—সে ব্যবস্থা তোমারই করে রাখা উচিৎ ছিল, বাড়ী তুমিই ঠিক করেছ।

নিশাপতি—ঠিক বলেছ—এই জন্যেই তো বলছিলাম আমার মত বোকা আর দুনিয়াতে নেই।

শকুন্তলা—আপাততঃ এস এখানেই বসে অপেক্ষা করা যাক, নিখিলেশের আসতে এখনও খানিকটা দেরী আছে।

নিশাপতি—আচ্ছা তাহলে এখানেই বসা যাক। (মৃদু হাসিয়া) আমিও অবশ্য নিখিলেশের জন্যে খুব একটা অধৈর্য্য হয়ে পড়ি নি।

[শকুন্তলা বসিল আরাম-কেদারায়, নিশাপতি বসিল নিকটস্থ একটি চেয়ারে। দুজনের কাহারও মুখে কোন কথা নাই। পরস্পরের দৃষ্টি পরস্পরের প্রতি নিবদ্ধ।]

শকুন্তলা—(কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিবার পর) তারপর ?

নিশাপতি—তারপর ?

শকুন্তলা—প্রশ্নটা কিন্তু আগে আমিই করেছি—

নিশাপতি—এস তাহলে আগেকার মত নিভৃত আলাপ সুরু করা যাক্।

শকুন্তলা—(আরাম—কেদারায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত করিয়া দিয়া) তোমাতে আমাতে এই রকম নিরালায় বসে বসে কথাবার্ত্তা হয়েছে, সে আজ কতদিনের কথা ! মনে হচ্ছে যেন এক যুগ কেটে গেছে ! অবশ্য কাল রাতের আর আজ সকালের সাক্ষাতের কথা বাদ দিলে—

নিশাপতি—তোমার মনে পড়ে শকুন্তলা সেদিনের কথা, যেদিন আমরা মনের কথা উজাড় করে কইবার জন্যে নিভৃতে গোপনে মিলেছিলাম ?

শকুন্তলা—মনের কথা উজাড় করার কথা মনে পড়ে না বটে, তবে সে দিনটাব কথা মনে পড়ে।

নিশাপতি—তুমি রায়পুর ছেড়ে চলে গেলে—তারপর প্রতিটি দিন আমি একান্ত মনে চেয়েছি, তুমি রায়পুরে ফিরে এস।

শকুন্তলা—আমাবও মন পড়েছিল এই রায়পুরেই।

নিশাপতি—তাই নাকি! আমার তো ধারণা ছিল অন্য রকম। এখান থেকে যাওয়ার পরই শুনলাম নিখিলেশের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে। তারপরেই খবর এল স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছ। তখনো ভাবতাম তোমার কথা, মনে হোত নতুন রঙে তোমার মন ভরপুব—কতই না উপভোগ্য হয়ে উঠেছে তোমাদের সেই ভ্রমণ !

শকুন্তলা—(ব্যঙ্গেব সুবে) নিশ্চয়! কতই না উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল সে ভ্রমণ !

নিশাপতি—কিন্তু নিখিলেশের চিঠিতে তো খবর পেয়েছিলাম সে খুব সুখেই আছে—

শকুন্তলা—নিখিলেশ! তার কথা ছেড়ে দাও। তার সুখ বলতে সে বোঝে লাইব্রেরীতে বসে পুরোনো নথি-পত্র নকল করা।

নিশাপতি—(বিদ্বেষমিশ্রিত স্বরে) সে কি করবে বল ? জীবন শব্দটার অর্থ তার কাছে, লাইব্রেরী আর পুরোনো নথি-পত্র নকল করা। সম্পূর্ণভাবে না হলেও ও দুটো তার জীবনের একটা বড় অংশ অধিকার করে আছে।

শকুন্তলা—সে কথা আমিও জানি—জীবন বলতে সে ঐ দুটোকেই বোঝে—কিন্তু আমি! আমারও জীবন বলে একটা বস্তু আছে! তুমি জান না নিশাপতি—কি ঘোর বিরক্তি এসে গেছে আমার এই জীবনে!

নিশাপতি—(সহানুভূতি পূর্ণ স্বরে) এ তুমি সত্যি বলছ শকুন্তলা ?

শকুন্তলা—সত্যি বলছি না তো কি মিথ্যে বলছি আমি ? অন্ততঃ তোমার এটা আগেই ধরা উচিৎ ছিল নিশাপতি। প্রায় ছমাস আমি ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি, কথা বলার মত একটা লোক নেই, মনের আদান প্রদান চলতে পারে এমন কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই। যে সব জায়গায় ও গেছে সে সব জায়গা ইতিহাসে বিখ্যাত—সেখানে শুধু আছে ইতিহাস—মাটি খুঁড়ে বার করতে হয় ইতিহাসকে—সোসাইটি নেই, ক্লাব নেই, কিচ্ছু নেই—বিরক্তি আসবে না জীবনে ? বল তো ?

নিশাপতি—নিশ্চয়, বিরক্তি আসাই স্বাভাবিক। আমি হলে তো হাঁপিয়ে উঠতাম।

শকুন্তলা—সবচেয়ে আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল কি জান ?

নিশাপতি—কি ?

শকুন্তলা—যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন ঐ একই লোকেব সঙ্গে কাটা'তে হবে---

নিশাপতি---তা বটে! সত্যিই বিরক্তিকর---দিনের পর দিন ঐ একই লোকের সঙ্গে সময় কাটানো---

শকুন্তলা---(অধৈর্য্য হইযা) তুমি ভুল করছ নিশাপতি—শুধু দিনের পব দিন নয়—যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন—সারা জীবন!

নিশাপতি—কথাটা ঠিক। তবে আমাব যেন মনে হয়েছিল নিখিলেশের মত অমন চমৎকার লোকেব সঙ্গে পারে একজন তার সমস্ত জীবন কাটিয়ে দিতে।

শকুন্তলা—তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ নিশাপতি, নিখিলেশ জ্ঞান শাস্ত্রের একটা বিশেষ দিক নিয়ে চর্চ্চা করেছে—সে একজন বিশেষজ্ঞ!

নিশাপতি—নিশ্চয়, সে যে একজন বিশেষজ্ঞ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না—

শকুন্তলা—তবে এ কথাটাও জেনে রাখ, বিশেষজ্ঞের সঙ্গে ভ্রমণ আনন্দদায়ক নয়।

নিশাপতি—আর জীবন যাত্রার পথে সাথী হিসেবে— ?

শকুন্তলা—সম্পূর্ণ বিরক্তিকর! একেবারে অসহ্য!

নিশাপতি—বিশেষজ্ঞটি যদি প্রণয়াস্পদ হন, তা হলেও— ?

শকুন্তলা—(ঘৃণা ভরে) প্রণয়াস্পদ ! তুমি এ ধরণের কথা আর কোনদিন আমার সামনে ব্যবহার কোরো না নিশাপতি, আমার কি রকম গা বমি বমি করে।

নিশাপতি—(অতিমাত্রায় বিস্মিত অবস্থায়) তুমি বলছ কি শকুন্তলা ?

শকুন্তলা—ঠিকই বলছি। তুমি নিজেই একবার চেষ্টা করে দেখ না ! দিন নেই রাত নেই, সকাল নেই সন্ধে নেই, খালি শোন "সভ্যতার ইতিহাস" আর "সভ্যতার ইতিহাস"—দিন রাত ওই একই কথা, দিন রাত !

নিশাপতি—যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন ওই একই কথা—

শকুন্তলা—(অধৈর্য্য হইয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন ঐ একই কথা—"সভ্যতার ইতিহাস" আর "মধ্যযুগে ভারতের গৃহশিল্পের অবস্থা।"—শুনতে শুনতে সভ্যতা আর শিল্পের ওপর ঘেন্না ধরে গেল !

নিশাপতি—তাহলে তুমি কি করে—

শকুন্তলা—(বাধা দিয়া) নিখিলেশকে বিয়ে করলাম ?

নিশাপতি—ধর প্রশ্ন আমার তাই—

শকুন্তলা—কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার তো কিছু নেই—

নিশাপতি—আশ্চর্য্য হবার কিছুই কি নেই শকুন্তলা ?

শকুন্তলা—না কিছুই নেই। জীবনটা আমার কাছে ছিল একটা নাচের আসর। কিন্তু নাচতে নাচতে এসে গেল ক্লান্তি,

তখন মনে হোল বিশ্রামের প্রয়োজন—(হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া ব্যাকুল স্বরে) না, না, ক্লান্তি আমার আসে নি, একথা মন থেকে আমার তাড়াতেই হবে, খেলা আমার এখনও শেষ হয় নি—

নিশাপতি—(বাধা দিয়া) এ কথা মনে আনবার কোন প্রয়োজনও নেই শকুন্তলা।

শকুন্তলা—প্রয়োজন !—যাক্‌গে ও কথা—এখন তোমার কথাটার জবাব দিই শোন। এ কথাটা তো মান, নিখিলেশ জীবনে কখনো ভুল করেনি, সে নির্ভুলতার প্রতীক ?

নিশাপতি—নিশ্চয়, তার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ নির্ভুল, আর এ জন্য সে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

শকুন্তলা---আর তার আচার ব্যবহারও কিছু অদ্ভুত নয়, তাকে দেখলেই একটা কিছু হাসি পায় না---

নিশাপতি---না, তা পায় না বটে, তবে---

শকুন্তলা---আর তাছাড়া এ কথাও তোমাকে মানতে হবে যে তার গবেষণা করার ক্ষমতাও অদ্ভুত---এ কাজে তার কোন ক্লান্তি নেই। তার গবেষণা একদিন সাফল্যমণ্ডিত হবে, নিখিলেশ একদিন সকলের সামনে এগিয়ে আসবে, এ কথা মনে করা কি আমার পক্ষে অন্যায় ?

নিশাপতি---(অল্প ইতস্ততঃ করিয়া) আমারও বরাবর মনে হয়েছে, তুমি আশা কর নিখিলেশ একদিন সকলের সামনে এগিয়ে আসবে।

শকুন্তলা---(ক্লান্ত স্বরে) আমি সেই আশাই করতাম।

তার ওপর যখন সে বার বার এসে অনুরোধ করতে আরম্ভ করল—"এস শকুন্তলা, আমি তোমার আকাঙ্খিত বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, তুমি আমায় গ্রহণ কর"—তখন আমার পক্ষে তাকে গ্রহণ করাটা কি খুবই অস্বাভাবিক ?

নিশাপতি—অবশ্য তুমি যদি ও ভাবে নাও—

শকুন্তলা—আর কি ভাবে নেব বলতে পার ? আমার প্রেমাকাঙ্খী ছিল অনেকে, কিন্তু আর কেউ আমার জন্যে এতখানি করতে রাজী হয় নি।

নিশাপতি—আর কারো কথা আমার জানা নেই, তবে আমার কথা আমি বলতে পারি। বিবাহ ব্যাপারটির প্রতি বরাবরই আমার শ্রদ্ধা আছে। বিবাহটা আমার কাছে অনুষ্ঠান মাত্র নয়, ওটাকে আমি বিধিবদ্ধ সমাজের অঙ্গ বলেই মানি।

শকুন্তলা—(ব্যঙ্গের স্বরে) অবশ্য তোমার সম্বন্ধে আমি মনে কোন আশাই কোনদিন পোষণ করি নি, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকতে পার।

নিশাপতি—অতটা আমি প্রত্যাশাও করি নি। আমি চেয়েছিলাম তুমি থাকবে এখানে, রায়পুরে একটি বাড়ীতে, আমার সেখানে থাকবে স্বাধীন গতায়াত—ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত আমি সেখানে আসব যাব—

শকুন্তলা—ঘনিষ্ঠ বন্ধু ! কার ? কর্ত্তার না কর্ত্রীর ?

নিশাপতি—প্রথমতঃ কর্ত্তার, তার পরে অবশ্য কর্ত্রীর।

তুমি আমি আর নিখিলেশ এই তিনটি বিন্দুকে বন্ধুত্বের সরল রেখা দিয়ে যুক্ত করে গড়ে উঠবে একটা ত্রিভুজ—তুমি হবে তার শীর্ষ বিন্দু, প্রেম হবে তার বাহু।

শকুন্তলা—তুমি তো দেখছি কাব্য করতে সুরু করে দিলে—

নিশাপতি—না, না, কাব্য নয় জ্যামিতি। একেবারে ব্যবহারিক জ্যামিতি, কেননা প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করে দেখলে দেখতে পাবে, স্বামী-স্ত্রী দুজনের গার্হস্থ্য-প্রেমের মাঝখানে একজন তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতির একান্ত প্রয়োজন। (শকুন্তলার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে) অন্ততঃ নায়িকা যেখানে ভূতপূর্ব্ব মিস শকুন্তলা রায়।

শকুন্তলা—তুমি ঠিকই বলেছ নিশাপতি—বিয়ের পর আমরা যখন বাইরে ছিলাম তখন আমাদের মধ্যে একজন তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতির প্রয়োজন আমি একান্তভাবে অনুভব করেছিলাম। ওঃ! ট্রেনের কামরার কথা মনে হলেই আমার মন বিরক্ত হয়ে ওঠে।—ভাবতে পার নিশাপতি, ট্রেনে বসে আছি, বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে যখনি পাশে তাকাই তখনি দেখি শুধু একজনকে, বার বার সেই একই লোক—নিখিলেশ—বার বার সেই নিখিলেশ! বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে হচ্ছে—একঘেঁয়ে কথাবার্ত্তা—ভাবতে পার নিশাপতি, সে কি বিরক্তিকর অবস্থা!

নিশাপতি—ওসব কথা নিয়ে এখন আর চিন্তা কেন? সে বেড়ানর পার্ট তো শেষ হয়ে গেছে—

শকুন্তলা---কোথায় আর শেষ হল! কত দীর্ঘ সে যাত্রা পথ! বরং বলতে পার একটা স্টেশনে এসে কিছুক্ষণের জন্যে থেমেছি মাত্র।

নিশাপতি---(অর্থপূর্ণ স্বরে) কোন কোন লোক দেখেছি ট্রেন স্টেশনে থামলেই লাফিয়ে নেমে পড়ে প্ল্যাটফর্ম্মে ঘুরে বেড়ায়। এতে আর কিছু হোক আর না হোক একঘেঁয়ে ট্রেনে বসে থাকার ক্লান্তি কিছুটা দূর হয়।

শকুন্তলা---(মৃদু হাসিয়া) কিন্তু আমি যে লাফালাফি করতে নারাজ---

নিশাপতি—তাই নাকি?

শকুন্তলা—(পূর্ব্ববৎ মৃদু হাসিতে হাসিতে) হ্যাঁ—তার কারণ আমার সর্ব্বদাই মনে হয় প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে কে যেন আমাকে লক্ষ্য করছে—

নিশাপতি—আর ভয়ও বোধ করি হয়?

শকুন্তলা—ভয়? কিসের ভয়?

নিশাপতি—(হাসিতে হাসিতে) লাফিয়ে নামতে গিয়ে যদি পড়ে যাও, পায়ের কাপড় যদি সরে যায়, লোকটা যদি তোমার অনাবৃত পা দুখানি দেখে ফেলে, তাহলে যে ব্যাপারটা বড় অশ্লীল হয়ে যাবে—

শকুন্তলা—ধরেছ ঠিক। অশ্লীলতায় আমার বড় ভয়।

নিশাপতি—কিন্তু ওই সামান্য অশ্লীলতার ভয়ে তুমি জীবনকে—

শকুন্তলা—(অধৈর্য্যভাবে নিশাপতিকে বাধা দিয়া) না, না, কোন মতেই না, অশ্লীল কুশ্রী কোন কিছুকেই আমি সহ্য করতে পারিনা, জীবনকে উপভোগ করার অছিলাতেও না—তার চেয়ে ওই ট্রেনের কামরাতে একই লোকের সঙ্গে একঘেঁয়ে কথাবার্ত্তা বলে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া ভাল—অনেক ভাল।

নিশাপতি—তুমি না হয় নাই নামলে, কিন্তু ধর যদি তোমায় দেখে প্ল্যাটফর্ম্মের তৃতীয় ব্যক্তিটি চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়ে, তোমাদের রিজার্ভ-করা কামরায় উঠে তোমাদের নিভৃত আলাপে অংশ গ্রহণ করে তখন ?

শকুন্তলা—তাহলে অবশ্য অন্য কথা—

নিশাপতি—আবার সে তৃতীয় ব্যক্তিটি যে সে নন, তোমাদের কোন পরিচিত, বিশ্বস্ত বন্ধু—

শকুন্তলা—তার ওপর অসাধারণ বাক্‌পটু, শুধু কথা কয়েই আসর জমিয়ে রাখতে পারে—

নিশাপতি—আর বিশেষজ্ঞের ধার দিয়েও যায়নি—

শকুন্তলা—(দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সে সুখ আমার কল্পনারও বাইরে।

[বাড়ীর সম্মুখের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল]

নিশাপতি—অসম্পূর্ণ ত্রিভুজ এতক্ষণে সম্পূর্ণ হোল।

শকুন্তলা—(অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে) সিগন্যাল উঠে গেল, গাড়ীও চলতে সুরু করে দিয়েছে।

[নিখিলেশের প্রবেশ। তাহার পরিধানে ছাই রঙের স্যুট, হাতে কয়েকখানা বই। সে বড় ঘরের দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া সরাসরি টেবিলের নিকটে আসিয়া, টেবিলের উপর বইগুলি নামাইয়া রাখিল]

নিখিলেশ—(নিশাপতিকে দেখিয়া) তারপর নিশাপতি কতক্ষণ এসেছ ? কই মঙ্গলা দরজা খুলে দেবার সময় আমাকে তো কিছু বললে না—

নিশাপতি—আমি তো সামনের দরজা দিয়ে আসিনি, বাগানের দরজা দিয়ে এসেছি।

শকুন্তলা—টেবিলে ও বইগুলো কিসের ?

নিখিলেশ—(একখানি বই তুলিয়া লইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে) এ বইগুলো না হলে আমার কিছুতেই চলত না। আমি যে বিষয় নিয়ে লিখছি, এগুলোও সেই একই বিষয় নিয়ে লেখা। এ বই কখানার বিশেষত্ব কি জান ? প্রত্যেক বইটা এক একজন বিশেষজ্ঞের লেখা।

শকুন্তলা—তাই নাকি ! এক একজন বিশেষজ্ঞের লেখা !

নিখিলেশ—হ্যাঁ শকুন্তলা, বই কখানার বিশেষত্বই হচ্ছে তাই—একটা বিশেষ বিষয়ের ওপর এক একজন বিশেষজ্ঞের লেখা।

(শকুন্তলা ও নিশাপতির মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হইল)

শকুন্তলা—তোমার ঐ বিশেষ বিষয়ের জন্যে আরো বই দরকার নাকি ?

নিখিলেশ---নিশ্চয়, যে কোন একটা বিষয় সম্বন্ধে লিখতে গেলে এর চেয়ে অনেক বেশী বই পড়ার দরকার। অন্তত ঐ সম্বন্ধে যা কিছু লেখা হয়েছে তার সঙ্গে লেখকের যোগাযোগ থাকা একান্ত প্রয়োজন।

শকুন্তলা---নিশ্চয়, যোগাযোগ তো রাখতেই হবে---

নিখিলেশ---(বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে) এ বইটা কার লেখা জান? এটা মল্লিনাথের নতুন বই। এ বইটাও নিয়ে এলাম, (শকুন্তলার দিকে বাড়াইয়া দিয়া) একবার দেখবে নাকি?

শকুন্তলা---না থাক, এখন নয়, পরে দেখব।

নিখিলেশ---আমি রাস্তায় আসতে আসতে উল্টে পাল্টে দেখছিলাম বইখানাকে।

নিশাপতি---তুমি তো একজন বিশেষজ্ঞ---কি রকম লিখেছে বইখানা?

নিখিলেশ---বইটাতে লেখকের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মল্লিনাথের এত ভাল লেখা এর আগে আমি আর পড়ি নি। (বইগুলি একত্রিত করিয়া লইয়া) আচ্ছা, আমি একটু পড়ার ঘর থেকে আসছি। দেরী বিশেষ হবে না, বই কখানা রেখে কাপড় জামাটা বদলেই চলে আসব। তোমার তো খুব একটা তাড়া নেই হে নিশাপতি?

নিশাপতি---কিছু মাত্র না।

নিখিলেশ---আচ্ছা তাহলে চলি---(বইগুলি লইয়া চলিয়া

যাইতেছিল, দরজার নিকট গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল) ভাল কথা শকুন্তলা, পিসিমা আজ সন্ধেবেলা আসতে পারবেন না---

শকুন্তলা--কেন? সেই চাদরের ব্যাপার নাকি?

নিখিলেশ—না, না.—পিসিমা সম্বন্ধে তুমি ওকথা ভাবতে পার শকুন্তলা, আশ্চর্য্য! ছোট পিসিমার অসুখ, তাই তিনি আসতে পারবেন না।

শকুন্তলা—তাঁর তো রোজই অসুখ।

নিখিলেশ—অসুখটা আরো বেড়েছে।

শকুন্তলা—তাহলে তো কোন কথাই নেই। তাঁর বোনের অসুখ যখন বেড়েছে তখন আর তিনি আসবেন কি করে। তাঁর অনুপস্থিতি জনিত হতাশা আমায় সহ্য করতেই হবে—তাছাড়া আর উপায় কি।

নিখিলেশ—তুমি জান না শকুন্তলা, তোমায় দেখে তাঁর কত আনন্দ—তোমার স্বাস্থ্যটা ভাল হয়েছে দেখে তিনি যে কি খুসী—

শকুন্তলা—(অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে) ওঃ! অসহ্য হয়ে উঠেছে—পিসিমা, পিসিমা, পিসিমা! কেবলি শোন পিসিমা! (বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল)।

নিখিলেশ—কি বলছ?

শকুন্তলা—(কাচের শার্সি-বসানো দরজার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে) না, কিছু না।

নিখিলেশ—আচ্ছা তাহলে আমি চলি।

(নিখিলেশ পিছনের ঘর দিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।)

নিশাপতি—চাদরের ব্যাপারটা কি ?

শকুন্তলা—তা নিয়ে আজ সকালে বেশ ছোটখাটো একটা অধ্যায় হয়ে গেছে। ওর পিসিমা আজ সকালে এখানে এসে চাদরটা ঐ চেয়ারের ওপর খুলে রেখেছিলেন। (নিশাপতির দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে) আমি জানতাম ওটা তাঁর, তবু আমি ঝিকে বকতে আরম্ভ করেছিলাম, কেন সে তার চাদরটা ওখানে ফেলে গেছে।

নিশাপতি—এটা কিন্তু শকুন্তলা তোমার উচিৎ হয় নি। পিসিমার মত নিরীহ শান্ত লোককে ওভাবে অপমান করাটা—

শকুন্তলা—(উত্তেজিত অবস্থায় পায়চারি করিতে করিতে) এ ব্যাপারে আমার খুব বেশী দোষ নেই নিশাপতি, এ রকম মনোভাব হঠাৎ আমার মধ্যে এসে উপস্থিত হয়—সে সময় যে কোন লোককে অপমান করার ইচ্ছে এত বেশী প্রবল হয়ে ওঠে যে আমি নিজেকে কিছুতেই আয়ত্তে আনতে পারি না। (পায়চারি বন্ধ করিয়া আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া বসিয়া পড়িল। মুখে চোখে ক্লান্তির ছায়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।) এ প্রশ্ন আমায় আর করোনা নিশাপতি—শত চেষ্টা করলেও মনের সে অবস্থার কথা আমি তোমায় বোঝাতে পারব না।

নিশাপতি—(আরাম-কেদারার পিছনে আসিয়া মৃদুস্বরে) তোমার মনে সুখ নেই শকুন্তলা—

শকুন্তলা—(বাধা দিয়া) কিন্তু আমার সুখী না হওয়ার কারণ কি ? আমি তো একটাও দেখতে

পাই না—তুমি আমায় অন্ততঃ একটা কারণ দেখাও ?

নিশাপতি—বোধহয় বাড়ীটা তোমার পছন্দ হয় নি—

শকুন্তলা—তুমি ঐ গাল-গল্পে বিশ্বাস কর ?

নিশাপতি—সেকি ! শুধুই গাল-গল্প ! ভেতরে বস্তু কিছু নেই ?

শকুন্তলা—কিছু একটা আছে বই কি—

নিশাপতি---তবে ?

শকুন্তলা---সে কিছুটা হচ্ছে এই---বিয়েব আগে আমি আর নিখিলেশ দুজনেই ক্লাবে যেতাম, টেনিস খেল্‌তে। বাড়ী ফেরার সময় সঙ্গী হিসেবে নিখিলেশকে আমি ব্যবহার করতাম।

নিশাপতি---আমি অবশ্য তখন অন্য একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম নাহলে---

শকুন্তলা---(বাধা দিযা) আমি জানি তুমি সে সময় অন্য একটা কাজে ব্যস্ত ছিলে।

নিশাপতি---(হাসিতে হাসিতে) জাহান্নমে যাক আমার কথা ! তারপর কি হোল ? তুমি আর নিখিলেশ—

শকুন্তলা—একদিন সন্ধেবেলায় এই পথ দিয়ে ফিরছিলাম, হঠাৎ দেখি নিখিলেশ আমার দিকে করুণ নয়নে চাইছে। দেখলাম কথা বলার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু কি দিয়ে কথা আরম্ভ করবে তা খুঁজে পাচ্ছে না। ভাবগতিক দেখে

তোমাদের ঐ বিলেত-ফেরৎ বিদ্বান ছেলেটির ওপর আমার কি রকম একটা মায়া এসে গেল।

নিশাপতি—(মৃদু হাসিতে লাগিল বটে, কিন্তু পরিষ্কার বোঝা গেল তাহার মন সন্দেহাকুল হইয়া উঠিয়াছে) মায়া এসে গেল? তোমার? নিখিলেশের ওপর?

শকুন্তলা—সত্যিই মায়া এসে গিয়েছিল—তার ঐ অবস্থা থেকে তাকে মুক্তি দেবার জন্যে কোন কিছু না ভেবেচিন্তে বলে ফেললাম "এই বাড়ীটায় থাকলে বেশ হয়।"

নিশাপতি—তার বেশী কিছু বল নি?

শকুন্তলা—সেদিন আর কিছু বলি নি।

নিশাপতি—তারপবে?

শকুন্তলা—তারপরে এ বাড়ী সম্বন্ধে আরো অনেক কথাই বলেছি। তাহলেই দেখতে পাচ্ছ নিশাপতি, আমার কোন কিছু না ভেবে-চিন্তে বলারও একটা ফল আছে।

নিশাপতি—আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাতো বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

শকুন্তলা—আর এটাও নিশ্চয় স্পষ্ট বুঝতে পেরেছ এই বাড়ীর প্রতি আমাদের দুজনের আকর্ষণ—তারটা অবশ্য আন্তরিক বলতে পার—এই আকর্ষণ আমাদের দুজনের মধ্যে একটা বন্ধনের সৃষ্টি করে দিল। আমাদের বিয়ে বল, বিয়ের পর বাইরে বেড়াতে যাওয়া বল, সব কিছুর মূলে এই আকর্ষণ।

নিশাপতি—বাঃ চমৎকার! তাহলে এ বাড়ীর প্রতি তোমার এতটুকুও আকর্ষণ ছিল না ?

শকুন্তলা—(জোরের সহিত) এতটুকুও না।

নিশাপতি—কিন্তু এখন ? এমন সুন্দর করে তোমার জন্যে বাড়ী সাজিয়ে দিয়েছি—

শকুন্তলা—কি জানি! ঘরগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়ালে গোলাপ ফুল আর ঝাঁঝালো ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ নাকে আসে, ও দুটোর কোনটাই আমি সহ্য করতে পারি না।

নিশাপতি—তোমাদের আগে এ বাড়ীর স্বর্গতা উত্তরাধিকারিণী ওদুটো খুব বেশী ব্যবহার করতেন।

শকুন্তলা—বাড়ীটার মধ্যে একটা ভূতুড়ে ভাব আছে! এই গন্ধটা নাকে এলেই আমার মনে পড়ে যায় একটা ফুলের তোড়ার কথা—সে যেন কতদিনের কথা—ক্লাবে ছিল নাচের আসর—নাচ শেষ হবা মাত্রই ফুলের তোড়াটা আমাব হাতে এসে পৌঁছেছিল, কে যে পাঠিয়েছিল তা জানতে পারি নি, তবু সমস্ত রাত তারই প্রতীক্ষায় কেটে গেল। (কথা বলিবার সময় মনে হইতেছিল শকুন্তলা যেন এ জগতে নাই, রহিয়াছে সুদূর কোন এক স্বপ্নের পৃথিবীতে।)

নিশাপতি—তুমি স্বপ্ন দেখছ শকুন্তলা—

শকুন্তলা—(দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) নাঃ, স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিয়েছি বহুকাল, একে একটা আমেজ বলতে পার আর কিছু নয়—(হাত দুটি মাথার পিছনে রাখিয়া নিজেকে আরাম-কেদারায়

হেলাইয়া দিল, দেখা গেল নিশাপতির দিকে চাহিয়া রহিয়াছে) তুমি জান না নিশাপতি, আমার এখানকার জীবন আমার কাছে কি বিরক্তিকর! কতখানি অসহনীয়!

নিশাপতি—জীবনে একটা উদ্দেশ্য ঠিক করে নাও শকুন্তলা, তাহলে আর এত একঘেঁয়ে লাগবে না।

শকুন্তলা—উদ্দেশ্য?—মানে এমন একটা উদ্দেশ্য ঠিক করতে হবে যা আমাকে মৃত্যুর প্রলোভন থেকে আকর্ষণ করে নিতে পারে—

নিশাপতি—অবশ্য যদি সম্ভব হয়।

শকুন্তলা—জীবনের উদ্দেশ্য! এ নিয়ে কোনদিন চিন্তা পর্য্যন্ত করি নি! (আরাম-কেদারা হইতে অল্প একটু উঠিয়া) এক এক সময় মনে হয়েছে নিখিলেশকে যদি—(পুনরায় শুইয়া পড়িল) নাঃ, ওতেও কিছু হবে না—

নিশাপতি—কে বললে হবে না? শুনি না. ব্যাপারটা কি?

শকুন্তলা—মনে হয়েছে নিখিলেশকে যদি রাজনীতিতে নামিয়ে দেওয়া যায়—

নিশাপতি—(হাসিয়া উঠিল) রাজনীতিতে? নিখিলেশকে? না, না, রাজনীতিতে ও সুবিধে করতে পারবে না। ও জিনিসটা ওর ধাতে সইবে না, শেষকালে বদহজম হয়ে যাবে।

শকুন্তলা—সেটা আমিও জানি। তবু ওকে যদি নামাতে পারতুম।

নিশাপতি—তার মানে? যে কাজের উপযুক্ত ও মোটেই নয়, সে কাজে ওকে নামিয়ে তুমি যে কি তৃপ্তি পাবে তাতো আমি বুঝতে পারছি না।

শকুন্তলা—আর কিছু না হোক, অন্ততঃ মজা দেখেও এই বিবক্তিকব জীবনেব কিছুটা সময় কাটবে। (অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবাব পব) তাহলে তুমি বলছ রাজনীতিতে ওব কোন আশা নেই? রাজনীতিতে কি একেবারেই ও জুত করতে পারবে না? আর কিছু না হোক মিনিষ্ট্রি অবধি যদি পৌছে দিতে পারতে—

নিশাপতি—আশাব কথা, জুতেব কথা এসব পরে আসবে—এদিক দিয়ে নিখিলেশকে তুলতে গেলে প্রথম প্রয়োজন কিঞ্চিৎ নগদের—

শকুন্তলা—(অধৈর্য্য হইয়া উঠিযা দাঁড়াইল) এখানে ঐ জিনিসটারই সবচেয়ে বেশী অভাব! (উত্তেজিত ভাবে পাযচাবি করিতে করিতে) আশ্চর্য্য নিশাপতি, সারা জীবন ধরে কামনা করে এলাম অর্থেব প্রাচুর্য্যেব—এর জন্যে কত ভেবে-চিন্তে প্রত্যেকটি কাজ আমাকে করতে হয়েছে, অথচ শেষ পর্য্যন্ত ঠিক এসে পড়তে হোল সেই অভাবের মধ্যে! তুমি হয়ত বলবে কিসের অভাব—আমি বলব অভাব প্রাচুর্য্যের, কোন মতে চলে যাওয়াটাকে আমি না-চলা মনে করি। প্রাচুর্য্যের অভাব জীবনকে করে দেয় ছোট, করে দেয় অপ্রয়োজনীয়—

নিশাপতি—আমার মনে হয় দোষ কিন্তু অন্য জায়গায়।

শকুন্তলা—কোথায় শুনি ?

নিশাপতি—আমার মনে হয় সত্যিকার অভিজ্ঞতা বলতে যা বোঝায়, তা এখনো তোমার জীবনে আসে নি, তাই এসব কথা তোমার মুখ দিয়ে বার হচ্ছে।

শকুন্তলা—সত্যিকার অভিজ্ঞতা ? অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা ?

নিশাপতি—তাও বলতে পার। (মৃদু হাসিতে হাসিতে) তবে খুব শিগ্‌গির গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা একটা ঘটবে আশা করি।

শকুন্তলা—নিখিলেশের ঐ প্রফেসরীটা পেতে দেরী হতে পারে এই তো ! ওসব নিখিলেশের ব্যক্তিগত ব্যাপার, ওসবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি ? তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার নিশাপতি, ওকথা ভেবে আমি একমুহূর্ত্ত সময়ও অপব্যয় করি না।

নিশাপতি—সেটা আমিও জানি, তবে অন্য একটা কথা ভেবে হয়ত তোমার কিছুটা সময় অপব্যয় হচ্ছে। আচ্ছা শকুন্তলা এমনও তো হতে পারে, বর্ত্তমানে হয়ত তোমার চিন্তা কবার মত কিছু নেই—কিন্তু—মানে—অদূর অবিষ্যতের মধ্যে সে রকম কিছু থাকতেও তো পারে—এখন তোমার কোন দায়িত্ব নেই তা আমিও জানি, কিন্তু খুব শিগ্‌গিরই তোমার ওপর কোন গুরুদায়িত্ব হয়ত এসে পড়বে—(মৃদু হাসিতে হাসিতে) সে রকম কোন দায়িত্বের কথা চিন্তা করে হয়ত কিছু সময় যায় শকুন্তলা দেবী ! কি বলেন ?

শকুন্তলা—(নিশাপতির দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টি হানিয়া) কি পাগলের মত যা তা বকছ! ও ধরণের অসভ্য ইঙ্গিত আমার কাছে বড় বিরক্তিকর ঠেকে।

নিশাপতি—(একভাবে মৃদু হাসিতে হাসিতে) এখন না হয় চুপ করলাম, কিন্তু এক বছর বাদে আবার হয়ত কথাটা তোলার দরকার হতে পারে।

শকুন্তলা—(দৃঢ় স্বরে) না, দরকার হবে না—আমার মধ্যে সে রকমের কোন সম্ভাবনাই নেই। আমার ওপর কোন দায়িত্ব আসতে পারে না।

নিশাশতি—তুমি কি বলতে চাও সাধারণে স্ত্রীলোক বলতে যা বোঝে তুমি তার বাইরে পড়। প্রত্যেক বিবাহিতা স্বাভাবিক প্রকৃতির স্ত্রীলোককে একসময় না একসময় একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়, একটা বিশেষ কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে হয়, তুমি স্ত্রীলোক হয়েও সেই বিশেষ অবস্থা, সেই বিশেষ কর্ত্তব্যকে—

শকুন্তলা—(তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া) আঃ! থাম, দয়া করে চুপ কর! (কাচের শার্সি-বসান দরজার পাশে গিয়া দাঁড়াইল) ও ধরণের কোন দায়িত্ব বহন করবার জন্যে আমি পৃথিবীতে আসিনি—এখানে আমার শুধু একটাই কাজ!

নিশাপতি—(তাহার নিকটে গিয়া) কি সে কাজ জানতে পারি কি? অবশ্য যদি বলতে বাধা না থাকে।

শকুন্তলা—(বাহিরের দিকে দেখিতে দেখিতে) কিছু মাত্র না—কাজটা খুবই সোজা—আমরণ বিরক্তির মধ্যে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া ! (পিছন ফিরিয়া ভিতরের ঘরের দিকে দৃষ্টি পড়িতে মুখে ফুটিয়া উঠিল ঘৃণার হাসি) ঠিক যা ভেবেছিলাম তাই ! আমাদের শ্রীমান প্রফেসর আসছেন !

নিশাপতি—(মৃদু স্বরে) আঃ ! শকুন্তলা কি পাগলের মত যা তা বকছ ! নিখিলেশ শুনতে পাবে যে—

[পার্টিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া নিখিলেশের প্রবেশ, পরিধানে সাদা গরম পাঞ্জাবি ও কোঁচান ধুতি]

নিখিলেশ—মল্লিনাথের কাছ থেকে কোন খবর আসেনি শকুন্তলা ?

শকুন্তলা—না।

নিখিলেশ—আমার মনে হয় আজই সে আসবে।

নিশাপতি—তুমি কি মনে কর সে সত্যিই আসবে ?

নিখিলেশ—এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। তুমি সকালে যা বলেছিলে আমার মনে হয় সেটা গুজব ছাড়া আর কিছুই নয়।

নিশাপতি—তোমার কি তাই মনে হয় নাকি ?

নিখিলেশ—অন্ততঃ পিসিমা তো তাই মনে করেন। মল্লিনাথ যে জীবনের কোন ক্ষেত্রে আবার আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াতে পারে, পিসিমা একথা মোটেই বিশ্বাস করেন না।

নিশাপতি—তাহলে তো সব ঠিকই আছে।

নিখিলেশ—হ্যাঁ, সে দিক থেকে আমার কোন ভাবনাই নেই। কিন্তু এখুনি বেরুবে নাকি? আমার মনে হয় আর কিছুক্ষণ দেখলে হোত, মল্লিনাথ যদি এসে পড়ে—আজ বিকেল চারটের ডাকেই সে চিঠিটা পেয়ে যাবে—

নিশাপতি—তা বেশ তো—আর কিছুক্ষণ দেখাই যাক। আমারও খুব বিশেষ তাড়া নেই—আটটার আগে কেউ আসবে না।

নিখিলেশ—তাহলে এস এখানেই বসা যাক, শকুন্তলাই বা একা থাকে কেন?

শকুন্তলা—আর শেষ পর্য্যন্ত মল্লিনাথ যদি এসেই পড়ে, আমি তো রইলুম তাকে দেখাশুনো করবার জন্যে।

নিশাপতি—শেষ পর্য্যন্ত মানে?

শকুন্তলা—তার মানে যদি সে আপনার আর নিখিলেশের সঙ্গে না যেতে চায়।

নিখিলেশ—(সংশয়াকুল হইয়া উঠিয়া) কিন্তু একা তাকে তোমার কাছে রেখে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? যদি কিছু করে বসে, একা তুমি তাকে সামলাতে পারবে তো? আজ আবার পিসিমাও আসতে পারবেন না—

শকুন্তলা—একা তো আমি থাকব না, হেনাও আজ আসবে এখানে। কাজেই তোমরা না থাকলেও কোন অসুবিধে নেই। আমরা তিনজনে গল্প-সল্প করে সময়টা কাটিয়ে দেব।

নিখিলেশ—ওঃ! হেনাও আসবে, তাহলে আর ভাববার কিছু নেই।

নিশাপতি—আর এখানে থাকাটাই মল্লিনাথের পক্ষে নিরাপদ হবে।

শকুন্তলা—কেন?

নিশাপতি—আমাদের আজকের পার্টিতে নিখিলেশ ছাড়া আর সকলেই অবিবাহিত। তার ওপর অনেক দিন বাদে নিখিলেশের উপস্থিতি, কাজেই আনন্দের কিছুটা মাত্রাধিক্য ঘটতে পারে—অর্থাৎ খাদ্যের সঙ্গে বিশেষ রকমের কোন পানীয়ও থাকতে পারে। এসব কথা তো আপনার জানাই আছে শকুন্তলা দেবী। আপনার নিশ্চয় মনে আছে আগে আপনি আমাদের এই চিরকুমার সম্মিলনীর সান্ধ্য জলসায় আনন্দের মাত্রাধিক্য সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করতেন?

শকুন্তলা—আগের কথা ছেড়ে দিন, ও সমস্ত বাজে সংস্কার আমার আর এখন নেই। আর তাছাড়া মল্লিনাথের স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে, কাজেই ওরকম একটু-আধটু মাত্রাধিক্য সহ্য করার মত ক্ষমতা নিশ্চয়ই তার হয়েছে—কেন আপনি শোনেন নি, সে আগে ছিল পাপী এখন ত্রাণকর্ত্তা তাকে পরিত্রাণ করেছেন?

(হল-ঘরের দরজায় মঙ্গলাকে দেখা গেল)

মঙ্গলা—একজন ভদ্রলোক বাইরে ডাকছেন, তাঁকে কি ভেতরে নিয়ে আসব?

শকুন্তলা—হ্যাঁ, তাঁকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

নিখিলেশ—এ মল্লিনাথ ছাড়া আর কেউ নয়।

[বড় ঘরের দরজা দিয়া মল্লিনাথের প্রবেশ। মল্লিনাথ নিখিলেশের সমবয়স্ক, কিন্তু তাহাকে দেখিলে তাহার বয়স বেশী বলিয়াই মনে হয়। মুখের গড়ন লম্বাটে, রক্তহীনতার আভাস মুখে পরিস্ফুট, মাথার চুল লম্বা করিয়া রাখা, চোখের নীচে গালের হাড় সামান্য উঁচু হইয়া আসিয়াছে। মল্লিনাথের পরিধানে ঢিলা পাজামা ও পাঞ্জাবি, তাহার কাঁধে ঝোলানো একটি ব্যাগ]

(মল্লিনাথ ঘরে প্রবেশ করিয়া সকলকে উদ্দেশ করিয়া নমস্কার করিল, তাহার মুখে চোখে একটা অস্বস্তির ভাব)।

নিখিলেশ—(মল্লিনাথের নিকট গিয়া তাহার সহিত করমর্দন করিল) এস মল্লিনাথ, অনেকদিন বাদে দেখা—

মল্লিনাথ—তোমার চিঠির জন্য ধন্যবাদ নিখিলেশ! (শকুন্তলার নিকট গিয়া) নমস্কার মিসেস চ্যাটার্জ্জী—

শকুন্তলা—(প্রতি-নমস্কার করিয়া) সত্যিই আপনাকে দেখে খুব আনন্দ হোল মিস্টার সেন। (নিশাপতির দিকে হাত দেখাইয়া) এঁকে চেনেন নিশ্চয় ?

মল্লিনাথ—আমাদের মধ্যে বোধহয় পরিচয় আছে। নিশাপতি বাবু অবশ্য মনে করতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

নিশাপতি—কি যে বলেন আপনি! যদিও ক বছর আগের কথা তবুও আপনাকে আমার পরিষ্কার মনে আছে।

নিখিলেশ—(মল্লিনাথের কাঁধের উপর হাত রাখিয়া) এখানে তোমার এতটুকু কিন্তু হবার দরকার নেই, এ বাড়ী তোমার নিজের বাড়ী বলেই মনে করতে পার—(শকুন্তলার দিকে ফিরিয়া) কি বল শকুন্তলা ? আর তাছাড়া তুমি তো রায়পুরেই এখন থেকে থাকবে বলে ঠিক করেছ ?

মল্লিনাথ—হ্যাঁ আপাততঃ রায়পুরেই থাকব বলে ঠিক করেছি।

নিখিলেশ—তা না হলে তোমার চলতোও না, তোমার মত লোকের কোথায় কোন বন বাদাড়ে পড়ে থাকলে কি চলে! হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমার বইটা আমি কিনে এনেছি, কিন্তু এখনো পড়ে উঠতে পারি নি।

মল্লিনাথ—পড়নি, ভালই হয়েছে, মিছিমিছি কিছুটা সময় নষ্ট হোত।

নিখিলেশ—সে কি!

মল্লিনাথ—কারণ ওর ভেতরে পড়বার মত কিছু নেই।

নিখিলেশ—তার মানে ? নিজের লেখা বই সম্বন্ধে তুমি একথা বলছ কি করে ?

নিশাপতি—কিন্তু বাজারে তো বইটার খুব প্রশংসা শুনেছি—

মল্লিনাথ—বইটা লেখার উদ্দেশ্যই যে প্রশংসা পাওয়া—বইটা লিখেছিও এমন ভাবে যাতে সকলের সঙ্গে মতের মিল হয়।

নিশাপতি—বেশ বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন বলতে হবে।

নিখিলেশ—কিন্তু মল্লিনাথ—

মল্লিনাথ—ও কিন্তু-টিন্তু সব বাজে নিখিলেশ। আসল কারণটা বুঝলে না বন্ধু—ঠিক করেছি জীবনটাকে নতুন করে আরম্ভ করব—কাজেই আর্থিক ভিতটাকে একটু পাকা করে নেওয়া দরকার হয়ে পড়ল।

নিখিলেশ—(অস্বস্তির সহিত) অবশ্য তা যদি ঠিক করে থাক তাহলে—

মল্লিনাথ—(মৃদু হাসিতে হাসিতে থলির মধ্য হইতে একটি বড় কাগজের প্যাকেট বাহির করিল) যখন এই বইটা বেরুবে তখন আমি তোমায় এটা পড়ে দেখতে অনুরোধ করব। এ বইটাতে আমি নিজের মত ব্যক্ত করেছি, এর ভেতরে তুমি আমাকে খুঁজে পাবে।

নিখিলেশ—তাই নাকি! বইটা কি বিষয় নিয়ে লেখা?

মল্লিনাথ—এটা শেষ খণ্ড।

নিখিলেশ—শেষ খণ্ড? কিসের?

মল্লিনাথ—আগের বইখানার।

নিখিলেশ—আগের বইখানা? মানে তোমার নতুন যে বইটা বেরিয়েছে, সেটার?

মল্লিনাথ—হ্যাঁ যে বইটা তুমি কিনে এনেছ।

নিখিলেশ—সে বইয়ের আবার শেষ খণ্ড কি? সেই বইটাতেই তো তুমি বর্তমানে এসে শেষ করেছ।

মল্লিনাথ—আর এটাতে আছে ভবিষ্যতের কথা।

নিখিলেশ—ভবিষ্যতের কথা! Good heavens! কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা জানি কি?

মল্লিনাথ—হয়ত জানি না, কিন্তু কল্পনা করেও তো দু একটা কথা বলা যায়। (প্যাকেটটি খুলিয়া) এই দেখ—

নিখিলেশ—কিন্তু এতো তোমার হাতের লেখা নয়?

মল্লিনাথ—না আমি বলে গিয়েছিলাম লিখেছে আর একজন। (পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে) এই দেখ বইটা দুভাগে ভাগ করা আছে। প্রথম ভাগ লেখা হয়েছে আগামী দিনের সভ্যতা কোন কোন শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে তাই নিয়ে, আর শেষ ভাগে দিয়েছি সেই সভ্যতার সম্ভাব্য উন্নতির একটা পরিকল্পনা।

নিখিলেশ—কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এ বিষয় নিয়ে যে বই লেখা যেতে পারে, একথা আমার কোনদিন মনেই হয় নি।

শকুন্তলা—(কাচের শার্সির উপর টোকা মারিতে মারিতে) নিশ্চয়, একথা যে তোমার কোনদিন মনেই হয়নি এ সম্বন্ধে আর কেউ না হোক আমি অন্ততঃ তোমাকে একটা সার্টিফিকেট লিখে দিতে পারি।

মল্লিনাথ—(পাণ্ডুলিপির প্যাকেটে মুড়িয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল) আমি আজ তোমাকে একটু পড়ে শোনাব বলে এটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম।

নিখিলেশ—আমারও বইটা পড়বার খুব ইচ্ছে। কিন্তু এখন কি সময় হবে—তুমি কি বল নিশাপতি ?

নিশাপতি—মানে—আজ আমার ওখানে একটা পার্টি আছে, আর সে পার্টিতে নিখিলেশই প্রধান অতিথি।

মল্লিনাথ—ও মাপ করবেন, আমি জানতাম না। তাহলে আজ থাক, আর একদিন পড়া যাবে—

নিশাপতি—আমার একটা অনুরোধ আছে, আপনিও যদি দয়া করে আমাদের পার্টিতে যোগ দেন—

মল্লিনাথ—নিমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু আমার পক্ষে আজ তা সম্ভব হবে না।

নিশাপতি—বিশেষ কাজ যদি থাকে তাহলে অবশ্য অন্য কথা—তা না থাকলে আস্থন না আমাদের সঙ্গে। ওখানে বাজে লোক একেবারে পাবেন না। সহরের কজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আসবেন, আর আমি আর নিখিলেশ। আর আমাদের সঙ্গে গেলে সময়টা আপনার ভালই কাটবে—এ সম্বন্ধে আর কেউ না হোক অন্ততঃ মিসেস্ শকুন্তলা—মানে—মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী একটা প্রশংসা-পত্র আমাকে দিতে পারেন।

মল্লিনাথ—না, না, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই—কিন্তু তাহলেও—

নিশাপতি—(কথা শেষ করিতে না দিয়া) আর আমাদের সঙ্গে এলে আপনি আজ বইটাও নিখিলেশকে পড়ে শোনাতে

পারতেন। আমি আপনাদের দুজনের জন্যে একটা ঘর আলাদা করে দিতাম—

নিখিলেশ—সেইটাই ঠিক হবে মল্লিনাথ, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।

শকুন্তলা—না, না, মিস্টার সেনের যখন যাবার ইচ্ছে নেই তখন জোর করে নিয়ে যাবার কোন মানে হয় না। তার চেয়ে মিস্টার সেন এখানেই থাকুন। (মল্লিনাথের দিকে ফিরিয়া) আপনাকে কিন্তু এখান থেকে খেয়ে যেতে হবে—না, বললে চলবে না। আপনাকে নিয়ে তবু তিনজন হল, গল্পগুজব করে সময়টা কাটবে মন্দ নয়।

মল্লিনাথ—তিনজন ?

শকুন্তলা—হ্যাঁ, হেনাও এখনি এসে পড়বে—হেনার সঙ্গে দেখা হয়নি আপনার ?

মল্লিনাথ—হ্যাঁ, সকালে একবার হয়েছিল।

শকুন্তলা—সেও আজ সন্ধে বেলা এখানে আসবে বলে গেছে। আর তাছাড়া সুবিধেও হল, ফেরার সময় তাকে আর একা ফিরতে হবে না, আপনি সঙ্গে থাকবেন।

মল্লিনাথ—সেই কথাই ভাল—(নিশাপতির দিকে ফিরিয়া) তাহলে আজ আমায় ক্ষমা করবেন নিশাপতি বাবু, আপনাদের সঙ্গে আজ আর যেতে পারলাম না—

নিশাপতি—না, না, তাতে আর কি হয়েছে—

নিখিলেশ—আচ্ছা মল্লিনাথ, তুমি যে সামনের মাসে কলেজে

কয়েকটা বক্তৃতা দেবে ঠিক করেছ সেও কি এই সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ?

মল্লিনাথ—হ্যা---তুমি কোথা থেকে শুনলে ?

নিখিলেশ---সকালে বইয়ের দোকানে প্রফেসর রায়ের সঙ্গে দেখা হোল, তিনি বললেন।

মল্লিনাথ---ইচ্ছে তো সেইরকমই আছে। কিন্তু তুমি এতে ক্ষুব্ধ হওনি তো নিখিলেশ ?

নিখিলেশ---না, না, ক্ষুব্ধ হবার কি আছে। তবে---

মল্লিনাথ—আমি জানি এতে তোমার ক্ষুব্ধ হবার যথেষ্ট কারণ আছে।

নিখিলেশ---(মল্লিনাথের কাছে নিজেকে তাহার বড় ছোট মনে হইতেছিল) না, না, ও কোন কাজের কথা নয়, আমার ক্ষতি হবে ভেবে তুমি তোমার ভবিষ্যৎ কেন নষ্ট করতে যাবে ?

মল্লিনাথ---সে দিক থেকে তুমি কিছু ভেব না নিখিলেশ, কলেজ থেকে তুমি নিয়োগপত্র না পাওয়া পর্যান্ত আমি অপেক্ষা করব।

নিখিলেশ---সে কি। তবে যে শুনলাম, তুমিও এই পদের একজন প্রার্থী ?

মল্লিনাথ---ভুল শুনেছ। অবশ্য এটা ঠিক তোমার চেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী আমার আর কেউ নেই, আর এটাও ঠিক এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি চাই জয়, তবে সে জয় হবে নৈতিক, অর্থনৈতিক নয়।

নিখিলেশ---তাহলে তো পিসিমা ঠিক কথাই বলেছিলেন। শুনেছ শকুন্তলা---মল্লিনাথ আমাদেব পথে কোন বাধা সৃষ্টি কববে না।

শকুন্তলা---আমাদের নয়, বল আমার---

নিখিলেশ---(শকুন্তলার কথায কর্ণপাত না করিয়া, উৎসাহেব সহিত নিশাপতিকে) আর নিশাপতি কি বল এ সম্বন্ধে ?

নিশাপতি---হুঁ। নৈতিক জয়। কথাটা শুনতে খুবই ভাল বটে---

নিখিলেশ---কিন্তু তাহলেও ও তো আব---(কি বলিবে ঠিক করিতে না পাবিযা থামিয়া গেল)।

শকুন্তলা---(মুখে দেখা দিল ঘৃণা ভবা মৃদু হাসিব রেখা) কি হল, কথা বলতে বলতে থেমে গেলে, ঘরে বাজ পড়ল নাকি ?

নিশাপতি---একটা ঝড় বয়ে গেল দেখলেন না, বাইরে এখনও ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে---এ সময় একটু বিশেষ শ্রেণীর পানীয় পেলে মন্দ হোত না---

নিখিলেশ---আমার কাছে একটা "কনিয়াক" আছে---(শকুন্তলার মুখেব দিকে চাহিয়া) অবশ্য শকুন্তলার যদি আপত্তি না থাকে---

শকুন্তলা---আপত্তি আমার কিছুমাত্র নেই। মাত্রা রেখে মদ্যপান করাটাকে আমি পুরুষের লক্ষণ বলেই মনে করি।

নিখিলেশ—তাহলে চল নিশাপতি, আমরা ও ঘরটায় যাই—(ভিতরের ঘরটি দেখাইয়া দিল) তোমার সঙ্গে আমার ছু একটা কাজের কথাও আছে। মল্লিনাথের জন্যেও একটু পাঠিয়ে দেব নাকি ?

মল্লিনাথ—(ব্যস্ত হইয়া) না, না, ও আমার একেবারেই চলবে না—

নিখিলেশ—(উৎসাহের সহিত মল্লিনাথের পিঠ চাপড়াইয়া) সে কি হে! তুমি এমন করে উঠলে, শুনে মনে হোল তোমায় যেন আমরা বিষ খেতে বলছি—

মল্লিনাথ—সত্যিই ও জিনিস আমার পক্ষে বিষের কাজ করত।

শকুন্তলা—না, না, জোর করে ওঁকে কিছু খাওয়ানোটা ঠিক হবে না।

নিখিলেশ—আচ্ছা মল্লিনাথ, তুমি তাহলে শকুন্তলার সঙ্গে একটু গল্প-সল্প কর, আমার একটু জরুরী হিসেব পত্তরের ব্যাপার আছে, সেটা আমি ততক্ষণ নিশাপতির সঙ্গে ওঘরে সেরে নিই। কই হে নিশাপতি, এস—তোমার আবার দেরী হয়ে যাবে না তো ?

নিশাপতি—চল—(ভিতরের ঘরের দিকে যাইতে যাইতে শকুন্তলা ও মল্লিনাথের দিকে দেখিয়া)—কি বলছিলে, দেরী ?—না, না, দেরী হবে কেন, এখনো হাতে বেশ সময় আছে—

[নিখিলেশ ও নিশাপতি ভিতরের ঘরে চলিয়া গেল। নিশাপতিকে একটি চেয়ারে বসিতে বলিয়া নিখিলেশ বাড়ীর ভিতর গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই একটি ফাইল হাতে লইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার পিছনে প্রবেশ করিল একজন আর্দ্দালী, তাহার হাতে একটি ট্রের উপর সাজানো একটি বোতল ও দুটি পানপাত্র। টেবিলের উপর ট্রেটি রাখিয়া আর্দ্দালী প্রস্থান করিল। নিখিলেশ আর একটি চেয়ারে বসিয়া ফাইল খুলিতে সুরু করিল, আর নিশাপতিকে দেখা গেল পানপাত্রে মদ ঢালিতেছে। পান করিবার পর দেখা গেল দুইজনে দুটি সিগারেট ধরাইয়া হিসাব সংক্রান্ত কথাবার্ত্তায় মাতিয়া উঠিয়াছে। সম্মুখের ঘরে মল্লিনাথকে আরাম-কেদারার নিকট দণ্ডায়মান দেখা গেল]

শকুন্তলা—(কণ্ঠস্বর অল্প তুলিয়া) মিস্টার সেন, ছবি দেখবেন ? আমি আর নিখিলেশ বিয়ের পর দক্ষিণ-ভারত বেড়াতে গিয়েছিলাম, ছবি তুলে এনেছি, দেখবেন ? (শকুন্তলা লিখিবার টেবিলের দেরাজ হইতে একটি এলবাম বাহির করিয়া লইয়া সোফার এককোণে বসিয়া পড়িল)।

শকুন্তলা—(এলবাম খুলিয়া) এই দেখুন অজন্তার ছবি। এই যে অংশটা দেখছেন এটা বৌদ্ধ যুগে করা হয়েছিল, এর মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব যথেষ্ট বর্ত্তমান। এই দেখুন নিখিলেশ সমস্ত বিবরণ ছবির তলায় লিখে রেখে দিয়েছে।

মল্লিনাথ—(তাহার দৃষ্টি শকুন্তলার মুখের উপর একাগ্রভাবে নিবদ্ধ, সে প্রায় অস্ফুট কণ্ঠস্বরে ডাকিল) শকুন্তলা ! কুন্তী ! শকুন্তলা রায় !

শকুন্তলা—(তাহার দিকে দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) আঃ! চুপ কর!

মল্লিনাথ—(পুনরায় প্রায় অস্ফুট স্বরে) শকুন্তলা রায়!

শকুন্তলা—(এলবামের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া) ও নাম আমার কুমারী জীবনের নাম, যখন আমরা পরস্পর পরস্পরকে জানতাম। আমি আর এখন রায় নই, চ্যাটার্জ্জী—

মল্লিনাথ—চ্যাটার্জ্জী! শকুন্তলা চ্যাটার্জ্জী! সারা জীবন ধরে অভ্যাস করলেও আমার মুখ দিয়ে বোধ হয় শকুন্তলা চ্যাটার্জ্জী বেরোবে না!

শকুন্তলা—কিন্তু অভ্যাস তোমাকে করতেই হবে। যত শীঘ্র পার ততই ভাল।

মল্লিনাথ—শকুন্তলা রায়! বিখ্যাত রায় সাহেবের একমাত্র নন্দিনী! শেষকালে বিয়ে করলে কিনা নিখিলেশকে!

শকুন্তলা—দুনিয়া তো সেই কথাই বলে।

মল্লিনাথ—কুন্তলা! এভাবে তুমি নিজেকে নষ্ট করলে কেন?

শকুন্তলা—(মল্লিনাথের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) থাম—এ ধরনের কথাবার্ত্তা আমি এখানে হতে দেব না!

মল্লিনাথ—তার মানে?

[নিখিলেশ ঘরে প্রবেশ করিয়া সোফার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। দেখা গেল, নিখিলেশের পায়ের শব্দ শুনিবামাত্র শকুন্তলা এলবামে মনোনিবেশ করিয়াছে।]

শকুন্তলা—(কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পাইতেছে ঔদাসীন্য) এই দেখুন মিস্টার সেন, এই ছবিটা—(নিখিলেশের দিকে ফিরিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে) এটা কোথাকার ছবি নিখিলেশ ? এর নীচে তো কিছু লেখা নেই দেখছি—

নিখিলেশ—(যেন কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে এই ভাবে) কই দেখি, দেখি—ও—এটা হচ্ছে গোলকুণ্ডা দুর্গে সুলতানের বসবার একটা আসনের ছবি। সুলতান এই বেদীতে বসে নর্ত্তকীদের নৃত্য আর সঙ্গীত উপভোগ করতেন।

শকুন্তলা—বুঝেছেন মিস্টার সেন, এটা গোলকুণ্ডা দুর্গে সুলতানের বসবার একটা বেদী।

নিখিলেশ—ভাল কথা শকুন্তলা, বড় ফাইলটার সঙ্গে আর একটা ছোট ফাইল ছিল সেটা কোথায় বলতে পার ?

শকুন্তলা—সেটা বোধহয় স্টোররুমে ছোট আলমারিটার ভেতর আছে।

নিখিলেশ—ও আচ্ছা—(নিখিলেশ পিছনের ঘর দিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। নিখিলেশ চলিয়া যাইতেই দেখা গেল, নিশাপতির মন ফাইলে আর নিবিষ্ট নাই—বার বার মুখ তুলিয়া সে মল্লিনাথ ও শকুন্তলাকে লক্ষ্য করিতেছে।)

মল্লিনাথ—(পূর্ব্বের মত অস্ফুট স্বরে) বল শকুন্তলা, বল কেন তুমি একাজ করলে ?

শকুন্তলা—(মনোযোগ সহকারে এলবাম দেখিতেছে এইরূপ ভান করিয়া) তুমি যদি এ ধরনের কথাবার্ত্তা বল

তাহলে তোমার সঙ্গে আমি কথা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হব।

মল্লিনাথ—কিন্তু কুন্তলা নামটাও কি মুখে আনতে দোষ?

শকুন্তলা—না, মুখে আনতে কোন দোষ নেই, আমার কানে না এলেই হল।

মল্লিনাথ—তাহলে বুঝি নিখিলেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে! প্রেম দেখছি অগাধ!

শকুন্তলা—(মৃদু হাস্য করিয়া) প্রেম! নিখিলেশকে? তুমি হাসালে দেখছি!

মল্লিনাথ—(ব্যাকুল স্বরে) তুমি কি তা হলে নিখিলেশকে ভালবাস না?

শকুন্তলা—তা হয়ত বাসি না—কিন্তু তাহলেও—এ ধরনের কথাবার্ত্তা আমি পছন্দ করি না।

মল্লিনাথ—শকুন্তলা, আমার একটা কথার জবাব দেবে?

শকুন্তলা—চুপ! নিখিলেশ আসছে—

[ভিতরের ঘর হইতে নিখিলেশ প্রবেশ করিল, তাহার হাতে ট্রের উপর সাজান কফির সরঞ্জাম ও দুটি পেয়ালা]

নিখিলেশ—(অগ্রসর হইয়া আসিতে আসিতে) এই দেখ, ঠাণ্ডার দিনে গরম কফি—ব্যাপারটা বেশ লোভনীয় বলে মনে হচ্ছে নাকি? (ট্রেটি টেবিলের উপর রাখিল)

শকুন্তলা—তা তুমি নিজে বয়ে আনতে গেলে কেন? বাড়ীতে লোক ছিল না?

নিখিলেশ—(কাপে দুধ চিনি দিতে ব্যস্ত) তোমার কাজ করতে আমার বড় ভাল লাগে যে। (মল্লিনাথের দিকে ফিরিয়া) তুমি কফি খাবে তো এককাপ ?

মল্লিনাথ—তা দিতে পার, আপত্তি নেই।

নিখিলেশ—(কফি ঢালিয়া কাপ দুটি শকুন্তলা ও মল্লিনাথের হাতে তুলিয়া দিল) আচ্ছা কই, হেনা তো এখনও এল না ?

শকুন্তলা—(এলবাম হইতে মুখ তুলিয়া, যেন হেনার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল এই ভাবে) তাই তো ! হেনা এখনও—

নিখিলেশ—(শকুন্তলার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই) দেখে শুনে মনে হচ্ছে হেনার কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলে।

শকুন্তলা—সত্যি ভুলে গিয়েছিলাম। ছবি দেখতে দেখতে হেনার কথা একেবারে মনেই ছিল না। আচ্ছা এটা কোথাকার ছবি বলতে পার ?

নিখিলেশ—(দেখিয়া) এটা ঔরঙ্গাবাদ যাবার পথে সেই ছোট গ্রামটা—মনে নেই তোমার ? সেই যে—যেখানে একদল বিদেশী টুরিস্ট্‌দের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল ?

শকুন্তলা—ও ! মনে পড়েছে, সে রাতটা আমরা ঐ গাঁয়েই কাটিয়েছিলাম—খুব হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে সে দিনটা কেটেছিল।

নিখিলেশ—সত্যিই বড় আনন্দে কেটেছিল দিনটা—ওদিনের আনন্দ আমি কখন ভুলব না—

(পিছনের ঘর হইতে নিশাপতির ডাক শোনা গেল—"ওহে নিখিলেশ, এদিকে দেখে যাও, হিসেবটা মিলে গেছে")

নিখিলেশ—যাই—(পিছনের ঘরে চলিয়া গেল)

মল্লিনাথ—আমার একটা কথার জবাব দেবে শকুন্তলা?

শকুন্তলা—কি কথা?

মল্লিনাথ—অতীতে তোমার আমার মধ্যে শুধুই কি ছিল বন্ধুত্ব? প্রেমের কণামাত্রও কি সে বন্ধুত্বের মধ্যে ছিল না?

শকুন্তলা—প্রেমের কণামাত্র ছিল বলে আমার তো মনে হয় না। তবে হ্যাঁ—আমাদের মধ্যে ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব—কেউ কারো কাছে কোন কথা গোপন করতাম না। বিশেষ করে তুমি ছিলে একেবারে সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি।

মল্লিনাথ—তুমিই আমাকে ঐরকম করে তুলেছিলে শকুন্তলা—

শকুন্তলা—সে বন্ধুত্বের সবটাই ছিল সুন্দর, আমাদের সেই গোপন ঘনিষ্ঠতার মধ্যে সাহসের অভাব ছিল না—আমার এক এক সময় মনে হয়, পৃথিবীতে আর কোন নর নারী বোধহয় নিজেদের মধ্যে এ ধরনের ঘনিষ্ঠতার কথা কোন দিন কল্পনাও করে নি।

মল্লিনাথ—তোমার মনে পড়ে শকুন্তলা, কলকাতায় তোমাদের

বাড়ীতে, বিকেলের দিকে জানলার ধারে বসে তোমার বাবা একমনে কাজ করে যেতেন---

শকুন্তলা---আর আমরা দুটিতে তাঁর পেছনে কোণের সোফাটার ওপর বসে কোন সচিত্র পত্রিকার পাতা ওল্টাতাম---

মল্লিনাথ---চোখ নামালেই নজবে পড়ত পত্রিকাব খোলা পাতা, বার বার সেই একই ছবি---

শকুন্তলা---হ্যাঁ---এখানে যেমন চোখ পড়ছে বার বাব এই এলবামটার ওপর---

মল্লিনাথ---মনে করে দেখ শকুন্তলা, তোমার কাছে আমি আমাব সব কথাই খুলে বলেছিলাম---সে সব কথা কেউ কোনদিন জানতে পারে নি। জীবনের যত কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা, যত কিছু পাপ, সবই তোমার কাছে ব্যক্ত কবেছিলাম খোলাখুলি। বলতে পার শকুন্তলা, তোমার মধ্যে কি এমন ছিল, যার জোবে তুমি এসব কথা আমাকে স্বীকাব করাতে বাধ্য করেছিলে?

শকুন্তলা---তুমি কি মনে কর আমার মধ্যে কোন বিশেষ শক্তি ছিল?

মল্লিনাথ---নিশ্চয়---তাছাড়া আর কি বলি বল? তুমি আমাকে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করতে, আমি সোজাসুজি তার জবাব দিয়ে বসতাম।

শকুন্তলা---প্রশ্ন ঘুরিয়ে করলেও, আমি কি জানতে চাইছি তা তুমি ঠিকই বুঝতে পারতে।

মল্লিনাথ—তা হলেও একটা কথা আমি কিছুতে বুঝে উঠতে পারি নি, তুমি ঐ ধরনের প্রশ্ন কি করে আমাকে---মানে—একজন পুরুষকে, খোলাখুলি ভাবে জিজ্ঞাসা করতে ?

শকুন্তলা---খোলাখুলি ভাবে তো করতাম না, ঘুরিয়ে করতাম !

মল্লিনাথ—তা হলেও, তাদের মানে বোঝা যেত পরিষ্কার—

শকুন্তলা—তুমিই বা তাহলে সে সব প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে কি করে ?

মল্লিনাথ—অতীতের কথা অনেক ভেবে দেখেছি, কিন্তু ঐ কথাটার উত্তর আজও খুঁজে পাই নি। কিন্তু শকুন্তলা তোমার আমার সেই বন্ধুত্বের মধ্যে এতটুকুও কি প্রেম ছিল না ? একবারও কি তোমার মনে হয়নি, প্রেম দিয়ে তুমি আমার সমস্ত কলঙ্ক ধুয়ে মুছে দিতে পার ? একবারও কি তোমার মনে হয়নি, দেবীর মত আমি তোমাকে সামনে বসিয়ে আমার সমস্ত পাপ তোমার কাছে ব্যক্ত করে যাচ্ছি ?

শকুন্তলা—না, সে রকম কিছু কখনও মনে হয়নি।

মল্লিনাথ—তবে তোমার উদ্দেশ্য কি ছিল ?

শকুন্তলা—কেন, তুমি কি এটুকুও বোঝ না, ঐ বয়সে মেয়েদের অনেক কিছু জানবার ইচ্ছে হয়, আর তারা তাদের ঐ অভিসন্ধির কথা বড়দের জানতে দিতে চায় না ?

মল্লিনাথ—অনেক কিছু জানবার ইচ্ছে হয়? বড়দের জানতে দিতে চায় না?

শকুন্তলা—হ্যাঁ, গোপনে তারা পুরুষের দুনিয়ার মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারতে চায়—যে দুনিয়ার চারধারে গুরুজনেরা বাধা নিষেধের গণ্ডি টেনে দিয়েছেন।

মল্লিনাথ—তাহলে তোমার কৌতূহলের কারণটা এই?

শকুন্তলা—সম্পূর্ণ না হলেও, আংশিক তো বটেই।

মল্লিনাথ—অর্থাৎ জীবন জিজ্ঞাসা তোমায় ব্যস্ত করে তুলেছিল, আর সে ব্যস্ততা মেটাবার জন্যে কামনা করেছিলে আমার বন্ধুত্বের। কিন্তু সে বন্ধুত্বই বা রাখলে না কেন?

শকুন্তলা—সে দোষ তোমার।

মল্লিনাথ—কিন্তু বন্ধন তুমিই আগে ছিন্ন করেছিলে।

শকুন্তলা—হ্যাঁ যখন দেখলাম বন্ধুত্ব আর বন্ধুত্ব থাকছে না, সেটা পরিণত হচ্ছে আর এক সম্পর্কে। তোমার লজ্জিত হওয়া উচিৎ ছিল মল্লিনাথ। আমার সারল্যের সুযোগ নিয়ে তুমি আমার ওপর একটা অন্যায় করতে যাচ্ছিলে। বলতে পার মল্লিনাথ, আমার মত এক সরলা বান্ধবীর প্রতি অন্যায় করার কথা কি করে তুমি মনে এনেছিলে?

মল্লিনাথ—(উত্তেজিত অবস্থায় এক হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অপর হাতের তালুর উপর আঘাত করিতে করিতে) তুমি তো আমায় ভয় দেখিয়েছিলে, সে ভয় কাজে পরিণত করনি কেন বলতে

পার ? গুলি করে হত্যা করবার ভয় দেখিয়েছিলে—কেন করনি বলতে পার ?

শকুন্তলা—কেন আবার, কেলেঙ্কারির ভয়ে !

মল্লিনাথ—সে আমি জানি শকুন্তলা তুমি অন্তরে অন্তরে একটা কাপুরুষ।

শকুন্তলা—এ কথাটা তুমি আজ জানলে ! আমি তো অনেকদিন থেকেই জানি. আমার মত কাপুরুষ বড় একটা নেই। (তাচ্ছিল্যের সহিত) তা তোমার পক্ষে তো শাপে বর হয়েছিল, আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হোল বলেই না হেনার মত বান্ধবী জুটল। (ঘৃণার হাসি হাসিয়া) শুধু বান্ধবী ! দুঃখ তাপে ব্যথিত চিত্তে সান্ত্বনা দেয় এমন বান্ধবী !

মল্লিনাথ—আমি জানি, হেনা তোমায় আমাদের সম্বন্ধে সবকথা খুলে বলেছে—সেটা অমন ঠাট্টা করে আমায় না জানালেও চলত।

শকুন্তলা—আর তুমিও বোধ করি হেনার কাছে তোমার আমার সম্বন্ধে সব কথা খুলে বলেছ ?

মল্লিনাথ—একটা কথাও না। হেনার মোটা মাথায় এসব কথা ঠিক ঢুকত না।

শকুন্তলা—মোটা মাথা ? কার—হেনার ?

মল্লিনাথ—এসব ব্যাপারে হেনার মাথা একেবারেই খেলে না—অবশ্য অন্য যে কোন বিষয়ে ওর মত বুদ্ধিমতী মেয়ে খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।

শকুন্তলা—আমাদের দুজনকে দুটি বেশ ভাল বিশেষণ উপহার দিলে দেখছি—হেনার মাথা মোটা আর আমি কাপুরুষ! (মল্লিনাথের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মৃদুস্বরে) এখন আমি তোমাকে একটা গোপন তথ্য বলি শোন—

মল্লিনাথ—(ব্যাকুল স্বরে) গোপন তথ্য! কি গোপন তথ্য শকুন্তলা?

শকুন্তলা—অতীতে সেই এক সন্ধ্যায় আমি যে তোমায় গুলি করতে গিয়েও গুলি করতে পারি নি—সেটাকে আমার কাপুরুষতার পরিচয় বলে ধরে নিও না। কাপুরুষতার নাম-গন্ধও তখন আমার মধ্যে ছিল না।

মল্লিনাথ—কাপুরুষতার নামগন্ধও তখন তোমার মধ্যে ছিল না?

শকুন্তলা—না।

মল্লিনাথ—(শকুন্তলার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আবেগ-পূর্ণ স্বরে) ওঃ! শকুন্তলা, এইবার আমি বুঝেছি তোমার আমার বন্ধুত্বের মূল কারণ! তুমি আর আমি—! ছাইচাপা আগুনের মত তোমার বুকে লুকোন ছিল জীবনের প্রতি তোমার নিবিড় প্রেম—

শকুন্তলা—(মল্লিনাথের দিকে দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মৃদুস্বরে) সাবধান মল্লিনাথ! সাবধান! ও সব কথা বিশ্বাস কোরো না—তাহলে ঠকে যাবে!

[ইতিমধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, আবছা

আলোয় দেখা গেল কে যেন ভিতরে আসিবে বলিয়া মঙ্গলা বড় ঘরের দরজা খুলিয়া দিতেছে]

শকুন্তলা—(সশব্দে এলবামটি বন্ধ করিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে) এতক্ষণে আসা হল মেয়ের। আয় এদিকে আয়—বস—

[বড় ঘরের দরজা দিয়া হেনাকে প্রবেশ করিতে দেখা গেল। তাহার পরিধানে ফিকে সবুজ রঙের শাড়ী, ঐ একই রঙের পশমী ব্লাউজ]

শকুন্তলা—(সোফা হইতে না উঠিয়াই, হেনার দিকে হাত বাড়াইয়া দিল) কিরে মুকুল! এত দেরী করতে হয়! তোর জন্যে সত্যিই আমার ভাবনা হচ্ছিল।

[পিছনের ঘরে প্রবেশ করিয়া নিশাপতি ও নিখিলেশকে নমস্কার করিয়া অভিবাদন জ্ঞাপন করিবার পর সম্মুখের ঘরে আসিয়া হেনা শকুন্তলার হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল। মল্লিনাথ হেনাকে দেখিয়া উঠিয়া দণ্ডায়মান হইলে পরস্পর পরস্পরকে ইঙ্গিতে অভিবাদন জ্ঞাপন করিল।]

হেনা—হ্যাঁরে ও ঘরে ঢুকলুম না বলে ওরা আবার কিছু মনে করবে না তো?

শকুন্তলা—কিছু মাত্র না। ওরা ও ঘরে হিসেব নিকেশের কাজে ব্যস্ত—আর তাছাড়া ওরা এখনি বেরিয়ে যাবে।

হেনা—এখনি চলে যাবে?

শকুন্তলা—হ্যাঁ ওদের একটা পার্টি আছে।

হেনা—(মল্লিনাথকে) তুমি তো যাচ্ছ না, ওদের সঙ্গে?

মল্লিনাথ—না।

শকুন্তলা—মিস্টার সেন আমাদের সঙ্গেই থাকবেন।

হেনা—(একটি চেয়ার টানিয়া মল্লিনাথের পাশে বসিবার উদ্যোগ করিতে করিতে) বাঃ! তোর এ ঘরটা বেশ চমৎকার!

শকুন্তলা—ধন্যবাদ! তা বলে ওখানে বসলে তো চলবে না—তুই বসবি এখানে, আমার পাশে, আমি থাকব তোদের দুজনের মাঝখানে।

হেনা—তা তুমি যখন মাননীয়া গৃহকর্ত্রী, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

[হেনা টেবিলটি ঘুরিয়া আসিয়া শকুন্তলার দক্ষিণপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলে মল্লিনাথ শকুন্তলার বাম পার্শ্বে একটি চেয়ারে উপবেশন করিল।]

মল্লিনাথ—(অল্পক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হইবার পর, শকুন্তলাকে) হেনাকে এই শাড়ীখানা পরে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে না?

শকুন্তলা—(আলগোছে হেনার চুল লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে) খালি দেখাচ্ছেই সুন্দর? আর কিছু নয়?

মল্লিনাথ—(ঈষৎ রাগত স্বরে) হ্যাঁ আরো অনেক কিছু! আমাদের মধ্যে আছে নিবিড় বন্ধুত্ব, আমরা পরস্পর পরস্পরকে করি গভীর বিশ্বাস—আমাদের মধ্যে রহস্যজনক এমন কিছু নেই যা কারো মনের মধ্যে কুৎসিত কৌতূহল জাগাতে পারে,

আমাদের বক্তব্য বা কর্ত্তব্যের মধ্যে ঘোরালো কিছু নেই—

শকুন্তলা—(বাধা দিয়া) ঘোরালো কি কিছুই নেই, মিস্টার সেন ?

মল্লিনাথ—মানে ?

হেনা—তুই জানিস কুন্তী, এখন ও নিজেই স্বীকার করে আমার কাছ থেকে ও প্রেরণা পেয়েছে ?

শকুন্তলা—(মৃদু হাসিতে হাসিতে) তাই নাকি !

মল্লিনাথ—শুধু প্রেরণা কেন, মিসেস চ্যাটার্জ্জী,—হেনার মনে সাহস ছিল বলেই আজ আমি আবার উঠে দাঁড়াতে পেরেছি।

হেনা—সাহস ! আমার মধ্যে আবার সাহস কোনখানটায় দেখলে ?

মল্লিনাথ—নিশ্চয় ! যে সব ক্ষেত্রে তোমার বন্ধুর ভাগ্য জড়িত সে সব ক্ষেত্রে তুমি যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছ।

শকুন্তলা—সাহস ! সাহস ! সাহস ! আর কিছু না থেকে যদি শুধু ঐ একটা জিনিসই আমার থাকত !

মল্লিনাথ—তার মানে ? তাহলে কি হোত ?

শকুন্তলা—তাহলে আর কিছু না হোক, জীবনটা অন্ততঃ বাঁচবার মত হোত ! এরকম প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর জন্যে কাঙালপনা করতে হোত না ! (হঠাৎ স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া) কিরে মুকুল, তোর জন্যে এক পেয়ালা কফি আনতে দিই ?

হেনা—না ভাই ধন্যবাদ! এখন আর কফির কোন দরকার নেই।

শকুন্তলা—মিস্টার সেন, আপনার জন্যে এক পেয়ালা?

মল্লিনাথ—না, ধন্যবাদ!

শকুন্তলা—তাহলে অন্য কোন বিশেষ প্রকার পানীয়? এই ধরুন একপাত্র কনিয়াক?

হেনা—(ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া, ব্যাকুল স্বরে) না, না, ও জিনিস ওর একেবারেই চলবে না!

শকুন্তলা—(মল্লিনাথের দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া) কিন্তু আমি যদি বলি আপনার এক পাত্র কনিয়াকের প্রয়োজন আছে—বিশেষ করে আজ এই ঠাণ্ডার দিনে—তাহলেও চলবে না।

মল্লিনাথ—আমাকে বৃথা অনুরোধ করবেন না মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী, ও আমার একেবারেই চলবে না।

শকুন্তলা—(সহাস্যে) তাহলে দেখছি আমার মত তুচ্ছ প্রাণীর অনুরোধের কোন দামই নেই আপনার কাছে!

মল্লিনাথ—না, না, সে কথা বললে ভুল বলা হবে—আপনার অনুরোধের দাম আমার কাছে অনেক—তবে এ বিষয়ে নয়।

শকুন্তলা—কিন্তু আমি মোটেই ঠাট্টা করছি না—আপনার নিজের কথা ভেবেও অন্ততঃ এক পাত্র পান করা উচিৎ ছিল আপনার।

হেনা—(ব্যাকুল স্বরে) একি বলছিস্ তুই—!

মল্লিনাথ—নিজের কথা ভেবে পান করা উচিৎ ছিল! কেন ?

(ভিতরের ঘরে দেখা গেল আর্দ্দালী মদ্যপানের সরঞ্জাম ট্রেতে সাজাইয়া লইয়া প্রস্থান করিতেছে)

শকুন্তলা—এক মিনিট! (আর্দ্দালীকে ডাকিল) করিম্, এদিকে শোন—(আর্দ্দালী নিকটে আসিলে) শোন, ওটা এখানে থাক। তুমি একবার ডাক্তার ধরের ডাক্তারখানায় যাও—চেন তো, বড় রাস্তার ওপর ? (আর্দ্দালী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল)—ওখানে গিয়ে আমার ওষুধটা নিয়ে এস। ওখানে আমার বলা আছে—গিয়ে সাহেবের নাম করে বলবে, চ্যাটার্জ্জী সাহেব সকালে যে ওষুধটার কথা বলে এসেছিলেন—বুঝলে ? (করিম ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল) হ্যাঁ মঙ্গলার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাও—(ট্রেটির দিকে দেখাইয়া)—ওটা এখানেই থাক, তুমি তাড়াতাড়ি যাও—(আর্দ্দালী ট্রেটি টেবিলের উপর রাখিয়া সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল)

শকুন্তলা—(মল্লিনাথকে) হ্যাঁ, কি বলছিলেন যেন মিস্টার সেন ?

মল্লিনাথ—নিজের কথা ভেবে পান করা উচিৎ ছিল কেন ?

শকুন্তলা—অন্য লোক আপনার সম্বন্ধে হয়ত কিছু ভাবতেও পারে—তারা হয়ত ভাবতে পারে, আপনি এখনও নিজেকে আয়ত্তে আনতে পারেন নি।

মল্লিনাথ—কেন ?

শকুন্তলা—এক সময় আপনি প্রচুর মদ্যপান করতেন—আর এখন একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু মাত্রা বজায় রেখে মদ্যপান করাটা—মানে যাকে স্বাস্থ্যপান করা বলে—সেটা অভিজাত সভ্য সমাজের একটা সামাজিক রীতি। কোন আসরে সে রীতির ব্যতিক্রম দেখলে লোকে ভাববে, আপনার মনের ভয় এখনও কাটে নি—আপনি হয়ত এখনও নিজেকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনতে পারেন নি—নিজের ওপর বিশ্বাস হয়ত এখনও আপনার ফিরে আসেনি।

হেনা—(মৃদু অথচ ব্যাকুল স্বরে) শকুন্তলা! লক্ষীটি! ওকথা আর তুলিস নি ভাই!

মল্লিনাথ—লোকে যা খুশি তাই ভাবুক, তবুও না!

হেনা—(দৃঢ় অথচ উল্লসিত কণ্ঠস্বরে) নিশ্চয়! লোকে যা খুশি তাই ভাবুক, তবুও না!

শকুন্তলা—আমি কিন্তু একটু আগে নিশাপতি বাবুর মুখের ভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম—তা দেখে মনে হয়েছিল আমার ধারণাই ঠিক!

মল্লিনাথ—তার মানে? কি দেখেছিলেন তাঁর মুখে?

শকুন্তলা—আপনি যখন ওঁদের সঙ্গে ওঘরে যেতে সাহস করলেন না, তখন নিশাপতি বাবুর মুখে ফুটে উঠেছিল মৃদু হাসির রেখা—আর সে হাসির মধ্যে শুধু ছিল ঘৃণা আর তাচ্ছিল্য—

মল্লিনাথ—সাহস করলাম না! মানে? আপনি এঘরে ছিলেন বলেই আমি ওঁদের সঙ্গে ওঘরে গেলাম না।

হেনা—নিশ্চয়! তোমাকে এঘরে একা রেখে ওঁদের পিছু পিছু যাওয়াটা তো অভদ্রতা হোত!

শকুন্তলা—ও কথাটা তিনি বোধ হয় আন্দাজ করতে পারেন নি। আমি যে স্পষ্ট দেখলাম, আপনি যখন ওঁদের পার্টিতে যেতে অস্বীকার করলেন, তখন নিশাপতি বাবু নিখিলেশের দিকে চেয়ে হেসেছিলেন—আর সে হাসি ছিল ইঙ্গিতপূর্ণ।

মল্লিনাথ—তা বলে আপনি কি করে বললেন—আমার মধ্যে সাহসের অভাব ছিল?

শকুন্তলা—আমি তো কিছু বলি নি। নিশাপতি বাবু সেই রকমই মনে করলেন!

মল্লিনাথ—তাঁর যা খুশি তাই মনে করতে পারেন, আমার তাতে কিছুমাত্র এসে যায় না।

শকুন্তলা—আপনি তা হলে ওঁদের সঙ্গে পার্টিতে যাচ্ছেন না?

মল্লিনাথ—পার্টিতে যাব, একথা তো একবারও বলি নি।

হেনা—তোর মনে কি এখনও সন্দেহ আছে নাকি?

শকুন্তলা—(মল্লিনাথের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে) বাঃ! চমৎকার! যেখানে আদর্শের প্রশ্ন, নীতির প্রশ্ন, সেখানে দেখছি আপনি পর্ব্বতের মত দৃঢ়! সত্যিই আপনি

একজন শক্তিমান পুরুষ! (হেনার দিকে ফিরিয়া, তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে) তারপর মুকুল, তুই সকালে ভয় পেয়ে যে রকম বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে ছুটে এসেছিলি—

মল্লিনাথ—(বিস্ময়ান্বিত হইয়া) ভয়! কিসের ভয়?

হেনা—(ভীত স্বরে) শকুন্তলা! শকুন্তলা!

শকুন্তলা—সেই কথাই তো বলছি—এখন দেখতে পাচ্ছিস ভয় করবার কোন কারণই নেই—(হঠাৎ অন্য কথায় চলিয়া গেল) যাকগে ওসব কথা—এখন শোন, বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তার গল্প বলি শোন—

মল্লিনাথ—(বাধা দিয়া) না, না, গল্প এখন থাক। আপনি ব্যাপারটা খুলে বলুন তো?

হেনা—(ব্যাকুল স্বরে) না, না, লক্ষীটি শকুন্তলা! একি করছিস তুই!

শকুন্তলা—(চাপা গলায়) উত্তেজনাটা একটু কমাও না! নিশাপতি বাবুর দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ—তিনি ওঘর থেকে শ্যেন দৃষ্টিতে সমস্ত লক্ষ্য করছেন।

মল্লিনাথ—(পূর্ব্ব কথার জের টানিয়া) ভয় পেয়েছিল? হেনা?—ও বুঝেছি, আমার জন্যে হেনার ভয় হয়েছিল!

হেনা—(ব্যাকুল স্বরে) ওঃ! শকুন্তলা, এ তুই কি করলি! আমার সমস্ত আশা ভরসা নষ্ট করে দিলি!

মল্লিনাথ—(হেনার দিকে স্থির দৃষ্টিতে একমুহূর্ত্তের জন্য দেখিল—তাহার মুখের ভাব ভঙ্গী সমস্ত বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে)

ও বুঝেছি! এ হচ্ছে আমার প্রতি আমার বান্ধবীর সরল বিশ্বাসের নিদর্শন!

হেনা---তুমি অত অস্থির হচ্ছ কেন? আমি তোমায় সব বলছি শোন---

মল্লিনাথ---(একটি পানপাত্র লইয়া তাহাতে মদ ঢালিল) আর কিছু বলতে হবে না! তুমি আমার চলার পথের বান্ধবী---এস তোমার স্বাস্থ্য পান করি! (মদ্যপান করিয়া দ্বিতীয়বার পাত্র পূর্ণ করিল)

হেনা—ওঃ! শকুন্তলা, এ তুমি কি করলে?

শকুন্তলা—আমি করলাম! আমি আবার কি করলাম? তুই কি পাগল হয়ে গেলি নাকি?

মল্লিনাথ—আসুন আপনারও স্বাস্থ্য পান করি। আপনি আজ আমার বড় উপকার করেছেন—সত্যকে জানতে সাহায্য করেছেন! সত্য যা, তা প্রকাশ হবেই, তাকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না! (মদ্যপান করিয়া পুনরায় পাত্র পূর্ণ করিতে উদ্যত হইল)

শকুন্তলা—(মল্লিনাথের হাতে হাত রাখিয়া) এখন আর নয়, থাক—আপনাকে আবার পার্টিতে যেতে হবে—

হেনা—না, না, না, কখনো না!

শকুন্তলা—চুপ! ওরা শুনতে পাবে যে!

মল্লিনাথ—(পানপাত্র নামাইয়া রাখিয়া) আচ্ছা হেনা, আমার কটা প্রশ্ন আছে, ঠিক উত্তর দেবে তো?

হেনা—নিশ্চয়—

মল্লিনাথ—তুমি যে আমার খোঁজে এখানে এসেছ, মিস্টার মিত্র কি সে কথা জানেন ?

হেনা—দেখ কুন্তী—এ প্রশ্নও এখন ও আমাকে করতে পারছে ! ওর মুখে একটুও আটকাচ্ছে না !

মল্লিনাথ—না, না, এড়িয়ে গেলে চলবে না—তুমি যে এখানে আমার খোঁজে আসবে, বোধকরি এ বিষয়ে মিস্টার মিত্রের সঙ্গে তোমার কথাবার্তা হয়েছিল ? মিস্টার মিত্রই বোধহয় তোমাকে ব্যস্ত করে তুলেছিলেন, এখানে আমার খোঁজে আসবার জন্যে ! নিশ্চয় তাঁর কোন অফিসের কাজে আমার সাহায্যের দরকার হয়ে পড়েছে ! আর নয় তো তাস খেলার সঙ্গী পাচ্ছেন না তিনি, কি বল ?

হেনা—(অস্ফুট অথচ ব্যাকুল স্বরে) মল্লিনাথ ! মল্লিনাথ ! আর নয়, এবার চুপ কর !

মল্লিনাথ—(পরিপূর্ণ পানপাত্র তুলিয়া লইয়া) এস এবার মিস্টার মিত্রের স্বাস্থ্য পান করা যাক—

শকুন্তলা—(তাহাকে বাধা দিয়া) এখন আর নয়—আপনি ভুলে যাচ্ছেন মিস্টার সেন, আপনাকে পার্টিতে যেতে হবে—সেখানে নিখিলেশকে আপনি আপনার লেখা পড়ে শোনাবেন।

মল্লিনাথ—(শান্ত হইয়া পানপাত্র নামাইয়া রাখিল) না, না, হেনা, সত্যিই আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে। আমার

বোঝবার ভুল হয়েছিল, আমাব এ অপরাধের জন্মে আমি তোমাব কাছে ক্ষমা চাচ্ছি বন্ধু। যদিও এক সময়ে আমার অধঃপতন হয়েছিল, তা হলেও তুমি দেখে নিও, আমি আর সে অবস্থাব মধ্যে নেই। আমি নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পেবেছি—আব এব জন্মে দায়ী তুমি। তোমায় শত সহস্র ধন্যবাদ বন্ধু।

হেনা—(আনন্দে অধীব হইযা) দেখ কুন্তী, ভগবান আছেন।

(ইতিমধ্যে দেখা গেল নিশাপতি ঘডি দেখিতেছে। পব মুহূর্ত্তে নিশাপতি ও নিখিলেশ উঠিযা সম্মুখের ঘবে প্রবেশ কবিল।)

নিশাপতি—আচ্ছা মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী. তাহলে আমবা চলি। আমাদেব সময হয়ে গেছে।

শকুন্তলা—আমাবও মনে হচ্ছে আপনাদের সময় হয়ে গেছে—

মল্লিনাথ—(উঠিয়া) আমাবও সময় হয়ে গেছে নিশাপতি বাবু—

হেনা—(অস্ফুট স্বরে) মল্লিনাথ! মল্লিনাথ!

শকুন্তলা—(হেনাকে বাধা দিয়া) আঃ! শুনতে পাবে যে!

মল্লিনাথ—(নিশাপতিকে) আপনার নিমন্ত্রণ পেয়ে সত্যিই আমি খুব আনন্দিত।

নিশাপতি—আপনি তাহলে আমাদের সঙ্গে যাবেন বলেই ঠিক কবলেন?

মল্লিনাথ—হ্যাঁ—নিমন্ত্রণের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ !

নিশাপতি—আপনি আসবেন শুনে সত্যি বড় আনন্দ হচ্ছে—

মল্লিনাথ—(পাণ্ডুলিপিটি নিখিলেশের হাতে দিয়া) এটা তুমিই হাতে করে নিয়ে চল। এর থেকে কিছু কিছু আমি তোমাকে পড়ে শোনাব—কতকগুলো জায়গায় একটু আধটু ভুল আছে বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে।

নিখিলেশ—এত বেশ ভাল কথা—(হেনার দিকে চাহিয়া) তোমাকে দেখছি একাই বাড়ী ফিরতে হোল।

শকুন্তলা—সে যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে—

মল্লিনাথ—(হেনা ও শকুন্তলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) মিসেস মিত্রের ব্যবস্থা ? সে আমি করবখন। এখানে ফিরে এসে আমি ওঁকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসব। একা ওঁকে ফিরতে হবে না, বিশেষ করে আমি যখন কথা দিয়েছি, যাবার সময় ওঁর সঙ্গে থাকব। দশটা নাগাদ ফিরলেই হবে তো, মিসেস চ্যাটার্জ্জী ?

শকুন্তলা—হবে বলে হবে—খুব ভাল হবে !

নিখিলেশ—আমার কিন্তু অত তাড়াতাড়ি ফেরা হবে না, শকুন্তলা—

শকুন্তলা—তাড়াতাড়ি ফিরতে তোমায় বলছে কে ! (পর মুহূর্ত্তে নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া) আর তাছাড়া তাড়াতাড়ি ফিরে আসাটা তোমার পক্ষে অভদ্রতা

হবে—বিশেষ করে তোমারই সম্মানার্থে যখন এই পার্টি।

হেনা—(দুশ্চিন্তা গোপন করিবার চেষ্টা করিতে করিতে) তাহলে মিস্টার সেন, আমি কিন্তু আপনার জন্যে এখানে অপেক্ষা করব—

মল্লিনাথ—নিশ্চয় করবেন, মিসেস মিত্র! আমার একান্ত অনুরোধ—আমি আসার আগেই আপনি যেন এখান থেকে চলে যাবেন না—

নিশাপতি—তাহলে মিসেস চ্যাটার্জী—আপাততঃ বিদায়! এতক্ষণে ট্রেন আমাদের ছাড়ল, আশা করি সময় আমাদের ভালই কাটবে—(শকুন্তলা ব্যতীত আর সকলের মুখে বিস্ময়ের ভাব লক্ষ্য করিয়া) কি সকলে অবাক হয়ে চেয়ে আছেন যে? অলঙ্কার দিয়ে কথা বললাম্ বলে? কথাটা আমার নিজের নয়—মুখস্ত করা—বলেছিলেন এক পরিচিতা ভদ্র মহিলা।

শকুন্তলা—আহা! যদি সেই ভদ্র মহিলা অন্ততঃ অদৃশ্য অবস্থায় আপনাদের আসরে উপস্থিত থাকতে পারতেন!

নিশাপতি—অদৃশ্য অবস্থায় কেন?

শকুন্তলা—তাহলে এতটুকু অস্বস্তি বোধ না করেও আপনাদের আসরের আনন্দ পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করতে পারতেন!

নিশাপতি—(সহাস্যে) আমি কিন্তু তাঁকে সে উপদেশ দিই না!

নিখিলেশ—(হাসিয়া উঠিয়া শকুন্তলাকে) বাঃ! তুমি তো বেশ চমৎকার কথা বলতে পার দেখছি! (নিশাপতি ও মল্লিনাথের দিকে চাহিয়া) এস হে! আর কত দেরী করবে?

নিশাপতি—(শকুন্তলা ও হেনাকে নমস্কার করিয়া) আচ্ছা, তাহলে চলি, মিসেস মিত্র, মিসেস চ্যাটার্জ্জী! (শকুন্তলা ও হেনা নিশাপতিকে নমস্কার করিল)

মল্লিনাথ—(শকুন্তলা ও হেনাকে নমস্কার করিয়া) আচ্ছা, তাহলে ঠিক দশটার সময়, কেমন? (শকুন্তলা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া নমস্কার করিল। হেনার অবস্থা নমস্কার করা না করার মধ্যবর্ত্তী)।

(নিশাপতি, নিখিলেশ ও মল্লিনাথ বড় ঘরের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। ভিতরের ঘরের দরজা দিয়া মঙ্গলার প্রবেশ।)

শকুন্তলা—(মঙ্গলাকে) মঙ্গলা, সবুজ আলোটা জ্বেলে দিয়ে যাও তো।

(মঙ্গলা সুইচ-বোর্ডের নিকট গিয়া সুইচ নামাইয়া দিতেই পাশাপাশি দুটি আলোর একটি জ্বলিয়া উঠিল এবং ঘরটি সবুজ আলোয় আলোকিত হইয়া উঠিল। মঙ্গলা ভিতরের ঘর দিয়া প্রস্থান করিল। ইতিমধ্যে দেখা গেল হেনা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছে ও ঘরে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিয়াছে)

হেনা—(মঙ্গলা চলিয়া যাইবার পর) কি হবে শকুন্তলা! এখন কি হবে?

শকুন্তলা—কি আবার হবে! ঠিক দশটার সময় সে এখানে

আসবে। আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—সে আসছে অহঙ্কারসে পরিপূর্ণ হয়ে—মুখ চোখ তার রাঙা হয়ে উঠেছে, মাথাতে জড়ানো রয়েছে ফুলের মুকুট—বসন্ত সখার বেশে সজ্জিত হয়ে নির্ভীক পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে সে—মনে হইতেছিল শকুন্তলার কণ্ঠস্বর যেন কোন স্বপ্নলোক হইতে ভাসিয়া আসিতেছে)।

হেনা—(শকুন্তলাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া) আমি আর কিছু চাই না! শুধু সে ফিরে আসুক!

শকুন্তলা—বসন্ত সখার বেশে ফিরে তাকে আসতেই হবে—তখন লক্ষ্য কোরো—দেখতে পাবে নিজেকে সে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পেরেছে—সংস্কারের বশ থেকে মুক্তি পেয়ে সে হয়ে উঠেছে এক স্বাধীন মানুষ!

হেনা—(ভীতস্বরে) ওঃ! তাকে এরকম বিশৃঙ্খল অবস্থায় আমার কল্পনা করতেও ভয় হচ্ছে!

শকুন্তলা—তবু সে আসবে—আমি তাকে যে অবস্থায় দেখছি, ঠিক সেই অবস্থাতেই সে আসবে—(উঠিয়া হেনার নিকট গিয়া) তুমি তাকে সন্দেহ করতে পার, কিন্তু আমি তাকে বিশ্বাস করি—সম্পূর্ণ বিশ্বাস—এতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই! এখন দেখা যাক, আমাদের মধ্যে কে জয়ী হয়!

হেনা—(সন্দেহ পূর্ণ স্বরে) এসব ব্যাপারের মধ্যে নিশ্চয় তোমার একটা গোপন উদ্দেশ্য আছে!

শকুন্তলা—উদ্দেশ্য একটা আছে বই কি! এতকাল চেয়েছি

একটা মানুষের ভাগ্যকে নিজের হাতে নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার কিন্তু পাইনি—এবার সে কামনা আমি চরিতার্থ করব!

হেনা—সে অধিকার তুমি কি সত্যিই পাওনি?

শকুন্তলা—না, আজও সে অধিকার আমি পাই নি—

হেনা—কেন, তোমার স্বামী?

শকুন্তলা—আমার স্বামীর ভাগ্য? ওটার কি কোন দাম আছে নাকি? ওটা নিয়ে চিন্তা করা মানে সময় নষ্ট করা! আজ আমার মনের কথা তুমি বুঝতে পারবে না—কেননা মনের দিক থেকে দৈব আমাকে করেছে রিক্তা, আর তোমাকে করেছে ঐশ্বর্য্যশালিনী! (হঠাৎ আবেগভরে হেনাকে জড়াইয়া ধরিয়া) আজ আমার কি মনে হচ্ছে জান—তোমার এই রাশি রাশি কাল চুল পুড়িয়ে ছাই করে দিই!

হেনা—(অত্যন্ত ভীত হইয়া) শকুন্তলা! আমার কি রকম ভয় করছে! আমি বরং এখন বাড়ী যাই—

মঙ্গলা—(দুই ঘরের মধ্যবর্ত্তী দরজার নিকট আসিয়া) আপনাদের খাবার এখানে নিয়ে আসব কি?

শকুন্তলা—না, খাবার ঘরে রাখতে বল, আমরা যাচ্ছি। (মঙ্গলা চলিয়া গেল)।

হেনা—না, না, আমি বাড়ী যাব এখনি—এখনি—আমার আর এখানে ভাল লাগছে না—আমাকে ছেড়ে দাও—

শকুন্তলা—না, না, তা কি হয়! এখন গেলে তো চলবে না! দশটা বাজতে এখনো অনেক দেরী—দশটা বাজুক

তবে তো আসবে মল্লিনাথ বসন্ত সখার বেশে সজ্জিত হয়ে !—তার মাথাতে জড়ান থাকবে ফুলের মুকুট !

(শকুন্তলা একরূপ জোর করিয়া হেনাকে দুই ঘরের মধ্যবর্ত্তী দরজার দিকে টানিতে টানিতে লইয়া চলিল)

পর্দ্দাও এই সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিল।

তৃতীয় অঙ্ক

[প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কে বর্ণিত নিখিলেশের বাড়ীর বসিবার ঘর। সম্মুখ ও পিছনের ঘরের মধ্যবর্ত্তী দরজা ও কাচের দরজার পর্দ্দা নামান রহিয়াছে। ঘরটি পূর্ব্বের ন্যায় সবুজ আলোয় আলোকিত। যবনিকা উঠিতে দেখা গেল হেনা আরামকেদারায় হেলান দিয়া শুইয়া আছে ও শকুন্তলা সোফার উপর শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে। দুই জনেরই দেহ পশমী গাত্রাবরণে আচ্ছাদিত। হেনা জাগিয়াই ছিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে শুইয়া থাকিবার পর হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া ব্যাকুলভাবে কি যেন শুনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পরে হতাশ হইয়া আবার হেলান দিয়া শুইয়া পড়িল। দেখা গেল মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছে অসীম ক্লান্তির ভাব। শকুন্তলা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন]

হেনা—(অস্ফুট স্বরে) ভগবান! এ কি করলে তুমি। এখনো সে আসছে না কেন ? কেন তার এত দেরী হচ্ছে ?

[মঙ্গলাকে বড় ঘরের দরজা দিয়া অতি সাবধানে প্রবেশ করিতে দেখা গেল। তাহার হাতে একখানি চিঠি]

হেনা—(ব্যাকুল ভাবে) বাইরে কেউ এসেছে নাকি ?

মঙ্গলা—হ্যাঁ, একটি মেয়ে এই চিঠিটা নিয়ে এসেছে।

হেনা—চিঠি! কই দেখি ?

মঙ্গলা—এ আমাদের সায়েবের চিঠি, আপনার নয়।

হেনা—(নিরুৎসাহ হইয়া) ওঃ, তাই নাকি—

মঙ্গলা—এ চিঠি পিসিমার কাছ থেকে এসেছে। তাঁর বাড়ীতে এখন যে মেয়েটা কাজ করে, সেই নিয়ে এসেছে। এই টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে দিই ?

হেনা—তাই রেখে দাও—

মঙ্গলা—আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যাই, কি বলেন ?

হেনা—(অন্যমনস্ক ভাবে) আলো নিবিয়ে দেবে ?—আচ্ছা দাও—আর তো সকাল হয়ে এসেছে।

মঙ্গলা—সকাল হয়ে এসেছে কি ? এখন তো সকালই—ছটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ।

হেনা—ছটা বেজে গেছে! অথচ এরা কেউ এখনো এল না!

মঙ্গলা—আমি কিন্তু মা গোড়াতেই এইরকম আন্দাজ করেছিলাম—

হেনা—কি আন্দাজ করেছিলে ?

মঙ্গলা—ওই একটি লোককে এখানে আসতে দেখেই আন্দাজ করেছিলাম, এরকম একটা কিছু ঘটবে—এখানে আমার হোল অনেকদিন—ওঁর সম্বন্ধে শুনতে তো আমার কিছু বাকী নেই!

হেনা—(মৃদু অথচ বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বরে) অত জোরে কথা কইছ কেন, এখনি শকুন্তলার ঘুম ভেঙ্গে যাবে যে—

মঙ্গলা—তাই তো ! বৌদিমণি ঘুমুচ্ছেন, একথা আমার মনেই ছিল না। (গলার স্বর অপেক্ষাকৃত নামাইয়া) আপনি এখন চা খাবেন কি ?

হেনা—না, এখন চায়ের দরকার নেই।

(মঙ্গলা অতি সাবধানে বড় ঘরের দরজা দিয়া প্রস্থান করিল)

শকুন্তলা—(দরজা বন্ধ হওয়ার সামান্য শব্দে জাগরিত হইয়া) কিসের যেন শব্দ হোল একটা ?

হেনা—ও কিছু নয়—মঙ্গলা এসেছিল।

শকুন্তলা—(চারিদিকে দেখিতে দেখিতে সমস্ত মনে পড়িয়া গেল)—তাইতো ! এখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম দেখছি—(উঠিয়া বসিয়া আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে) কটা বাজে এখন ?

হেনা—সাতটা হবে—

শকুন্তলা—নিখিলেশ এল কখন ?

হেনা—নিখিলেশ এখনো ফেরে নি।

শকুন্তলা—এখনো বাড়ীই আসে নি ?

হেনা—শুধু নিখিলেশ কেন, কেউই ফেরেনি এখনো।

শকুন্তলা—আর আমাদের চোখে রাত চারটে অবধি ঘুম ছিল না ! কখন ফিরবে, বসে বসে শুধু এই কথাই ভেবেছি !

হেনা—কি করে যে আমার রাত কেটেছে, তা ভগবানই জানেন !

শকুন্তলা— হাই তুলিয়া) অথচ এ কষ্ট করার কোন প্রয়োজন আমাদের ছিল না---

হেনা—তুই তো তবু একটু ঘুমিয়ে নিয়েছিস।

শকুন্তলা—তুই কি একেবারে ঘুমোস নি ?

হেনা---এক মিনিটের জন্যেও দুটো চোখের পাতা এক করিনি ! সে চেষ্টাও করিনি, কেননা সারারাত জেগে কাটান ছাড়া আর কোন উপায় আমার ছিল না।

শকুন্তলা---(হেনার নিকটে আসিয়া) ওই তো তোর দোষ, অমনি ব্যস্ত হয়ে উঠলি ! অত ব্যস্ত হবার মত জটিল কিছু একটা ঘটেনি---যা ঘটেছে, তা খুবই সহজ সরল !

হেনা—কি ঘটেছে বলে তোর মনে হয় ? ওরা এখনো ফিরছে না কেন ?

শকুন্তলা—কি আবার হবে ! নিশাপতি বাবুর বাড়ীতে আসর হয়ত খুব রাত করে ভেঙ্গেছে---

হেনা---সেটাতো পরিষ্কার বুঝতে পারছি—কিন্তু তাহলেও—

শকুন্তলা—এর মধ্যে তাহলের কিছু তো নেই। নিখিলেশ দেখলে, রাত বেশী হয়ে গেছে---শুধু শুধু মাঝ রাতে এসে আমাদের আর বিরক্ত করে কেন। আর তাছাড়া ওদের আসরে হুল্লোড়ও তো কম হয় না---খাদ্য আর পানীয় দুই সমান তালে চলতে থাকে---এর পর নিজেকে আর সে আমাদের সামনে আনতে চায় নি।

হেনা—কিন্তু তাহলে সে গেল কোথায়? ওখানেই রয়ে গেল নাকি?

শকুন্তলা—হয়ত পিসিমার বাড়ী চলে গেছে—ওখান থেকে পিসিমার বাড়ীটা কাছেই পড়ে!

হেনা—কিন্তু পিসিমার বাড়ীতে তো যায় নি, সেখান থেকে নিখিলেশের নামে একটা চিঠি এসেছে—ওই তো চিঠিটা রয়েছে ওখানে—

শকুন্তলা—তাই নাকি! (চিঠিটা তুলিয়া ঠিকানাটা দেখিল) এতো পিসিমার নিজের হাতে লেখা দেখছি। তাহলে বোধহয় নিশাপতি বাবুর ওখানেই থেকে গেছে। মল্লিনাথের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র---সে হয়ত কোথাও বসে রয়েছে বসন্ত সখার বেশে—মাথায় জড়ান রয়েছে ফুলের মুকুট---নিজের লেখা নিজেকেই পড়ে শোনাচ্ছে—কিংবা হয়ত নিশাপতি বাবুর বাড়ীতে নিখিলেশকে পড়ে শোনাচ্ছে।

হেনা—(ভীত স্বরে) আচ্ছা সত্যিই যদি ঐরকম এলোমেলো অবস্থায় থাকে সে—অনেকদিন বাদে এসব জিনিস পেটে পড়েছে, যদি সত্যি সত্যিই---

শকুন্তলা---(বাধা দিয়া) বুঝলি হেনা, তোর মত বোকা যদি আর দুনিয়ায় দুটো থাকে!

হেনা—ঠিক বলেছিস! সত্যিই আমি বড় বোকা—

শকুন্তলা—ওসব বাজে কথা থাক। তোকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে হেনা---

হেনা—ঠিক বলেছিস, সমস্ত রাত অপেক্ষা করে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—সমস্ত শরীর যেন ভেঙ্গে পড়তে চাইছে।

শকুন্তলা---আপাততঃ আমি যা বলি তাই শোন---আমার ঘরে গিয়ে একটু শুয়ে পড়।

হেনা---তাতে বিশেষ কিছু লাভ হবেনা—ঘুম আমার এখন হবে না---শত চেষ্টা করলেও হবে না।

শকুন্তলা---কে বললে ঘুম হবে না! আমি বলছি হবে।

হেনা---কিন্তু এর মধ্যে যদি নিখিলেশ এসে পড়ে—আমায় যে তার কাছে সব কথা জানতে হবে ।

শকুন্তলা—এখন তো শুতে যা—নিখিলেশ এলে আমি তুলে দেব।

হেনা---ঠিক তুলে দিবি তো?

শকুন্তলা—ঠিক তুলে দেব—আসবামাত্রই। এর মধ্যে তুই একটু ঘুমিয়ে নে—ভেতরের ঘর দিয়ে যা, পাশের ঘরটাই আমার ঘর—দেখবি বিছানা করাই আছে।

হেনা---তোর কথার ওপর নির্ভর করে আমি শুতে যাচ্ছি—উঠিয়ে দিস কিন্তু—

শকুন্তলা---হ্যাঁ রে হ্যাঁ।

[হেনা ভিতরের ঘর দিয়া চলিয়া গেলে, শকুন্তলা অল্পক্ষণের জন্য তাহার গতিপথের দিকে তাকাইয়া রহিল। পরে কাচের দরজার নিকটে গিয়া পর্দা টানিয়া সরাইয়া দিতেই উজ্জ্বল সূর্য্যালোক ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িল। পরে লিখিবার টেবিলের নিকটে আসিয়া

একটি ছোট আয়না লইয়া কেশপাশ ঈষৎ বিন্যস্ত করিয়া লইয়া অন্যমনস্ক ভাবে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল। দেখা গেল পায়চারি করিতে করিতে ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে।)

শকুন্তলা—(উত্তেজিত অবস্থায়) নাঃ! এভাবে চলতে পারে না! এতো বেঁচে থাকা নয়—এতো জীবনকে বয়ে নিয়ে যাওয়া!

[বড় ঘরের দরজা দিয়া নিখিলেশকে প্রবেশ করিতে দেখা গেল। তাহার মুখের ভাব গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে ক্লান্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট। হাতে একটি কাগজের প্যাকেট। শকুন্তলা তাহার দিকে পিছন করিয়া আছে দেখিয়া ছোট ঘরের মধ্য দিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল]

শকুন্তলা—(তাহার দিকে না ফিরিয়া) এই মাত্র ফিরলে নাকি?

নিখিলেশ—(ফিরিয়া দাঁড়াইল) শকুন্তলা! (নিকটে আসিয়া) আজ খুব সকাল সকাল উঠে পড়েছ দেখছি!

শকুন্তলা—হ্যাঁ, আজ খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেছে।

নিখিলেশ—আমি তো ভেবেছিলাম, বাড়ী এসে দেখব তুমি এখনো দিব্য আরামে ঘুমোচ্ছ।

শকুন্তলা—একটু আস্তে কথা বল, হেনা আমার ঘরে ঘুমোচ্ছে—

নিখিলেশ—(স্বর নামাইয়া লইয়া) হেনা কি সারারাত এখানেই আছে?

শকুন্তলা—তাছাড়া আর কোথায় যাবে বল? যার এসে নিয়ে যাবার কথা ছিল, সে তো আর আসেনি!

নিখিলেশ—ওঃ! তাও তো বটে—

শকুন্তলা—হেনার কথা পরে হবে—এখন তোমার কথা বল—নিশাপতি বাবুর ওখানে বেশ আনন্দেই সময় কেটেছে নিশ্চয়?

নিখিলেশ—(ঈষৎ লজ্জিত ভাবে) তোমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছিলাম, কি বল?

শকুন্তলা—কোনরকম ভাবনা চিন্তার কথা আমার কল্পনাতেও আসে নি। আমি শুধু জিগ্যেস করছিলাম নিশাপতি বাবুর বাড়ীতে সময়টা কাটলো কেমন?

নিখিলেশ—এখান থেকে যাবার পর ঘণ্টাখানেক সময় খুব ভালই কেটেছে বলতে হবে। লোকজন তখনো কেউ আসেনি, নিশাপতিও ব্যস্ত ছিল সমস্ত আয়োজন করতে—সেই ফাঁকে মল্লিনাথ তার বইটা থেকে আমায় খানিকটা পড়ে শোনালে—

শকুন্তলা—(টেবিলের দক্ষিণ পার্শ্বের একটি চেয়ারে বসিয়া) হুঁ! তারপর?

নিখিলেশ—(পা রাখিবার ছোট টুলটির উপর বসিয়া পড়িল) চমৎকার লিখেছে! উঁচুদরের লেখা! এ বিষয়ের ওপর এত ভাল লেখা আমি আজ পর্য্যন্ত পড়িনি!

শকুন্তলা—(কোনরূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ না করিয়া) বুঝেছি! তারপর?

নিখিলেশ—তবে একটা কথা তোমার কাছে স্বীকার করছি—পড়া শেষ হয়ে যাবার পর আমারও হিংসে হচ্ছিল—

শকুন্তলা—হিংসে হচ্ছিল? কার ওপর?

নিখিলেশ—কার ওপর আবার, মল্লিনাথের ওপর! একবার ভাবতে পার শকুন্তলা, সে এখানে—মানে—পলাশপুর রায়পুরের মত জায়গায় থেকে—ঐরকম একখানা বই লিখে ফেললে!

শকুন্তলা—(বিরক্ত হইয়া) ভাবতে না পারার মত কি আছে এর মধ্যে!

নিখিলেশ—কিন্তু হলে হবে কি! অতবড় প্রতিভা আমাদের কোন কাজেই আসবে না—

শকুন্তলা—অর্থাৎ তোমাদের চেয়ে তার সাহস বেশী, এই তো?

নিখিলেশ—না, না, সে জন্যে নয়—এমন একটা দোষ তার আছে, যার ফলে প্রতিভা থাকা সত্বেও তার পক্ষে উন্নতি করা অসম্ভব।

শকুন্তলা—কেন?

নিখিলেশ—মদ সামনে থাকলে তার মাত্রাজ্ঞান লোপ পায়।

শকুন্তলা—একেবারে মাতাল হয়ে পড়েছিল বুঝি ?

নিখিলেশ—মাতাল তো ছিল ভাল ! সে অবস্থার কথা মুখে বলে বর্ণনা করা যায় না !

শকুন্তলা—(তাহার মুখের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া মনে হইতেছে সে যেন কোন স্বপ্নলোকে রহিয়াছে) হবে না ! সে যে বসন্ত সখা—তার মাথায় পরানো আছে ফুলের মুকুট !—

নিখিলেশ—(শকুন্তলা পরিহাস করিতেছে মনে করিয়া) মুকুট ! ওসব মুকুট-টুকুট পরবার সময় তার ছিল না। তবে হ্যাঁ—বক্তৃতা দেবার সময় কিছুটা পেয়েছিল—আর সে বক্তৃতার তোড় কি ! আবোল তাবোল কত কি যেন বলে গেল—কে এক মহিয়সী নারী, যার প্রেরণা সে লেখবার সময় পেয়েছে !

শকুন্তলা—(ব্যগ্র হইয়া) নাম করলে কারো ?

নিখিলেশ—কারো নাম সে করেনি—তবে আমার মনে হল হেনার কথাই বলছে। মনে হল কেন—তার কথা শুনে পরিষ্কার বোঝা গেল সে মহিয়সী নারী হেনা ছাড়া আর কেউ নয়।

শকুন্তলা—তোমাদের ছাড়াছাড়ি হল কখন ?

নিখিলেশ—বাড়ী ফেরার পথে। নিশাপতিও বেরিয়েছিল, তবে আমাদের সঙ্গে নয়, একলা—তার উদ্দেশ্য ছিল মুক্ত বায়ু সেবন। আমাদেরও একটা উদ্দেশ্য ছিল অবশ্য—

মল্লিনাথকে বাড়ীতে ধরে নিয়ে আসা। কিন্তু আমাদের ইচ্ছে থাকলে কি হবে, তার অবস্থা তখন আয়ত্তের বাইরে—

শকুন্তলা—(রুদ্ধ নিঃশ্বাসে) তারপর ?

নিখিলেশ—তারপর যে ঘটনা ঘটল, তা যেমন অদ্ভুত তেমনি দুঃখের ! কি বলব শকুন্তলা, আমার নিজের বলতে পর্য্যন্ত লজ্জা হচ্ছে !

শকুন্তলা—(বিরক্তি ও ঔৎসুক্য পূর্ণ স্বরে) ভণিতা রেখে, কি হয়েছে তাই বল না !

নিখিলেশ—তখন বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছি। আমি একটু পেছিয়ে পড়েছিলাম—তাড়াতাড়ি চলছি ওদের ধরবার জন্যে—এমন সময় রাস্তা থেকে একটা জিনিস কুড়িয়ে পেলাম। বলতে পার শকুন্তলা, কি সে জিনিস ?

শকুন্তলা—(বিরক্ত হইয়া) তুমি পেলে কুড়িয়ে, আর আমি বলব কি সে জিনিস !

নিখিলেশ—তোমাকে আমি দেখাচ্ছি, কিন্তু তার আগে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, কারো কাছে তুমি প্রকাশ করবে না একথা—অন্ততঃ মল্লিনাথের কথা ভেবে একথা কারো কাছে প্রকাশ করা উচিৎ হবে না—(কথা বলিতে বলিতে হাতের প্যাকেটটি তুলিয়া দেখাইল) কল্পনা করতে পার শকুন্তলা, রাস্তা থেকে এটা আমি কুড়িয়ে পেলাম !

শকুন্তলা—এটাতো কালকের সেই প্যাকেটটা। এটাই তো ও সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এসেছিল।

নিখিলেশ—এটা তার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু—তার শ্রেষ্ঠ রচনার পাণ্ডুলিপি! এটাকে সে হারিয়ে ফেলেছে নিজের অজ্ঞাতসারে—কখন, কোথায়, তার কোন খোঁজই সে রাখে না! ভাবতে পার শকুন্তলা একথা—

শকুন্তলা—কিন্তু তুমি তাকে এটা তখনি ফেরত দিলে না কেন?

নিখিলেশ—কি করে ফেরত দিই বল? মল্লিনাথের তখন যা অবস্থা! তখন এটা তাকে আমার ফেরত দিতে সাহসই হয় নি—

শকুন্তলা—এটা কুড়িয়ে পাওয়ার কথা আর কারো কাছে বলেছ নাকি?

নিখিলেশ—পাগল হয়েছ তুমি! মল্লিনাথের ক্ষতি হবে জেনেও একথা কি আমি আর কাউকে বলতে পারি!

শকুন্তলা—তাহলে এটা যে এখন তোমার কাছে একথা আর কেউ জানে না?

নিখিলেশ—না, কেউ জানে না, আর আমার কাছ থেকে কেউ কোনদিন জানতে পারবেও না।

শকুন্তলা—তোমার সঙ্গে মল্লিনাথের এর পরে আর কথাবার্ত্তা হয় নি?

নিখিলেশ—কোথায় আর হল—দৌড়ে যখন তাদের এসে ধরলাম তখন দেখি মল্লিনাথ নেই। হরেনকে জিগ্যেস

করতে সে বললে, কজন পুরোন বন্ধুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হতে মল্লিনাথ তাদের সঙ্গে চলে গেছে।

শকুন্তলা—তারা তাহলে মল্লিনাথকে বাড়ীতেই নিয়ে গেছে ?

নিখিলেশ—সেই রকমই তো মনে হয়।

শকুন্তলা—তারপর তোমরা কি করলে ?

নিখিলেশ—আমরা কি করব ভাবছি এমন সময় নিশাপতির সঙ্গে দেখা, সে দেখি বাড়ীর দিকে যাচ্ছে। প্রায় সকাল হয়ে গেছে দেখে হরেন আমাদের ধরে নিয়ে গেল তার বাড়ীতে—বাড়ী মানে, একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে ও একাই থাকে আর কি। সেখান থেকে প্রাতঃকালীন চায়ের পর্ব্ব সমাধা করে এখানে আসছি। কিন্তু আর দেরী করা ঠিক নয়—এতক্ষণ মল্লিনাথের ঘুম ভেঙ্গে গেছে নিশ্চয়—হয়ত তার সব কথা মনে পড়ে গেছে, এতক্ষণে হয়ত এটার কথা ভেবে সে অস্থির হয়ে পড়েছে! যাই এটা তাকে ফেরত দিয়ে আসি।

শকুন্তলা—না, না, এখনি ফেরত দিতে হবে না, অত তাড়া কিসের—মানে—আমি আগে পড়ে নিই, তারপর ফেরত দিও।

নিখিলেশ—না শকুন্তলা, এটা আটকে রাখা আমার উচিৎ হবে না—

শকুন্তলা—উচিৎ হবে না ?

নিখিলেশ—না উচিৎ হবে না। ঘুম থেকে উঠে যখন সে এটা পাবে না, তখন তার অবস্থাটা কি হবে একবার

কল্পনা করতে পার কি? আর তাছাড়া, তার মুখ থেকেই আমি কাল শুনেছি, এ লেখার কোন নকলও তার কাছে নেই।

শকুন্তলা—(নিখিলেশের মুখের উপর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) ধর যদি এটা হারিয়েই যেত, আর পাওয়া যেত না—তাহলে কি মল্লিনাথ নতুন করে আবার লিখে নিতে পারত না?

নিখিলেশ—তাই কি হয় নাকি! সে প্রেরণা পাবে কোথায়?

শকুন্তলা—তাও তো বটে, সে প্রেরণা পাবে কোথায়!—(হঠাৎ কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করিয়া, লঘুস্বরে) যাক্‌গে ওসব কথা, তোমার একটা চিঠি আছে।

নিখিলেশ—চিঠি?

শকুন্তলা—(চিঠিটা তাহার হাতে দিয়া) আজ সকালে কে একজন এসে দিয়ে গেছে।

নিখিলেশ—(কাগজের প্যাকেটটি ছোট টুলের উপর রাখিয়া, চিঠি পড়িতে পড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইল) শকুন্তলা, ছোট পিসিমার শেষ সময়!

শকুন্তলা—এখবর আজ না হয় কাল যে আসবেই, এতো আমরা জানতাম।

নিখিলেশ—বড় পিসিমা লিখেছেন, যদি ছোট পিসিমাকে শেষ দেখা দেখতে চাই, তাহলে যেন এখনি চলে আসি—(পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল)।

শকুন্তলা—(হাসি চাপিয়া) তুমি তো দেখছি ছুটোছুটি করতে আরম্ভ করলে!—ছুটেই পিসিমার বাড়ী যাবে নাকি ?

নিখিলেশ—না, না, ছুটতে যাব কেন ? (শকুন্তলার দিকে চাহিয়া) তুমি আসবে শকুন্তলা আমার সঙ্গে ?

শকুন্তলা—(চেয়ার হইতে উঠিয়া ক্লান্তি ও বিরক্তি পূর্ণ কণ্ঠস্বরে) না, না, ও অনুরোধ তুমি আমায় করো না—রোগে মৃত্যু বড় কুৎসিৎ ! ওর মাঝে আমি যেতে পারব না !

নখিলেশ—আচ্ছা তাহলে আমি চলি, তাড়াতাড়ি ফিরতে চেষ্টা করবখন।

(বড় ঘরের দরজার নিকট মঙ্গলাকে দেখা গেল)

মঙ্গলা—নিশাপতি বাবু দেখা করতে এসেছেন, তাঁকে ভেতরে আসতে বলব কি ?

নিখিলেশ—এখন নিশাপতি এসে কি করবে ? আমি তো থাকছি না—

শকুন্তলা—আমি তো আছি। (মঙ্গলাকে) তাঁকে ভেতরে আসতে বল। (মঙ্গলার প্রস্থান)

শকুন্তলা—(নিখিলেশকে দ্রুত অথচ অস্ফুট স্বরে) নিখিলেশ, প্যাকেটটা ! (ক্ষিপ্র গতিতে সেটিকে টুল হইতে তুলিয়া লইল) নিখিলেশ—দাও ! ওটা আমাকে দাও !

শকুন্তলা—না, না, তুমি ফিরে আসা পর্য্যন্ত এটা এখানেই থাক—(সে ক্ষিপ্রপদে লিখিবার টেবিলের নিকট গিয়া বুক-কেসের

মধ্যে সেটিকে রাখিয়া দিল। নিখিলেশ কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া বিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল।)

(বড় ঘরের দরজা দিয়া নিশাপতির প্রবেশ)

শকুন্তলা—(নমস্কার করিয়া) আপনি দেখছি আজ ভোরের অতিথি!

নিশাপতি—(প্রতিনমস্কার করিয়া) আমাকে দেখে তাই মনে হচ্ছে নাকি আপনার? (নিখিলেশকে) তুমি কোথাও বেরোচ্ছ নাকি হে?

নিখিলেশ—হ্যাঁ ভাই, ছোট পিসিমা মৃত্যু শয্যায়—ওঁদের ওখানেই যাচ্ছি একবার, যদি শেষ দেখাটা হয়!

নিশাপতি—তাই নাকি! তাহলে তো এক মুহূর্ত্তও তোমাকে এখানে আটকে রাখা উচিৎ হবে না—বিশেষ করে এই সময়ে!

নিখিলেশ—সত্যিই আমার এখানে সময় নষ্ট করার কোন মানেই হয় না! আচ্ছা তাহলে আমি চললাম—

(বড় ঘরের দরজা দিয়া নিখিলেশের দ্রুত প্রস্থান)

শকুন্তলা—(নিশাপতির নিকটে আসিয়া) কাল সারারাত বেশ আনন্দে কেটেছে বলে মনে হচ্ছে!

নিশাপতি—তুমি কি বলছ শকুন্তলা! আমার নিঃশ্বাস ফেলার সময় ছিল না—দেখছ না, এখনো কাপড় পর্য্যন্ত ছাড়া হয়নি—কালকের জামা কাপড়ই পরে আছি?

শকুন্তলা—তোমারও তাহলে সারা রাত ঘুম হয়নি?

নিশাপতি—কেন, নিখিলেশ তোমাকে কিছু বলেনি ?

শকুন্তলা—বলেনি আবার ! কত কি আবোল তাবোল বলছিল—তোমার সঙ্গে ভোরবেলা রাস্তায় ছাড়াছাড়ি হবার পর, ওরা যেন কোথায় চা খেতে গিয়েছিল—সে এক বিরক্তিকর কাহিনী।

নিশাপতি—সে তো আমি জানি, ওরা হরেনের বাড়ী চা খেতে গেল। নিখিলেশ মল্লিনাথের কথা কিছু বলেনি ?

শকুন্তলা—হ্যাঁ, ওতো বললে, মল্লিনাথ কজন পুরোন বন্ধুর সঙ্গে বাড়ী ফিরে গেছে—

নিশাপতি—নিখিলেশও গিয়েছিল নাকি তাদের সঙ্গে ?

শকুন্তলা—না, ও যায়নি—মল্লিনাথেরই কজন পুরোন বন্ধু তাকে নিয়ে গেছে—

নিশাপতি—(মৃদু হাসিয়া) সত্যি ! নিখিলেশের কল্পনা শক্তি প্রশংসাযোগ্য !

শকুন্তলা—সে আর তুমি বলবে কি—এক ভগবান ছাড়া নিখিলেশের কল্পনাশক্তির প্রখরতার পরিমাপ আর কেউ করতে পারে বলে আমার তো মনে হয় না ; যাকগে ওসব কথা—এসবের পেছনে অন্য কোন ব্যাপার আছে নাকি ?

নিশাপতি—থাকতেও তো পারে—

শকুন্তলা—তাহলে আপাততঃ এইখানে বেশ আরাম করে বসে ব্যাপারটি আমাকে খুলে বল। (শকুন্তলা টেবিলের বাম দিকে বসিল, নিশাপতিও শকুন্তলার নিকটে একটি চেয়ারে বসিল।)

শকুন্তলা—বেশ! তারপর?

নিশাপতি—গতকাল বিশেষ কোন এক কারণে, আসর থেকে বাড়ী ফেরার পথে, আমার অতিথিদের আমি অনুসরণ করেছিলাম—সকলকে না হক, বিশেষ একজনকে তো বটেই—

শকুন্তলা—সে বিশেষ ব্যক্তিটি নিশ্চয় মল্লিনাথ!

নিশাপতি—তাহলে খোলাখুলি বলি শোন—মল্লিনাথকেই অনুসরণ করেছিলাম।

শকুন্তলা—এবার তুমি সত্যিই আমার ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলেছ!

নিশাপতি—জান—সে আর তার কজন বন্ধু কোথায় রাতটা শেষ করেছিল?

শকুন্তলা—যদি একেবারে অশ্লীল না হয়, তাহলে বলতে পার।

নিশাপতি—না, না, অশ্লীল মোটেই নয়—রাস্তায় ছাড়াছাড়ি হবার পর তাদের পুনরাবির্ভাব হয়েছিল, আর এক জলসায়—সেখানে—

শকুন্তলা—(কথা শেষ করিতে না দিয়া) সেখানে শুধু হাসি আর গান!

নিশাপতি—না, না, শুধু হাসি আর গান নয়—হাসি, নাচ, গান, আর পানীয়!

শকুন্তলা—আমার কৌতূহল বাড়ছে নিশাপতি—তুমি বলে যেতে পার—

নিশাপতি—আমি আগে থেকেই জানতাম, মল্লিনাথের ঐ জলসায় নিমন্ত্রণ ছিল—তবে নিমন্ত্রণ সে নেয় নি—তার কারণ তো তুমি জানই, তার নাকি স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছিল! (শেষের কথাগুলি বলিল ব্যঙ্গের সুরে)

শকুন্তলা—(কণ্ঠস্বরের প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গকে অবজ্ঞা করিয়া) হ্যাঁ, তা তো হয়েছিলই, হেনাদের বাড়ী থাকার সময়—শেষ পর্য্যন্ত তাহলে জলসায় গিয়েছিল সে?

নিশাপতি—আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই—কাল আমার ওখানে অতিরিক্ত মাত্রায় মদ্যপান করে, সে একটু বেশী বিচলিত হয়ে পড়েছিল।

শকুন্তলা—আমি তো শুনলাম তার মধ্যে এসেছিল, নতুন এক প্রেরণা।

নিশাপতি—হ্যাঁ, তা এসেছিল বটে, তবে প্রেরণার মাত্রাটা খুব বেশী হয়ে গিয়েছিল। আর এই মাত্রাটা বেশী হওয়ার দরুন তার নীতিরও একটা পরিবর্ত্তন ঘটে গেল। একটা কথা কি জান শকুন্তলা—পুরুষের এই নীতিজ্ঞানটা কোন সময়েই খুব বেশী দৃঢ় নয়।

শকুন্তলা—তুমি যে তার একটা ব্যতিক্রম, সেটা আমি না বললেও বুঝতে পেরেছি—তারপর বল, মল্লিনাথের কি হোল—

নিশাপতি—সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, সে গিয়ে উঠেছিল শিরিবাইএর বাড়ীতে।

শকুন্তলা—শিরিবাই?

নিশাপতি—শিরিবাইএর বাড়ীতেই তো ঐ জলসার আয়োজন করা হয়েছিল—আর সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরই কয়েকজন প্রশংসামুখর বন্ধু ও বান্ধবী—

শকুন্তলা—শিরিবাই? অর্থাৎ রায়পুরের সেই কুখ্যাতা শিরিবাই?

নিশাপতি—হ্যাঁ, রায়পুরের সেই কুখ্যাতা শিরিবাই।

শকুন্তলা—তিনি তো শুনেছি নৃত্যগীত পটীয়সী—

নিশাপতি—হ্যাঁ, তবে ওগুলো তিনি করেন তাঁর অবসর সময়ে। তাঁর অধিকাংশ সময় কাটে নিত্যনূতন পুরুষ শিকারে—মল্লিনাথের গৌরবময় অতীত কেটেছে তাঁরই অভিভাবকত্ব করতে!

শকুন্তলা—শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা গড়াল কতদূর?

নিশাপতি—মধুরেণ সমাপয়েৎএর ধার ঘেঁসে যায় নি। দীর্ঘদিন পর প্রেমিক আর প্রেমিকার সাক্ষাৎ প্রেমের মধ্য দিয়েই আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু শেষ হল মুষ্টিযুদ্ধে।

শকুন্তলা—মল্লিনাথের সঙ্গে শিরিবাইএর?

নিশাপতি—হ্যাঁ, মল্লিনাথ শিরিবাইকে বলে, সে নাকি তার যথাসর্ব্বস্ব চুরি করে নিয়েছে। এই আর যাবে কোথায়! শিরিবাই মল্লিনাথকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। শেষ পর্য্যন্ত মল্লিনাথ কেলেঙ্কারি করে তবে ছাড়লে—

শকুন্তলা—কেলেঙ্কারির ফল কি দাঁড়াল শেষ পর্য্যন্ত?

নিশাপতি—ঘরটি পরিণত হল যুদ্ধক্ষেত্রে—উপস্থিত নারী পুরুষ, সকলেই অংশ গ্রহণ করলেন এক এক পক্ষে—শেষ পর্য্যন্ত রঙ্গমঞ্চে পুলিশের আবির্ভাব !

শকুন্তলা—পুলিশেরও আবির্ভাব হয়েছিল তাহলে ?

নিশাপতি—নিশ্চয়, সমাপ্তিটা নাটকীয় হওয়া চাইতো ! প্রতিভাবান ব্যক্তির বিশেষত্বই হচ্ছে সব কিছুর মধ্যে একটা নাটকীয়তা এনে দেওয়া !

শকুন্তলা—তুমি মাঝে মাঝে বড় বেশী কথা বল

নিশাপতি—তারপর কি হল বল ?

নিশাপতি—পুলিশ আসাতে, তাদেরও সে প্রতিপক্ষ ভেবে নিয়ে যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করে—

শকুন্তলা—তার ফলে ?

নিশাপ'ত—তার ফলে তাকে থানায় চালান করে দেওয়া হয়।

শকুন্তলা—তুমি এত কথা কোথা থেকে জানলে ?

নিশাপতি—আমি শুনলাম্, থানা থেকে।

শকুন্তলা—(সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) ওঃ ! তাহলে এই ব্যাপার। (সম্মুখে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল স্বপ্নজগতের আভাস। কণ্ঠস্বরের মধ্যেও এক বিচিত্র পরিবর্ত্তনেব আভাস পাওয়া গেল)—সোমরসপায়ী বসন্ত সখা, মাথায় জড়ান ছিল ফুলের মুকুট ! ছিল না ?

নিশাপতি—ফুলের মুকুট—এসব কি বলছ তুমি ?

শকুন্তলা—(সাধারণ কণ্ঠস্বরে) যাকগে ওকথা—মল্লিনাথ তাহলে এখন থানায় ?

নিশাপতি—না, থানার বড়কর্ত্তা মল্লিনাথের প্রতিভার একজন বিস্ময়-বিমুগ্ধ ভক্ত—তাই আর তাকে থানাতে আটকে থাকতে হয় নি।

শকুন্তলা---আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে ?

নিশাপতি---প্রশ্নটা কি শুনি ?

শকুন্তলা---তুমি অত নিষ্ঠার সঙ্গে থানা পর্য্যন্ত মল্লিনাথের অনুসরণ করেছিলে কেন ?

নিশাপতি---এ ব্যাপারের সঙ্গে আমারও স্বার্থ কিছুটা জড়িত ছিল বলে। ব্যাপারটা যদি আদালত পর্য্যন্ত গড়াত, তাহলে একথা নিশ্চয় প্রকাশ হয়ে যেত, যে মল্লিনাথ সেন মত্ত অবস্থায় আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে, শিরিবাইএর বাড়ীতে গিয়ে উঠেছিল।

শকুন্তলা---কেলেঙ্কারির হাত থেকে খুব উদ্ধার পেয়ে গেছ তাহলে ?

নিশাপতি---সে কথা আর বলতে! অবশ্য এ ব্যাপারে আমার মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন ছিল না—তবে আমি তোমাদের পরিবারের একজন বন্ধু---তাই আমার মনে হল মল্লিনাথের এই বর্ব্বরোচিত মাত্রাহীন আনন্দ উপভোগের কাহিনী তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দেওয়াই উচিৎ।

শকুন্তলা—হঠাৎ এরকম মনে হওয়ার কারণ ?

নিশাপতি---আমার কি রকম ধারণা হয়েছে, মল্লিনাথ তোমাকে অর্থাৎ তোমাদের এই বাড়ীটাকে, একটা অন্তরাল হিসেবে ব্যবহার করতে চায়।

শকুন্তলা---আশ্চর্য্য! একথা তোমার মনে আসে কি করে?

নিশাপতি---মনে আসে---তার কারণ আমাদের দেহে চক্ষু নামে একটি ইন্দ্রিয় আছে---আমরাও দেখতে পাই, আমরাও কিছু কিছু বুঝি! কথাটা খুব অবিশ্বাসযোগ্য নয়---তুমি দেখে নিও, হেনা দেবীর এ সহর ছাড়বার জন্যে খুব বিশেষ তাড়া দেখতে পাওয়া যাবে না।

শকুন্তলা---আচ্ছা তোমার কথাই না হয় মেনে নিলাম---মেনে নিলাম, মল্লিনাথ আর হেনার মধ্যে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা আছে। কিন্তু এ বাড়ী ছাড়া সহরে কি আর জায়গা নেই? তারা তো অন্য যে কোন জায়গায় তাদের গোপন সাক্ষাতের আয়োজন করতে পারে?

নিশাপতি---একটা কথা ভুলে যাচ্ছ---রায়পুর সহর খুব বড় নয়। এখানকার সমস্ত ভদ্রলোকেরাই মল্লিনাথ সেনের কুচরিত্রের কথা জানে, কাজেই কোন ভদ্র জায়গায় ওরা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে পারবে না। তাছাড়া তোমার এখানে আরও একটা সুবিধে আছে। রায়পুরের রায়সাহেবের মেয়ে তুমি, এখানকার ভদ্রসমাজে তোমার প্রতিপত্তিও খুব। কাজেই তোমার বাড়ীতে ব্যাপারটা ঘটলে, লোকের সন্দেহ

করার সাহস হবে না—আর করলেও, তোমার আভিজাত্য, সে কাহিনীকে একটা অভিজাত প্রেম কাহিনীতে পরিণত করে দেবে।

শকুন্তলা—অর্থাৎ তুমি বলতে চাও, অন্যসকলের মত আমার গৃহদ্বারও তার কাছে বন্ধ থাকা উচিৎ ?

নিশাপতি—আমার তো তাই মনে হয়। কারণ তুমি রায়পুরের রায়সাহেব নন্দিনী—ভূতপূর্ব্ব শকুন্তলা রায়, অবশ্য বর্ত্তমানে চ্যাটার্জ্জী—তোমার গৃহও যদি মল্লিনাথ সেনের মত লোকের মনোবৃত্তি স্বাধীনভাবে চরিতার্থ করার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে, তাহলে সেটা বড় বেদনাদায়ক হবে, অন্ততঃ আমার কাছে—আর তাছাড়া আমাদের মধ্যে সে একটা বাহুল্য—এখানে তাকে দেখলে মনে হয়, সে যেন জোর করে নিজেকে সামিল করতে চাইছে—

শকুন্তলা—(নিশাপতিকে কথা শেষ করিতে না দিয়া)—নিজেকে সামিল করতে চাইছে আমাদের এই ত্রয়ীর মধ্যে, এই তো ?

নিশাপতি—ঠিক তাই! তাকে এখানে আসতে দেখলে, আমার কিন্তু নিজেকে আশ্রয়চ্যুত বলে মনে হবে—

শকুন্তলা—(মৃদু হাসিয়া) অর্থাৎ তুমিও নিজেকে ত্রয়ীর একজন বলে সামিল করতে চাও ?—এইটাই তাহলে তোমার লক্ষ্য—?

নিশাপতি- ধরেছ ঠিক! ত্রয়ীর একজন হয়ে থাকাই

আমার লক্ষ্য—আর সে লক্ষ্য আমি ভেদ করবই!—তা সে যে কোন অস্ত্র দ্বারাই হক!

শকুন্তলা—(মৃদু হাস্যরেখা ঠোঁটের কোণে মিলাইয়া গেল) তুমি তো দেখছি লোক বড় সাংঘাতিক! স্বার্থে ঘা লাগলে তুমি দেখছি সব কিছু করতে পার!

নিশাপতি—আমাকে দেখে তোমার তাই মনে হচ্ছে নাকি?

শকুন্তলা—আগে হয়নি, তবে এইবার মনে হতে আরম্ভ হয়েছে! আমার ভাগ্য ভাল, আমার ওপর তোমার কোন প্রভাব নেই!

নিশাপতি—(সহাস্যে) যতদূর মনে হয় এটা তুমি ঠিক কথাই বলেছ—যদি তোমার ওপর আমার এতটুকু প্রভাব থাকত, তাহলে কি যে হত তা বলা শক্ত!

শকুন্তলা—তোমার সুর বেশ নরম বলে তো মনে হচ্ছে না—মনে হচ্ছে যেন বেশ একটু ভয় দেখাতে চেষ্টা করছ আমাকে!

নিশাপতি—ভয়! মোটেই নয়—তবে তোমার কল্পনায় যে ত্রয়ীর ইঙ্গিত আছে, তার মধ্যে নিজেকে আমি একজন বলে মনে করতে চাই—এই আর কি! ওকথা এখন থাক—আমাকে ত্রয়ীর মধ্যে একজন বলে মনে করা না করা তোমার ইচ্ছা—তবে আমার একটা অনুরোধ—ত্রয়ীর কল্পনাটা যেন মন থেকে কোনদিন দূর করে দিও না!

শকুন্তলা—ত্রয়ীর কল্পনা আমার জীবনের কল্পনা। ও

কল্পনা আমার মন থেকে কোন দিনই যাবে না—এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। তবে হ্যাঁ, ব্যক্তির পরিবর্ত্তন হতে পারে।

নিশাপতি—(উঠিয়া) বলার যা ছিল সবই তো বলা হয়ে গেল, এখন তাহলে উঠি—আবার দেখা হবে—(কাচ বসানো দরজার দিকে অগ্রসর হইল)

শকুন্তলা—সদর রাস্তার চেয়ে খিড়কিটাই বেশী পছন্দ কর দেখছি !

নিশাপতি—কারণ এতে আমার কিছু সময় সংক্ষেপ হয়।

শকুন্তলা—কিন্তু লোকে বলবে তুমি খিড়কি পথটাই বেশী পছন্দ কর, সদর-রাস্তা ব্যবহার করার উপযুক্ত ব্যক্তি তুমি নও।

নিশাপতি—লোকে তো জানে না, খিড়কি পথে আনাগোনা কত বেশী উপভোগ্য ! অবশ্য খিড়কি পথে যাতায়াত মাঝে মাঝে বেশ বিপজ্জনক—বিশেষ করে—

শকুন্তলা—(নিশাপতিকে কথা শেষ করিতে না দিয়া)—বিশেষ করে যদি কোন বিশেষ ব্যক্তির হাতে থাকে রিভলভার—!

নিশাপতি—(দরজার নিকট হইতে হাসিয়া) রিভলভারে ভয় কিসের। বাড়ীর পোষা হাঁস, মুরগী তো কেউ আর গুলি করে মারে না !

শকুন্তলা---(হাসিয়া) বিশেষ করে পোষ্য যেখানে মাত্র একটি।

(নিশাপতি হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলে শকুন্তলা দরজাটি বন্ধ করিয়া দিল।)

[নিশাপতি প্রস্থান করিবার পর দেখা গেল শকুন্তলা কাচের দরজার নিকট স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখের ভাব গম্ভীর, দৃষ্টি বাহিরের দিকে নিবদ্ধ—কি যেন একমনে চিন্তা করিতেছে। অল্পক্ষণ এইভাবে থাকিবার পর দুই ঘরের মধ্যবর্ত্তী দরজার নিকট গিয়া পর্দ্দা সরাইয়া কি যেন দেখিল। তাহার পর লিখিবার টেবিলের সম্মুখে আসিয়া মল্লিনাথের পাণ্ডুলিপিটি তুলিয়া লইল। খুলিয়া দেখিতে যাইবে, এমন সময় বাহিরে মঙ্গলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—সে যেন কাহার সহিত কথা কহিতেছে। শকুন্তলা ক্ষিপ্রহস্তে পাণ্ডুলিপিটি দেরাজের মধ্যে রাখিয়া চাবি লাগাইয়া দিল। সজোরে বড় ঘরের দরজা ঠেলিয়া মল্লিনাথকে প্রবেশ করিতে দেখা গেল। তাহার পরিধানে রাত্রির বেশ, মুখে চোখে বিশৃঙ্খলা ও বিরক্তির চিহ্ন স্পষ্ট।]

মল্লিনাথ---(প্রবেশ করিতে করিতে) দেখা হবে না বললে তো চলবে না---দেখা আমাকে করতেই হবে---আমার বিশেষ প্রয়োজন---(ঘরে প্রবেশ করিবার পর, শকুন্তলার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তাহার অবস্থা হইল মন্ত্রাহত ভুজঙ্গের ন্যায়, তাহার সমস্ত উত্তেজনা শান্ত হইয়া গেল। সে নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলিল।)

শকুন্তলা---এই যে মল্লিনাথ! হেনাকে তোমার বাড়ী পৌঁছে দেবার কথা ছিল---কিন্তু বড় দেরী করে ফেলেছ।

মল্লিনাথ—সকাল সকাল এসে পড়েছি বলে ঠাট্টা করছ ?

শকুন্তলা—তুমি কি ধরে নিয়েছ, হেনা তোমার জন্যে এখনো এখানে অপেক্ষা করে আছে ?

মল্লিনাথ—আমি যে তার বাড়ী গিয়েছিলাম, সেখানে শুনলাম, রাত্রে সে বাড়ীতেই ফেরেনি।

শকুন্তলা—বাড়ীর লোকেরা কিছু ভাবেনি এতে ?

মল্লিনাথ—তার মানে ?

শকুন্তলা—তাদের মনে কোনরকম সন্দেহ জাগেনি ?

মল্লিনাথ—সন্দেহ জাগেনি আবার! আমি যে একা নীচের দিকে নামছি না, হেনাকেও আমার অধঃপাতের সঙ্গী করে নিয়েছি, এতো সর্ব্বজনবিদিত ব্যাপার। যাকগে ওসব কথা—নিখিলেশ এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি ?

শকুন্তলা—বোধহয় ওঠেনি এখনও---

মল্লিনাথ---সে বাড়ী ফিরল কখন ?

শকুন্তলা---অনেক রাত্রে---

মল্লিনাথ---সে তোমায় কিছু বলেনি ?

শকুন্তলা---হ্যাঁ, বলছিল নিশাপতি বাবুর বাড়ীতে, খুব উত্তেজনা আর আনন্দের মধ্যে তোমার সন্ধ্যা কেটেছে---

মল্লিনাথ---আর কিছু বলেনি ?

শকুন্তলা—আর কিছু তো শুনলাম না—আর তাছাড়া শোনবার মত ধৈর্য্যও আমার ছিল না—ঘুমে তখন চোখ জড়িয়ে আসছিল আমার।

(দুই ঘরের মধ্যবর্ত্তী দরজার পর্দ্দা সরাইয়া হেনার প্রবেশ)

মল্লিনাথ—অবশেষে শ্রীমতী হেনা দেবীর আবির্ভাব! কিন্তু বড় দেরী করে ফেললে হেনা!

হেনা—দেরী? কিসের দেরী?

মল্লিনাথ—সবকিছুরই দেরী হয়ে গেল! আমার আর কোন আশাই নেই!

হেনা—(ব্যাকুল হইয়া) না, না, অমন করে বলো না!

মল্লিনাথ—যখন তুমি সব শুনবে, তখন তুমিও ওই একই কথা বলবে।

হেনা—না, না, আমি কিছু শুনতে চাই না!

শকুন্তলা—আমার বোধহয় এঘরে থাকাটা এখন উচিৎ হবে না, কি বলেন মিস্টার সেন?

মল্লিনাথ—না, না. তোমারও—মানে—আপনারও থাকা প্রয়োজন—সব কথা আপনারও শোনা দরকার।

হেনা—(ব্যাকুল স্বরে) না, না, মল্লিনাথ, তোমাকে কোন কথা বলতে হবে না—

মল্লিনাথ—তুমি ভাবছ, আমি কালকের মত্ত অবস্থার কথা বর্ণনা করব—তা মোটেই নয়—

হেনা—তবে কি?

মল্লিনাথ—এখন থেকে তোমার আমার পথ হবে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী।

হেনা—ভিন্নমুখী ?

শকুন্তলা—(নিজের অজ্ঞাতসারে বলিয়া ফেলিল) আমি আগেই জানতাম একথা !

মল্লিনাথ—তোমাকে আর আমার কোন প্রয়োজনই হবে না, হেনা।

হেনা—একি বলছ তুমি ! আমার সামনে দাঁড়িয়ে একথা বলতে পারলে ! আমি আর তোমার কোন প্রয়োজনে লাগব না ? আমার সাহায্যের কোন প্রয়োজন কি তোমার আর হবে না ? আগের মত আমরা দুজনে একসঙ্গে কাজ আর করব না ? এ যে আমি ভাবতেও পারি না ! (শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ ভারী হইয়া আসিতেছিল)

মল্লিনাথ—ভাবতে তোমাকে হবেই হেনা—কেন না, কোন কাজ আর আমি করব না—কোনদিন না !

হেনা—(হতাশ কণ্ঠস্বরে) তাহলে বেঁচে থেকেই বা আমার লাভ কি ?—তারও তো একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা দরকার !

মল্লিনাথ—আমাকে বাদ দিয়েই সে কারণ তোমাকে খুঁজে নিতে হবে হেনা—মনে করবে আমার সঙ্গে তোমার কখনও সাক্ষাৎ হয় নি।

হেনা—তুমি তো জান মল্লিনাথ, ও কথা কল্পনা করা আমার সামর্থ্যের বাইরে !

মল্লিনাথ—চেষ্টা তোমাকে করতেই হবে—নিজের সংসারে আবার তোমাকে ফিরে যেতে হবে।

হেনা—(দৃঢ় কণ্ঠস্বরে) কক্ষনো না ! এ জীবনে সেখানে আর আমি ফিরে যাব না। এভাবে হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে আমি রাজী নই—তোমার পাশেই আমার স্থান—তুমিও যেখানে, আমিও সেখানে ! অন্ততঃ তোমার এই বইটা প্রকাশ হওয়া পর্য্যন্ত আমাকে তোমার পাশে থাকতে দাও—

শকুন্তলা—(মৃদু স্বরে) অন্ততঃ বইটা প্রকাশ হওয়া পর্য্যন্ত !

মল্লিনাথ—সত্যি হেনা, বইটা প্রকাশ হওয়া পর্য্যন্ত তোমাকে পাশে পাওয়া আমার পক্ষে ছিল একান্ত প্রয়োজনীয় !

হেনা—আমিও তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না, মল্লিনাথ ! সমাজ আমি মানিনা—সংসার আমার কাছে কিছু নয়—আমার যা কিছু সব তোমার মধ্যে ! তোমার বুদ্ধি, আর আমার প্রেরণা, এই নিয়েই আমার জগত। তুমি জান মল্লিনাথ, আমার কল্পনা রঙ্গীন হয়ে ওঠে তোমার কথা ভেবে ! আমি স্পষ্ট দেখতে পাই---তোমার বই ছেপে বার হয়েছে---সকলে তোমার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছে---তুমি আবার সুখী হয়েছ ' জীবনে আমি সুখ পাইনি মল্লিনাথ---তোমার সে

দুঃখের ভাগীদার আমাকে হতেই হবে—তুমি যেতে বললেও আমি এখন তোমাকে ছেড়ে যাব না !

মল্লিনাথ—কিন্তু আমাদের সে বই কোনদিনই প্রকাশিত হবে না হেনা—

শকুন্তলা—(মৃদুস্বরে) কোনদিনই প্রকাশিত হবে না !

হেনা—এ তুমি কি বলছ মল্লিনাথ ?

মল্লিনাথ—ঠিকই বলছি। আমার সে লেখা কোনদিনই প্রকাশিত হবে না।

হেনা—(ব্যাকুল স্বরে) মল্লিনাথ, তোমার manuscript ? সেটা তো তোমার সঙ্গেই ছিল ?

শকুন্তলা—সত্যিই তো—সেটা কোথায় গেল ?

হেনা—(মল্লিনাথের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতে আসিতে, ব্যাকুল স্বরে) বল, বল, মল্লিনাথ ! সেটা কোথায় রেখে এসেছ ?

মল্লিনাথ—ও কথা আমায় জিজ্ঞাসা করোনা হেনা—সে আমি তোমাকে বলতে পারব না—

হেনা—(মল্লিনাথকে ধরিয়া ঝাঁকানি দিতে দিতে) বলতে তোমাকে হবেই মল্লিনাথ—বল—আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি—প্যাকেটটা কোথায় রেখে এসেছ ?

মল্লিনাথ—তার কোন চিহ্নই তুমি আর খুঁজে পাবে না—সে সমস্ত কাগজ পত্র আমি নিজে হাতে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে দিয়ে এসেছি—

হেনা—(মল্লিনাথকে ছাড়িয়া দিয়া বেদনাহত স্বরে) না, না,—এ হতে পারে না ! এ হতে পারে না !

শকুন্তলা—(নিজের অজ্ঞাতসারে) কিন্তু এ কথা তো—

মল্লিনাথ—(শকুন্তলাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া) অর্থাৎ তুমি—মানে আপনি বলতে চান, আমার কথা মিথ্যা—

শকুন্তলা—(নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া) না, না, আপনি যখন বলছেন, তখন আর মিথ্যা হবে কি করে—তবে বড় অসম্ভব বলে মনে হয় ।

মল্লিনাথ—অসম্ভব হলেও, এটা মিথ্যা নয়—

হেনা—(ভারাক্রান্ত কণ্ঠস্বরে) ভগবান ! এ তুমি কি করলে ! (শকুন্তলার দিকে ফিরিয়া) ভাবতে পারিস শকুন্তলা, ও তার এতদিনের পরিশ্রমের লেখা, নিজের হাতে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে দিয়ে এসেছে !

মল্লিনাথ—সারা জীবনটাকেই টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে দিয়ে এলাম, আর একটা লেখা ছিঁড়তে পারব না—?

হেনা—কাল রাতেই ব্যাপারটা হয়েছে তাহলে ?

মল্লিনাথ—হ্যাঁ, টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে, সহরের বাইরে, ঐ খালের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি । প্রথমে টুক্‌রোগুলো জলে ভাসছিল—তারপর ডুবে গেল নীচে, আরও নীচে—একেবারে তলিয়ে গেল— তাদের আর দেখা গেল না !—ঠিক আমি যেমন করে তলিয়ে যাচ্ছি—

বুঝলে হেনা—ঠিক আমি যেমন করে তলিয়ে যাচ্ছি!

হেনা—মল্লিনাথ, এ কথাটা আমার আমরণ মনে থাকবে, তোমার জ্ঞান আর আমার প্রেরণায় যে শিশুর জন্ম হয়েছিল, তাকে তুমি নিজের হাতে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছ—

মল্লিনাথ—শুধু ভাসিয়ে দিয়ে আসিনি, নিজের হাতে হত্যা করে, তবে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি—

হেনা—কিন্তু তার আগে তোমার ভাবা উচিৎ ছিল, সন্তানের ওপর অধিকার, বাপ, মা, দুজনেরই সমান—

শকুন্তলা—(অপরের অশ্রুত কণ্ঠস্বরে) ওঃ! সন্তান! এতদূর—!

হেনা—(দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) যাক, সব শেষ হয়ে গেল—আমার আর থাকবার কোন প্রয়োজন নেই—আমি এখন তাহলে চলি শকুন্তলা—

শকুন্তলা—তুই কি এখন রায়পুরেই থাকবি, না পলাশপুরে, ফিরে যাবি?

হেনা—কিছুই ঠিক করে বলতে পারছি না—আমার চারধারে সমস্ত অন্ধকার হয়ে আসছে—আমি এখন চলি—

(বড় ঘরের মধ্য দিয়া হেনার প্রস্থান)

শকুন্তলা—(কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিবার পর) তুমি তাহলে হেনার সঙ্গে যাচ্ছ না?

মল্লিনাথ—আমি হেনার সঙ্গে যাব সদর রাস্তা দিয়ে দিনের

বেলায় ? বিশেষ করে—কালকের কেলেঙ্কারির পর—লোকে দেখলে কি বলবে ?

শকুন্তলা—আমি অবশ্য জানি না, কাল রাতে কি ঘটেছিল—কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা কি একেবারেই অনিচ্ছাকৃত ?

মল্লিনাথ—আমি জানি শকুন্তলা, কাল রাতের কাহিনী কাল রাতেই শেষ হয়ে যায় নি। তার জের আমাকে টানতে হবে এখনও অনেকদিন—অনেকের অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। তবে একটা কথা জেনে রাখ শকুন্তলা, হেনার আদর্শ অনুযায়ী জীবনে আমি আমার রুচি হারিয়ে ফেলেছি—নতুন করে জীবন আরম্ভ করা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়—হেনার অবিশ্বাস আমার সমস্ত আশার মূলে ঘা মেরে নষ্ট করে দিয়েছে।

শকুন্তলা—তুমি বড় দুর্ব্বল মল্লিনাথ—তা না হলে, তোমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ হয় কিনা হেনার মত একটা নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের দ্বারা ! যাক সে কথা—তোমার হৃদয় বলে কিছু নেই মল্লিনাথ—থাকলে তুমি হেনার সঙ্গে ওভাবে কথাবার্ত্তা কইতে পারতে না।

মল্লিনাথ—(আশ্চর্য্য হইয়া) হেনার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় আমি হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়েছি ?

শকুন্তলা—তার যা কিছু আশা ভরসা, সবই তুমি নষ্ট করে দিলে—একে হৃদয়হীনতা বলব না তো আর কি বলি বল ?

মল্লিনাথ—সত্যি যা ঘটেছে তা তোমার কাছে বলতে আমার কোন বাধা নেই শকুন্তলা—

শকুন্তলা—সত্যি ? তাহলে যা বলেছ, তা সত্যি নয় ?

মল্লিনাথ—আগে তুমি প্রতিজ্ঞা কর, আমার কাছে কথা দাও—এখন যা তুমি আমার কাছে শুনবে, তা কোনদিন হেনার কাছে প্রকাশ করবে না—

শকুন্তলা—আমার মুখ থেকে কোনদিন হেনা একথা শুনতে পাবে না।

মল্লিনাথ—তাহলে শোন—এতক্ষণ যা বলেছি সব মিথ্যে।

শকুন্তলা—তোমার কাগজ পত্র তাহলে তুমি ছিঁড়ে ফেলনি—খালের জলে ভাসিয়েও দাও নি ?

মল্লিনাথ—মোটেই না, ছিঁড়েও ফেলিনি ভাসিয়েও দিই নি।

শকুন্তলা—তাহলে কোথায় গেল সেটা ?

মল্লিনাথ—তা আমি নিজেই জানি না।

শকুন্তলা—তোমার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

মল্লিনাথ—একটু আগে হেনাকে বলতে শোন নি, আমার অপরাধ সন্তান হত্যার অপরাধের সমান।

শকুন্তলা—হেনাকে তো সেই কথাই বলতে শুনলাম—

মল্লিনাথ—কিন্তু তুমি জান না শকুন্তলা, তার চেয়েও বড় অপরাধ আমি করেছি।

শকুন্তলা—তার চেয়েও বড় অপরাধ আর কিছু আছে নাকি ?

মল্লিনাথ—আছে শকুন্তলা—হেনার সামনে বলতে পারি নি, হেনা হয়ত শুনে সহ্য করতে পারত না—

শকুন্তলা—আমাকে বলতে কোন বাধা নেই নিশ্চয় ?

মল্লিনাথ—মনে কর কোন লোক সারারাত মদ্যপান আর ব্যভিচারের পর তার স্ত্রীর কাছে ফিরে গেছে। তার স্ত্রী তাকে তার সন্তানের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলে। তার উত্তরে সে বললে—তোমার ছেলে আমার সঙ্গেই ছিল, কুৎসিত জায়গায় গিয়েছি, মদ্যপান করেছি, ব্যভিচার করেছি—সাক্ষীরূপে তোমার সন্তান উপস্থিত ছিল আমার সঙ্গে—তারপর রাস্তা চলতে চলতে তাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি—কোথায় হারিয়েছি তা আমার মনে নেই—

শকুন্তলা—(অধৈর্য্য ভাবে, মল্লিনাথকে কথা শেষ করিতে না দিয়া) কিন্তু এ নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কি আছে—এত অলঙ্কারই বা আসে কোত্থেকে ?—সন্তান—অমুক—তমুক ! সামান্য তো একখানা বই—

মল্লিনাথ—ও বই সামান্য নয় শকুন্তলা—হেনার মন, প্রাণ, সমস্তই ওই বইয়ের পাতায় মিশে ছিল !

শকুন্তলা—তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনে সেই রকমই তো মনে হচ্ছিল।

মল্লিনাথ—শুধু মনে হওয়া নয়, তোমার বোঝাও উচিৎ ছিল, আমার আর হেনার পথ ভবিষ্যতে মিলিত হবার আর কোন সম্ভাবনাই নেই।

শকুন্তলা—এখন তুমি কোন পথে যাবে ঠিক করেছ ?

মল্লিনাথ—কোন পথে নয়! সমস্ত পথের শেষ করে দেব, যত শীঘ্র হয় ততই ভাল!

শকুন্তলা—(আরও নিকটে আসিয়া) আমার একটা কথা রাখবে মল্লিনাথ?

মল্লিনাথ—সম্ভব হলে নিশ্চয় রাখব।

শকুন্তলা—সমাপ্তির রেখা যদি টানতেই হয়—বল—প্রতিজ্ঞা কর আমার কাছে—সুন্দর ভাবে এঁকে দেবে সেই সমাপ্তির রেখা তোমার পথের ওপরে—

মল্লিনাথ—সুন্দর ভাবে? (মৃদু হাসিয়া) ও বুঝেছি—তোমার সেই স্বপ্নে দেখা 'আমি'র মত—পরণে থাকবে বসন্ত-সখার বেশ, মাথায় পরানো থাকবে পত্র-পুষ্পের মুকুট—

শকুন্তলা—না, না, বসন্ত-সখাতে আমার আর রুচি নেই! তবে যে ভাবেই হোক, তোমার পথের শেষ যেন সুন্দর ভাবেই হয়!—মনে রেখ, সব কিছু শেষ করে দেবার সুযোগ জীবনে মাত্র একবারই আসে, সে সুযোগের যেন অপব্যবহার করো না—এই অনুরোধটুকু তুমি রেখ!—এখন তুমি যাও মল্লিনাথ—এখানে আর কখনো এস না—এই যেন আমাদের শেষ দেখা হয়—

মল্লিনাথ—আর এই আমাদের শেষ বিদায়!—আচ্ছা চলি তাহলে শকুন্তলা—নিখিলেশকে আমার ভালবাসা জানিও—(প্রস্থান করিতে উদ্যত)

শকুন্তলা—একটু দাঁড়াও—আমাদের অতীতের ঘনিষ্ঠতার

একটা স্মৃতি চিহ্ন সঙ্গে করে নিয়ে যাও—(সে লিখিবার টেবিলের নিকট আসিয়া, দেরাজ খুলিয়া, রিভলভারের খাপ হইতে রিভলভার বাহির করিয়া লইয়া মল্লিনাথের নিকট আসিল)

মল্লিনাথ—এ কি? এই কি আমাদের অতীতের ঘনিষ্ঠতার স্মারক?

শকুন্তলা—চিনতে পার না এ রিভলভার? একদিন এর নল তোমারই বুক লক্ষ্য করে ওঠানো হয়েছিল!

মল্লিনাথ—তখন ওটা ব্যবহার করাই তোমার উচিৎ ছিল।

শকুন্তলা—সেই জন্যেই তো এটা তোমাকে দিচ্ছি—এখন তুমি এটা ব্যবহার করো মল্লিনাথ!

মল্লিনাথ—(রিভলভারটি গ্রহণ করিয়া) ধন্যবাদ!

শকুন্তলা—কিন্তু মনে থাকে যেন মল্লিনাথ, তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ—তোমার পথের ওপর সমাপ্তির রেখা টানবে তুমি অতি সুন্দর ভাবে!

মল্লিনাথ—তাহলে রায়সাহেব-নন্দিনী শকুন্তলা রায়—বিদায়! এই আমাদের শেষ দেখা!

(সে বড় ঘরের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল)

[মল্লিনাথ চলিয়া গেলে, শকুন্তলা দরজার নিকট আসিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য কান পাতিয়া কি যেন শুনিল। পরে লিখিবার টেবিলের নিকট আসিয়া, দেরাজ খুলিয়া, একটি দেশলাই ও বুককেশের মধ্য হইতে পাণ্ডুলিপির প্যাকেটটি লইয়া ছোট টুলটির উপর বসিল। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য দেখা গেল তাহার দৃষ্টি পাণ্ডুলিপির পাতায় নিবদ্ধ। দেখিতে দেখিতে তাহার মুখে দেখা দিল বিচিত্র এক

হাসি—দেশলাইএর একটি কাঠি জ্বালিয়া পাণ্ডুলিপির কয়েকটি পাতায় অগ্নিসংযোগ করিয়া একটির পর একটি পাতা সেই অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল।]

শকুন্তলা—(পাণ্ডুলিপি হইতে আরও কয়েকটি পাতা লইয়া অগ্নিসংযোগ করিবার সময় মৃদুস্বরে তাহাকে বলিতে শোনা গেল) এইবার তোমার সন্তানের দেহে আমি অগ্নিসংযোগ করছি হেনা!—তার দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে!—পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে!—একমুঠো ছাই ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না—তোমাব আর মল্লিনাথের সন্তান আজ শকুন্তলা রায়ের হাতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল—! (পর্দ্দা নামিয়া আসিবার পূর্ব্বে দেখা গেল আগুনের আভা শকুন্তলার মুখকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে—তাহার মুখে লাগিয়া আছে বিচিত্র অদ্ভুত এক হাসির আভাস।)

পর্দ্দা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল।

চতুর্থ অঙ্ক

[পূর্ব্বে বর্ণিত নিখিলেশের বাড়ীর বসিবার ঘর। শীতের সন্ধ্যা, চারিদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, ঘরের ভিতরেও অন্ধকার। ভিতরের ঘরের বিজলীবাতির আলো সম্মুখের ঘরের কিছু অংশ আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। বাহির হইতে যৎসামান্য আলো আসিবাব পথও বন্ধ—কাচের দরজার উপর পর্দ্দা ফেলা আছে।

পর্দা উঠিতেই দেখা গেল সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে কালো রঙের সিল্কের শাড়ী পরিহিতা শকুন্তলা ইতস্তত: পায়চারি করিতেছে—মধ্যে একবার ভিতরের ঘরে গিয়া পিয়ানো বাজাইতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণ পরে পিয়ানো ছাড়িয়া সম্মুখের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পায়চারি করিতে সুরু করিল। মঙ্গলা ভিতরের ঘরের দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া সবুজ আলোর পাশের সাদা আলোটির সুইচ নামাইয়া দিল। আলোতে দেখা গেল মঙ্গলার মুখ, চোখ, অতিরিক্ত ক্রন্দনের ফলে ফুলিয়া উঠিয়াছে—সে তখনও অস্ফুট স্বরে কাঁদিতেছে। আলো জ্বালিয়া দিয়া সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল সেইরূপ নিঃশব্দেই বাম দিকের দরজা দিয়া প্রস্থান করিল। দেখা গেল শকুন্তলা কাচের দরজার পর্দা সরাইয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া আছে। অল্পক্ষণ পরেই পার্ব্বতী দেবী বড় ঘরের দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে সাদা থান, সাদা ব্লাউজ, গায়ে জড়ান একখানি সাধারণ গরম চাদর। শকুন্তলা পার্ব্বতী দেবীকে হাত ধরিয়া ঘরের ভিতর লইয়া আসিল।]

পার্ব্বতী দেবী—আজ আমি একা, বড় একা বৌমা! এতদিনে রিণিটার সমস্ত জ্বালা জুড়োল!

শকুন্তলা—সে খবর আমি আগেই পেয়েছি পিসিমা, আপনার ওখান থেকে লোক এসে সে খবর দিয়ে গেছে।

পার্ব্বতী দেবী—নিখিলেশ লোক পাঠিয়েছিল জানি—খবরটা পাঠাতে আমার নিজেরই বড় কুণ্ঠা বোধ হচ্ছিল—তোমার জীবনের এই সবে সুরু, তার মাঝে দুঃখের জায়গা

নেই। আমি নিজেও আসব না ভেবেছিলাম, তার পর মনে হল যা অবশ্যম্ভাবী তার অস্তিত্ব সকলকেই স্বীকার করে নিতে হবে।

শকুন্তলা—না, না, পিসিমা, ও কি কথা বলছেন—খবর না পাঠালে ভাবতাম আপনি আমাকে পর বলে মনে করেন।

পার্ব্বতী দেবী—অবশ্য রিণা যে বাঁচবে না তা আমরা সকলেই জানতাম, তবুও আমার এক এক সময় মনে হচ্ছে তার মৃত্যু যদি এখন না হত—তাহলে তোমাদের এই হাসি আর আনন্দের মধ্যে এতটুকু দুঃখের ছাপ লেগে থাকত না।

শকুন্তলা—আচ্ছা পিসিমা, ছোট পিসিমা শেষ সময়ে কি খুব বেশী কষ্ট পেয়েছিলেন ?

পার্ব্বতী দেবী—কষ্ট ? মোটেই নয়। মরণ যে এত শান্ত, এত সুন্দর হতে পারে, তা আমি এর আগে কখনো দেখিনি। রিণা বড় শান্তিতে গেছে—নিখিলেশকে বড় ভালবাসত, তার সঙ্গে শেষ দেখাটাও হয়ে গেছে ! সে বাড়ী আসেনি এখনো ? আমার ওখান থেকে বেরিয়েছে তো অনেকক্ষণ—

শকুন্তলা—বোধহয় পথে কোথাও কাজে আটকে গেছে—তা আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন পিসিমা, বসুন।

পার্ব্বতী দেবী—না, এখন আর আমি বসব না বৌমা—আমায় একবার এখানকার সেবা সদনে যেতে হবে। রিণার শেষ ইচ্ছে, কিছু টাকা যেন তার নাম করে ঐ সেবা সদনে দান করা হয়। তারপর ওখানেও অনেক কাজ পড়ে রয়েছে—

শকুন্তলা—তার ওপর আবার ছোট পিসিমার শেষ কাজ তো আপনার ওখানেই হবে—এত কাজ কি আপনি একা সামলে উঠতে পারবেন? সাহায্যের দরকার হলে আমায় জানাবেন কিন্তু—না জানালে ভারী রাগ করব!

পার্ব্বতী দেবী—কি আর এমন কাজ—ও আমি একলাই সামলে নিতে পারব। তাছাড়া আমার দুঃখের কথা নিয়ে তোমার এখন ভাববার সময় নয় বৌমা—তোমার আর নিখিলেশের জীবনের এই সুরু—এখন আনন্দ ছাড়া দুঃখের ঠাঁই তার মাঝে নেই—

শকুন্তলা—তা সব সময় হয় না পিসিমা—জোর করে দুঃখের চিন্তা এড়াতে চাইলেও মানুষ সব সময় তা পারে না—

পার্ব্বতী দেবী—তা বটে! ভেবেছিলাম, কটাদিন অন্ততঃ তোমাদের আনন্দের ভাগীদার হয়ে কাটিয়ে দেব—কিন্তু তা আর হল কই—ভেবেছিলাম তোমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নতুন অতিথির অভ্যার্থনার আয়োজন করব, তার বদলে করতে হল রিণার বিদায়ের আয়োজন!

(বড় ঘরের দরজা দিয়া নিখিলেশের প্রবেশ)

শকুন্তলা—এই যে এসে পড়েছে—যাক ভালই হল, আপনার সঙ্গে দেখাটা হয়ে গেল—

নিখিলেশ—পিসিমা—এখানে—

পার্ব্বতী দেবী—আমিও উঠছিলাম—ভালই হল তোর সঙ্গে

দেখাটা হয়ে গেল—তোকে যা যা বলেছিলাম সব ঠিক ঠিক করেছিস তো ?

নিখিলেশ—আজ আর কিছুই হয় নি—আমার মাথায় কিছু থাকছে না আজ—আমি ভাল করে কিছু ভাবতেও পারছি না। শ্মশান থেকে ফিরে, তোমার বাড়ী থেকে বেরোবার পর, তোমার একটা কথাও আমার মনে ছিল না। আমি কাল সকালে তোমার ওখানে আবার যাব—আজ আমার মাথার ভেতর সব কিছু যেন ঘুরছে !

পার্ব্বতী দেবী—এত উতলা হয়ে পড়লে তো তোর চলবে না খোকা !

নিখিলেশ—উতলা ? মানে ?

পার্ব্বতী দেবী—আমাদের দুঃখের মধ্যেও আনন্দ করবার আছে খোকা—আজ সে পেয়েছে শান্তি, বিশ্রাম—

নিখিলেশ—ওঃ—তুমি রিণা পিসিমার কথা বলছ—

শকুন্তলা—(নিখিলেশকে কথা শেষ করিতে না দিয়া) আপনার এখন ওখানে বড় একা একা মনে হবে পিসিমা।

পার্ব্বতী দেবী—প্রথম প্রথম মনে হবে বই কি মা ! তবে খুব বেশী দিন নয়—বাড়ীর খানিকটা অংশ সেবা সদনকে ছেড়ে দেব ঠিক করেছি—রোগীদের দেখা-শুনো করতে দিনটা কেটে যাবে।

শকুন্তলা—আবার আপনি এই বোঝা ঘাড়ে নেবেন ?

পার্ব্বতী দেবী—বোঝা ? রিণা কি আমার বোঝা ছিল নাকি ? পাগলী মেয়ের কথাটা শোন একবার !

শকুন্তলা—না, না, সে কথা বলছি না—তবে একেবারে অপরিচিত লোকদের নিয়ে—

পার্ব্বতী দেবী—(বাধা দিয়া) পীড়িতের সঙ্গে, দুর্ব্বলের সঙ্গে, অপরিচয় তো বেশীদিন থাকে না—বড় তাড়াতাড়ি অপরিচয়ের বাধা দূরে সরে যায়। তা ছাড়া আমারও একটা অবলম্বন দরকার। অবশ্য অতদিন হয়ত আমাকে ওখানে নাও থাকতে হতে পারে—ভগবান করেন, এ বাড়ীতে একটা কিছু হলে—(মৃদু হাসিয়া) আমার আর কাজের অভাব হবে না !

শকুন্তলা—না, না, পিসিমা একে আপনার শরীর মনের এই অবস্থা—এখন আর আপনি আমাদের কথা নিয়ে অত বেশী ভাববেন না।

নিখিলেশ—কি আনন্দেই আমাদের দিন যাবে তখন—আমি, তুমি, পিসিমা আর—

শকুন্তলা—(কঠোর স্বরে) আর কি ?

নিখিলেশ—(শকুন্তলার মুখের দিকে চাহিয়া অস্বস্তি বোধ করিতে আরম্ভ করিল) না—কিছু নয়—মানে আমি বলছিলাম কি, সব ঠিক হয়ে যাবে—

পার্ব্বতী দেবী—আচ্ছা আমি এখন চলি রে খোকা—তুই যেন এখন আর বেরোস নি। সারাদিন বাড়ী ছিলি না—

(মৃদু হাসিয়া) বৌমার হয়ত তোকে কিছু বলবার থাকতে পারে। (দরজার নিকট আসিয়া ফিরিলেন) জানিস খোকা, এতদিন রিণা আমার কাছে ছিল—আজ আমি আর দাদা, কারো কাছ থেকেই সে খুব বেশী দূরে নেই !

নিখিলেশ—সত্যি পিসিমা, আজ ছোট পিসিমা কারো কাছ থেকেই খুব বেশী দূরে নেই ! আশ্চর্য্য !—

(পিসিমা বড় ঘরের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন)

শকুন্তলা—(নিখিলেশের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) রিণা পিসিমার মৃত্যুতে তুমি দেখছি পিসিমার চেয়েও বেশী দুঃখ পেয়েছ !

নিখিলেশ—শুধু ছোট পিসিমার জন্য নয়—মল্লিনাথের কথা ভেবে মনে আমার অস্বস্তির অন্ত নেই !

শকুন্তলা—তার সম্বন্ধে নতুন কিছু শুনলে নাকি ?

নিখিলেশ—আমি আজ তার ওখানে বিকেল বেলায় গিয়েছিলাম—তার manuscript-টা পাওয়া গেছে এই খবরটা তাকে দেবার জন্যে—

শকুন্তলা—কি হল ? তাকে পেলে না বুঝি ?

নিখিলেশ—না, সে বাড়ী ছিল না—কিন্তু পরে হেনার সঙ্গে আমার দেখা হল—তার মুখে শুনলাম মল্লিনাথ নাকি আজ সকালে এখানে এসেছিল—

শকুন্তলা—হ্যাঁ, ঠিক তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পরই—

নিখিলেশ—সে নাকি এখানে এসে বলেছে, সে তার লেখা

কাগজ-পত্র ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে ?

শকুন্তলা---ওই কথাই তো তাকে বলতে শুনলাম।

নিখিলেশ---এই রকম সাংঘাতিক কিছু একটা হবে বলেই আমি ধারণা করেছিলাম—শেষ পর্যান্ত পাগল না হয়ে যায় ! তুমিও বোধ হয় ওর ওই রকম মনের অবস্থা দেখে ওটা আর ফেরৎ দিতে সাহস কর নি ?

শকুন্তলা---না, সে আমাব কাছ থেকে ওটা ফেরৎ পায় নি।

নিখিলেশ---কিন্তু তুমি তো তাকে বলেছিলে, ওটা তোমার কাছে আছে ?

শকুন্তলা—না, তুমি তেনাকে কিছু বলেছ নাকি ?

নিখিলেশ—না, আমার মনে হল তাকে না বলাই ভাল। তুমি কিন্তু মল্লিনাথকে না বলে অন্যায় করেছ---ওটা না পেয়ে যদি সে একটা সাংঘাতিক কিছু করে বসে—যদি সে আত্মহত্যা করে—তুমি ওটা বার করে দাও শকুন্তলা—আমি তাকে দিয়ে আসি—

(শকুন্তলা কোনরূপ ব্যস্ততা না দেখাইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া আরাম কেদারায় হেলান দিয়া শুইয়া পড়িল)

নিখিলেশ—কি হল ? ওটা বার করে দিলে না ?

শকুন্তলা—ওটা আমার কাছে নেই।

নিখিলেশ—নেই ? মানে ?

শকুন্তলা—মানে আমি সেটা পুড়িয়ে ফেলেছি—তার একখানা পাতাও আর অবশিষ্ট নেই।

নিখিলেশ—(ভীত স্বরে) পুড়িয়ে ফেলেছ! মল্লিনাথের লেখা পুড়িয়ে ফেলেছ!

শকুন্তলা—চীৎকার করছ কেন? কেউ শুনে ফেলবে শেষকালে!

নিখিলেশ—(আরও ভয় পাইয়া) না, না, না—এ হতে পারে না! এ অসম্ভব!

শকুন্তলা—(এতটুকুও বিচলিত না হইয়া) সেই অসম্ভবই সম্ভব হয়েছে।

নিখিলেশ—(পূর্ব্ববৎ ভয়-ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে) এ তুমি কি করেছ শকুন্তলা! তুমি জান, আইনত এর জন্যে তুমি শাস্তি পেতে বাধ্য—বিশ্বাস না হয় নিশাপতিকে জিগ্যেস করো!

শকুন্তলা—আমার কাউকে জিগ্যেস করবার দরকার নেই—আর তুমিও কাউকে এসব কথা বলো না—নিশাপতি বাবুকে তো নয়ই!

নিখিলেশ—কিন্তু তুমি একাজ করলে কোন সাহসে? কে তোমাকে এ বুদ্ধি দিলে? তোমায় কি ভূতে পেয়েছিল? বল, উত্তর দিচ্ছ না কেন?

শকুন্তলা—(ব্যঙ্গের হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতে করিতে) এ কাজ আমি তোমার জন্যেই করেছি নিখিলেশ।

নিখিলেশ—আমার জন্যে?

শকুন্তলা—তুমি যখন তার রচনা সম্বন্ধে আমার কাছে আজ সকালে গল্প করলে, তখন তুমি স্বীকার করেছিলে তুমি তার শক্তিকে ঈর্ষ্যা কর।

নিখিলেশ—তার মানে এ বোঝায় না, যে তার ওপর আমার রাগ আছে!

শকুন্তলা—তবুও তোমার প্রতিভা বিকাশের পথে কেউ বাধা সৃষ্টি করবে, এ আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব—

নিখিলেশ—(একটা সন্দেহ ও আনন্দের ভাব মুখে ফুটিয়া উঠিল) সত্যি শকুন্তলা—একথা সত্যি বলছ তুমি? আমি কিন্তু এর আগে কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি, তুমি আমাকে ভালবাস—মানে এতখানি ভালবাস! আশ্চর্য্য!

শকুন্তলা—এতদিন তোমাকে বলার কোন দরকার মনে করিনি—কিন্তু আজ দেখলাম বলার দরকার হয়ে পড়েছে—(সহসা ধৈর্য্য হারাইয়া)—মানে—তুমি পিসিমাকে জিগ্যেস করলে, তিনি তোমাকে খুব তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবেন!

নিখিলেশ—(উল্লসিত অবস্থায়) বুঝতে আমি সবই পেরেছি শকুন্তলা—তবু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!—আমার নিজের কানকে পর্য্যন্ত বিশ্বাস হচ্ছে না! আজ যে আমার কি আনন্দের দিন—একথা যদি সত্যি হয়—

শকুন্তলা—অত চীৎকার করছ কেন? ঝি শুনতে পেলে কি মনে করবে বল তো?

নিখিলেশ—ঝি কাকে বলছ—মঙ্গলাকে? তোমার মাথায় কিচ্ছু নেই—মঙ্গলা তো বাড়ীর লোকের মত! সে আমায় হাতে করে মানুষ করেছে, তারই তো খবরটা আগে শোনা দরকার!—আমি নিজেই তাকে বলব—

শকুন্তলা—(গভীর হতাশায় হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া) এ আমি আর সহ্য করতে পারছি না! আমাকে শেষ করে তবে এর শেষ হবে!

নিখিলেশ—(ব্যস্ত হইয়া) কি সহ্য করতে পারছ না শকুন্তলা? কিসের শেষ হবে?

শকুন্তলা—(নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া) এই সমস্ত মিথ্যের!—এই সমস্ত বাহুল্যের!

নিখিলেশ—বাহুল্য! বাহুল্য কোথায় দেখলে? এ সংবাদ পেয়ে আনন্দিত না হয়, এমন স্বামীর সংখ্যা বোধহয় পৃথিবীতে খুবই অল্প! তবে মঙ্গলাকে খবরটা দেওয়া এখন ঠিক হবে না—

শকুন্তলা—কেন?

নিখিলেশ—তাকে বলার সময় এখন নয়—আমার মনে হয়, ছোট পিসিমার মৃত্যুতে পিসিমার চেয়েও সে বেশী বিচলিত হয়ে পড়েছে। তবে পিসিমাকে খবরটা দিতেই হবে—তিনি শুনলে খুব খুশি হবেন!

শকুন্তলা—কোন খবর শুনে খুশি হবেন তিনি? তোমার কথা ভেবে মল্লিনাথের লেখা পুড়িয়ে দিয়েছি—এই খবর?

নিখিলেশ—(ব্যস্ত হইয়া) না, না, না—ওকথা এখন কাউকে বলাই হবে না ! (শকুন্তলার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া) কিন্তু তুমি আমাকে এত ভালবাস শকুন্তলা ! আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না—শুধু পিসিমা কেন—আমার মনে হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত লোককে ডেকে আমি আমার আনন্দের অংশীদার করে নিই ! জান শকুন্তলা—আমার মনে হয়, পৃথিবীর সমস্ত নববধূর প্রেম, এই ভাবে হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ে কোন একটা অদ্ভুত ঘটনাকে কেন্দ্র করে !

শকুন্তলা—পিসিমাকে জিগ্যেস করো না কথাটা—তিনি ঠিক বলে দিতে পারবেন !

নিখিলেশ—সত্যিই পিসিমাকে জিগ্যেস করে দেখতে হবে কথাটা—(পুনরায় তাহার মুখে একটা অস্বস্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল)—কিন্তু মল্লিনাথের লেখা !—কি যে হবে মল্লিনাথের ভাবতেও আমার ভয় করছে !

(বড় ঘরের দরজা দিয়া হেনার প্রবেশ—তাহার পরিধানে পূর্ব্ব অঙ্কে বর্ণিত পরিচ্ছদ)

হেনা—(দ্রুত পদক্ষেপে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া) মাপ করিস ভাই কুন্তী ! তোকে আবার বিরক্ত করতে এলাম—বড় বিপদে পড়ে এসেছি ভাই !

শকুন্তলা—না, না, বিরক্ত আবার কিসের—কি হয়েছে স্থির হয়ে বল দেখি ?

নিখিলেশ—বিপদ? কার বিপদ? মল্লিনাথের নাকি?

হেনা—হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছে তার নিশ্চয় কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে—

শকুন্তলা—(সবলে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া, আবেগভরে) তোর কি তাই মনে হচ্ছে নাকি?

নিখিলেশ—(ব্যস্ত হইয়া) হঠাৎ ও কথা মনে হওয়ার মানে?

হেনা—আমার স্বামী—মানে মিস্টার মিত্রের রায়পুরের বাড়ীতে, আমার শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্কের কজন আত্মীয় থাকে। নীচের তলাটা নিয়ে তারা আছে—তারা কি যেন সব বলাবলি করছিল। তাছাড়া রাস্তায় আসতে আসতে মল্লিনাথের দু একজন পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল—তাদের কাছেও ওই ধরণের দু-একটা কথা শুনলাম।—আমার কিন্তু বড় ভয় করছে—।

নিখিলেশ—আশ্চর্য্য! আমিও রাস্তায় আসতে আসতে ওই ধরণের দু একটা কথা শুনলাম—কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি কাল রাতে সে সোজা নিজের বাড়ী ফিরে গিয়েছিল। আশ্চর্য্য!

শকুন্তলা—(হেনাকে) তোর বাড়ীর লোকেরা কি বলাবলি করছিল?

হেনা—সব কথা ঠিক শুনতে পেলাম না। হয় তারা নিজেরাই সব কথা জানে না, আর না হয়—মানে—আমাকে দেখে তারা চুপ করে গেল।

নিখিলেশ—(অস্থির ভাবে পায়চারি করিতে করিতে) এমনও হতে পারে তুমি শুনতে ভুল করেছ—

হেনা—(ব্যাকুল হইয়া) না, না, শুনতে আমার ভুল হয়নি ! তারা মল্লিনাথের সম্বন্ধেই কথা বলছিল—তাকে হস্‌পিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—এই ধরণের কি একটা কথা নিয়ে তারা আলোচনা করছিল—আমাকে দেখেই থেমে গেল—

নিখিলেশ—মল্লিনাথকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ?

শকুন্তলা—অসম্ভব ! এ হতেই পারে না !

হেনা—কথাটা কানে আসতেই আমার বুকের ভেতর পর্য্যন্ত ভয়ে কেঁপে উঠল ! খবর নিতে আমি ওর বাড়ীতে পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম !

শকুন্তলা—ওর বাড়ী গিয়ে খোঁজ করতে পারলে তুমি ?

হেনা—এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না আমার !—অনিশ্চিত অবস্থা সহ্য করার মত ক্ষমতা আমার আর ছিল না !

নিখিলেশ—বাড়ীতে তাকে পেলে না ?

হেনা—না, বাড়ীর লোকেরাও কিছু বলতে পারলে না—সে নাকি কাল বিকেল থেকে বাড়ীই আসে নি—

নিখিলেশ—কাল বিকেল থেকে বাড়ী আসে নি ! আশ্চর্য্য !

হেনা—(ব্যাকুল স্বরে) নিখিলেশ, আমার মনে হচ্ছে

আমার সন্দেহ মিথ্যে নয়---নিশ্চয় তার কোন সাংঘাতিক বিপদ ঘটেছে !

নিখিলেশ---তুমি একটু শান্ত হও হেনা, আমি এখনি তার খোঁজ নিয়ে আসছি ;

শকুন্তলা---না, না, তোমার এসব ব্যাপারের মধ্যে গিয়ে কাজ নেই।

[বড় ঘরের দরজা দিয়া নিশাপতির প্রবেশ। তাহার পরিধানে সাহেবি পরিচ্ছদ, মুখের ভাব অতিমাত্রায় গম্ভীর। ঘরে প্রবেশ করিয়া গম্ভীর ভাবে মহিলাদের উদ্দেশে নমস্কারের ভঙ্গীতে হাত তুলিল]

নিখিলেশ---এই যে নিশাপতি---

নিশাপতি---যাক্ ভালই হল তুমি বাড়ীতে আছ। সারা রাস্তা ভাবতে ভাবতে এসেছি, হয়ত বাড়ী গিয়ে দেখব তুমি নেই।

নিখিলেশ---ছোট পিসিমা আর নেই---সে খবর পেয়েছ তো ?

নিশাপতি---অন্য দু একটা খবরের সঙ্গে ও খবরটাও কানে এসেছে বৈকি।

নিখিলেশ---ছোট পিসিমার মৃত্যু আমাকে বড় বেশী বিচলিত করে তুলেছে নিশাপতি !

নিশাপতি---তা তো করবেই---তবে আজকের খবরের মধ্যে এমন খবরও আছে, যা তোমাকে আরো বেশী বিচলিত করে তুলতে পারে---

নিখিলেশ---কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে নাকি ?

নিশাপতি---তোমাদের কাছে দুর্ঘটনা বলে মনে হবে কিনা বলতে পারি না---তবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

শকুন্তলা---(মনের আগ্রহ ব্যঙ্গের আবরণে আচ্ছাদিত করিবার চেষ্টা করিয়া) মিলনান্ত, না বিয়োগান্ত ?

নিশাপতি---সেটা নির্ভর করবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর---

হেনা---(দুশ্চিন্তার ভাব সহ্য করিতে না পারিয়া) নিশ্চয় মল্লিনাথের কোন বিপদ হয়েছে ?

নিশাপতি---(মুহূর্তের জন্য তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল হেনার মুখের উপর) হঠাৎ একথা আপনার মনে হল কেন ? এ সম্বন্ধে আপনি কি কিছু শুনেছেন ?

হেনা---আমি কিছুই শুনি নি, তবে---

নিখিলেশ---(নিশাপতিকে) সব কথা খুলে বল ; তবে তো ব্যাপারটা বুঝব !

নিশাপতি---(হেনাকে) বড় দুঃখের সঙ্গে আমাকে জানাতে হচ্ছে, মল্লিনাথ হস্‌পিটালে মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে---তার মৃত্যু আসন্ন।

হেনা---(বজ্রাহতের ন্যায়) ওঃ ভগবান ! এ তুমি কি করলে !

নিখিলেশ---মল্লিনাথ হস্‌পিটালে ? মৃত্যু-শয্যায় ?

শকুন্তলা—(নিজের অজ্ঞাতসারে) মল্লিনাথ মৃত্যু-শয্যায় ! এরি মধ্যে !

হেনা—(ক্রন্দনরত অবস্থায়, মৃদু স্বরে) কুন্তী, যাবার সময় সে আমার শুধু রাগটাই দেখে গেল, শুধু জেনে গেল, আমি তাকে বিশ্বাস করি না—

শকুন্তলা—(মৃদু স্বরে হেনাকে) সাবধান হেনা ! এরা সকলে রয়েছে—

হেনা—(শকুন্তলার কথা গ্রাহ্য না করিয়া) নিশাপতি বাবু, সে এখনো বেঁচে আছে—আমার মন বলছে সে নিশ্চয় বেঁচে আছে ! আমি যাব তার কাছে—তার সঙ্গে শেষ দেখা আমায় করতেই হবে।

নিশাপতি—ব্যস্ত হয়ে কোন লাভ নেই মিসেস্ মিত্র—সে যেখানে আছে, সে ঘরে আপনার প্রবেশ নিষেধ।

হেনা—তার মানে ? আপনি সব কথা খুলে বলুন না ?

নিখিলেশ—মল্লিনাথ কি আত্মহত্যা করেছে নিশাপতি ?

শকুন্তলা—(নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে না পারিয়া) আমি জানি আত্মহত্যা তাকে করতেই হবে—

নিখিলেশ—আঃ শকুন্তলা ! কি পাগলের মত আবোল-তাবোল বকছ !

নিশাপতি—(শকুন্তলাকে) মৃত্যুর কারণটা আপনি কিন্তু ঠিকই আন্দাজ করেছেন শকুন্তলা দেবী !

হেনা—(শিহরিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল) আত্মহত্যা করেছে !—ওঃ !—কি ভয়ানক !

নিখিলেশ—মল্লিনাথ আত্মহত্যা করলে শেষে !

শকুন্তলা—নিজেই নিজেকে শেষ করে ফেললে, রিভলভারের গুলিতে !

নিশাপতি—আপনার আন্দাজ এবারেও ঠিক, শকুন্তলা দেবী !

হেনা—(আপন অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিয়া) কখন এ ঘটনা ঘটল, নিশাপতি বাবু ?

নিশাপতি—আজ বিকেল তিনটে থেকে চারটের মধ্যে।

নিখিলেশ—কি সর্ব্বনাশ ! কোথায় ছিল সে তখন ?

নিশাপতি—(অল্প ইতস্তত: করিয়া) ঠিক জানি না—তবে যতদূর মনে হয়, ও সময়ে সে বাড়ীতেই ছিল—

হেনা—বাড়ীতে সে থাকতেই পারে না ! তার বাড়ী থেকে আমি খবর নিয়ে আসছি—কাল বিকেল থেকে সে বাড়ীই ফেরে নি—

নিশাপতি—তাহলে হয়ত অন্য কোথাও হবে। বললাম তো—আমি ঠিক জানি না। হস্‌পিটাল থেকে খবর পেলাম গুলি বিঁধেছে ঠিক তার বুকে।

হেনা—(অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে) ওঃ মল্লিনাথ ! তোমার এভাবে মৃত্যু হবে, এ আমার কল্পনার অতীত !

শকুন্তলা—(নিশাপতিকে) কি বললেন ? গুলি লেগেছে ঠিক তার বুকে ?

নিশাপতি—সেই রকমই তো শুনলাম—

শকুন্তলা—আপনি ঠিক শুনেছেন তো ? মাথায় লাগেনি ?

নিশাপতি—হস্‌পিটালে, মাথায় গুলি লাগার কথা তো কিছু শুনলাম না—

শকুন্তলা—অবশ্য বুকটাও খুব তুচ্ছ করার মত জায়গা নয়—মাথার পরেই নাম করা যেতে পারে—

নিশাপতি—(শকুন্তলার কথা তাহার নিকট বড় অদ্ভুত ঠেকিল) তার মানে ? আপনি কি বলছেন শকুন্তলা দেবী ?

শকুন্তলা—(নিশাপতির প্রশ্ন এড়াইবার চেষ্টা করিয়া) ও কিছু নয়—এমনি বলছিলাম।

নিখিলেশ—বাঁচবার কি কোন আশাই নেই ?

নিশাপতি—কোন আশাই নেই—একেবারে নিশ্চিত মৃত্যু—এতক্ষণে বোধহয় সব শেষ হয়ে গেছে।

হেনা—(মৃদু স্বরে) সব শেষ হয়ে গেছে !—সব শেষ কুন্তী ! আমারও সব শেষ হয়ে গেল !

(কণ্ঠস্বর অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল)

নিখিলেশ—কিন্তু তুমি এত কথা জানলে কি করে ?

নিশাপতি—কিছুটা শুনলাম একজন পুলিশ অফিসারের

কাছ থেকে, আর কিছুটা শুনলাম হস্‌পিটালের একজন ডাক্তারের কাছ থেকে।

শকুন্তলা—এতদিনে মল্লিনাথ করার মত একটা কাজ করেছে!

নিখিলেশ—(ভীত স্বরে) এ তুমি কি বলছ শকুন্তলা?

শকুন্তলা---মৃত্যু যে কত সুন্দর হতে পারে, তার প্রমাণ মল্লিনাথ আজ দিয়ে গেল!

নিশাপতি—তাই নাকি?

(কণ্ঠস্বরে কিছুটা ব্যঙ্গ ও কিছুটা সংশয় মিশ্রিত)

নিখিলেশ---মৃত্যুও সুন্দর? আশ্চর্য্য!

হেনা---(ক্ষণেকের জন্য শোক বিস্মৃত হইয়া) আত্মহত্যার মধ্যে সৌন্দর্য্য? একি বলছিস তুই?

শকুন্তলা---সুন্দর নয়! জীবনের দেনা পাওনার সমস্ত হিসেব নিজের হাতে চুকিয়ে দেওয়া—সাহস না থাকলে একাজ করা যায় না! সাহসের পরিচয় আছে বলেই তো একাজ এত সুন্দর! মল্লিনাথের করার মত কাজ ছিল শুধু একটিই---আর তা করার মত সাহসও তার ছিল!

হেনা—কক্ষনো না! সুস্থ মস্তিষ্কে, সব দিক চিন্তা করে, আত্মহত্যা করার মত নির্ব্বোধ মল্লিনাথ নয়। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছিল—তাই সে একাজ করতে পেরেছে!

নিখিলেশ—আমার মনে হয়, নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হয়েই সে একাজ করতে বাধ্য হয়েছে।

শকুন্তলা—কখনো না—নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে সে একাজ করেনি—একথা আমি জোর করে বলতে পারি!

হেনা—মস্তিষ্কের বিকৃতি—এছাড়া অন্য কোন কারণই থাকতে পারে না—তা না হলে সে তার বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলতে পারে!

নিখিলেশ—(সচকিত হইয়া) পাণ্ডুলিপি --মানে—manuscript। সেটা সে ছিঁড়ে ফেলেছে নাকি?

হেনা—হ্যাঁ কাল রাত্রে—

নিখিলেশ—(মৃদু স্বরে শকুন্তলাকে) কি করে ভোলা যায় শকুন্তলা, বলতে পার?

নিশাপতি—আশ্চর্য্য ব্যাপার। manuscript-টা নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেললে!

নিখিলেশ—(ঘরে ইতস্ততঃ পায়চারি করিতে করিতে) মল্লিনাথ যে এভাবে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেবে, এ আমি ভাবতেও পারছি না! নিজের কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখলে না—যাবার আগে সব নিঃশেষে মুছে দিয়ে গেল! বইটা থাকলে অন্ততঃ নামটাও স্মরণীয় হয়ে থাকত!

হেনা—লেখাগুলো আবার যদি পর পর সাজিয়ে তোলা যায়?

নিখিলেশ---(আকুল আগ্রহে) তা যদি সম্ভব হয় !---ওঃ ! তা যদি সম্ভব হত !

হেনা—হয়ত সম্ভব নিখিলেশ—

নিখিলেশ—(বিশ্বাস করিতে না পারিয়া) তার মানে ?

হেনা—(ব্যাগের ভিতর হইতে বাঁধা একটি কাগজের তাড়া বাহির করিল) এগুলো মল্লিনাথের Rough notes—এগুলো আমার কাছেই আছে—

শকুন্তলা---ওঃ !

নিখিলেশ---Rough notes !---মল্লিনাথের বইয়ের---তোমার কাছেই আছে ?

হেনা---হ্যাঁ, আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

নিখিলেশ---কই দেখি দেখি—

হেনা—(কাগজের তাড়াটি নিখিলেশের হাতে দিয়া) ওগুলো কিন্তু এলোমেলো ভাবে সাজান আছে---ঠিক মত সাজিয়ে নিয়ে দেখতে হবে বইটাকে খাড়া করা যায় কিনা।

নিখিলেশ---যে করে হক করতেই হবে—একাজের পেছনে আমি আমার সারাজীবন উৎসর্গ করতে রাজী আছি !

শকুন্তলা---(ব্যঙ্গের স্বরে) সারা জীবন ! সে কত সময় নিখিলেশ ?

নিখিলেশ---মানে—অবসর সময় আর কি-- তাই বা কেন--- আমার নিজের সঙ্কলন প্রকাশ এখন বন্ধ থাকবে---(মৃদু স্বরে) আমার কাছে মল্লিনাথের এটা পাওনা !

শকুন্তলা---বোধহয় তাই !

নিখিলেশ---(হেনাকে) অবশ্য একাজে তোমার সাহায্যের আমার খুবই প্রয়োজন। মল্লিনাথ তোমারও যেমন বন্ধু, তেমনি আমারও---তার মৃত্যুতে দুঃখ আমাদের দুজনেরই ! কিন্তু এখন সে শোক নিয়ে মেতে থাকলে চলবে না---চেষ্টা করে দেখতে হবে, এই লেখার ভেতর দিয়ে মল্লিনাথকে আমরা বাঁচাতে পারি কিনা !

হেনা---চল নিখিলেশ, আমার যথাসাধ্য সাহায্য আমি করব।

নিখিলেশ---তাহলে আর দেরী করে লাভ নেই হেনা---এগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে না দেখা পর্য্যন্ত আমার আর সবুর সইছে না। কোথায় বসি বল তো ? এখানে ? তার চেয়ে চল ঐ ঘরটায় যাই---শকুন্তলা, আমরা ওঘরে আছি---এস হেনা।

হেনা---তাই চল---দেখা যাক, যদি সম্ভব হয়।

নিখিলেশ---নিশ্চয় হবে, এস---(নিখিলেশ ও হেনা ভিতরের ঘরে চলিয়া গেল)

(ভিতরের ঘরে নিখিলেশ ও হেনা কাগজ-পত্র দেখিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল, এদিকে তাহাদের মন রহিল না। সম্মুখের ঘরে শকুন্তলা আরাম কেদারায় হেলান দিয়া শুইয়া পড়িলে, নিশাপতি তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া আসিল।)

শকুন্তলা---(মৃদু স্বরে) মল্লিনাথের কথা ভাবলেও মন পায় মুক্তি ! বন্দীশালা থেকে মুক্তি !

নিশাপতি—মুক্তি? তা বটে, মল্লিনাথের পক্ষে মু'ক্তই বটে!

শকুন্তলা—আমি মল্লিনাথের মুক্তির কথা বলিনি—আমি বলছিলাম আমার মুক্তির কথা! এখনও এই পৃথিবীতে এতটা সাহসের পরিচয় দেবার মত লোক আছে! এখনও এই কুৎসিত পৃথিবীতে এত সুন্দর মৃত্যু কারো হতে পারে, একথা মনে এলেই মন পায় মুক্তির স্বাদ!

নিশাপতি—(মৃদু হাসিয়া) আমার বুঝতে আর কিছু বাকী নেই শকুন্তলা—

শকুন্তলা—আমি জানি তুমি কি বলতে চাইছ নিশাপতি। তোমরা দেখছি দুজনেই সমান—তুমি আর নিখিলেশ—তোমরা দেখছি প্রত্যেকেই এক একজন বিশেষজ্ঞ!

নিশাপতি—(শকুন্তলার মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া) ওসব কথা বলে আমার চোখ তুমি এড়াতে পারবে না শকুন্তলা, তুমি ধরা পড়ে গেছ! মল্লিনাথ তোমার মনের অনেকটা জায়গা দখল করে নিয়েছে—কি বল তুমি? ঠিক বলেছি না?

শকুন্তলা—ও ধরণের প্রশ্নের জবাব আমি দিই না! তবে এটুকু জেনে রাখ, মল্লিনাথের সাহস, তাকে আমার কাছে অমর করে রাখবে! নিজের জীবনকে ইচ্ছা মত চালাবার বা উপভোগ করবার সাহস তার ছিল!—জীবনের ভোজের উৎসব থেকে ইচ্ছামত বিদায় নেবার শক্তি তার ছিল! তার-

পর তার শেষ কাজ—মৃত্যু ইচ্ছামৃত্যু হলে যে কত সুন্দর হয় তা প্রমাণ করে দিয়ে যাওয়া !—একি কম শক্তির পরিচয় ? এ সামর্থ্যের কথা ভাবতে পার নিশাপতি ?

নিশাপতি—সবই ঠিক বলেছ—তবে এক জায়গায় একটু ভুল রয়ে গেছে···—

শকুন্তলা—ভুল ?

নিশাপতি—তোমার এ ভুল আমি ভাঙ্গতাম না। কিন্তু ভুলের আয়ু বেশীদিন নয়, একদিন না একদিন তা ভাঙ্গবেই—তখন দুঃখ বাড়ে বই কমে না, তাই—

শকুন্তলা—(বাধা দিয়া) ভণিতা রেখে কি বলতে চাও বল !

নিশাপতি—মল্লিনাথের মৃত্যু ইচ্ছামৃত্যু নয়. অর্থাৎ মল্লিনাথ আত্মহত্যা করেনি—

শকুন্তলা—ইচ্ছামৃত্যু নয় ?

নিশাপতি—না, আমি তার মৃত্যুর যে গল্প তোমাদের কাছে করেছি, ঠিক সে ভাবে তার মৃত্যু ঘটে নি।

শকুন্তলা—সত্য তা হলে তুমি গোপন করেছ ?

নিশাপতি—গোপন করতে বাধ্য হয়েছি, না হলে হেনা দেবী দুঃখ পেতেন যে !

শকুন্তলা—এখন তো আর বলতে কোন বাধা নেই ?

নিশাপতি—প্রথমত মল্লিনাথ মৃত্যু-শয্যায় নয়, আমি এখানে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

শকুন্তলা—হস্‌পিটালে ?

নিশাপতি—হ্যাঁ, অজ্ঞান অবস্থায় তাকে হস্‌পিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছে।

শকুন্তলা—আর কি লুকিয়েছ বল ?

নিশাপতি—এ ঘটনা তার বাড়ীতে ঘটে নি—

শকুন্তলা—তাতে কিছু এসে যায় না—

নিশাপতি—হয়ত কিছু এসে যায়! আহত মল্লিনাথকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায় শিরিবাই-এর বাড়ীতে!

শকুন্তলা—(আরাম কেদারা হইতে উঠিতে গিয়া উঠিল না, পুনরায় শুইয়া পড়িল) এ অসম্ভব নিশাপতি! এ হতেই পারে না—আজ সে ওখানে যেতেই পারে না!

নিশাপতি—কিন্তু আজ বিকেলে মল্লিনাথকে ওখানেই দেখা গিয়েছিল। কাল রাত্রে শিরিবাই-এর বাড়ীতে ওর নাকি যথা-সর্ব্বস্ব চুরি হয়ে যায়। আজ বিকেলে পাগলের মত অবস্থায় ও শিরির বাড়ীতে যায়, জিনিস-পত্র ফেরৎ পাবার জন্যে। সেখানে দু-একজন ওকে জিগ্যেস করেছিল—কি 'হারিয়েছ—তার উত্তরে মল্লিনাথকে বলতে শোনা গিয়েছিল—আমি আমার সন্তান হারিয়েছি!—আমি আমার সন্তান হারিয়েছি!

শকুন্তলা—তা হলে এই জন্যেই সে—

নিশাপতি—(শকুন্তলাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া) প্রথমে মনে করেছিলাম লেখাটা হারিয়েই বুঝি তার ঐ অবস্থা

হয়েছে। কিন্তু এখন শুনছি লেখা সে নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তাহলে বোধ হয় টাকাকড়িব শোকেই ঐ অবস্থা হয়েছিল তার।

শকুন্তলা—তাতে কোন সন্দেহই নেই। (কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিবার পর) হ্যাঁ, তাহলে শিবির বাড়ীতে ওকে পাওয়া যায়—

নিশাপতি—হ্যাঁ, ওখানে অচৈতন্য অবস্থায় তাকে পাওয়া যায়—রিভলভাবটা পাওয়া যায় বুকপকেট থেকে—গুলিটা লেগেছে দেহের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশে—

শকুন্তলা—বুকে যখন লেগেছে—তখন গুরুত্বপূর্ণ বলতে হবে বই কি—

নিশাপতি—মৃত্যু তার হয়েছে অতি কুৎসিত ভাবে, শকুন্তলা—গুলি তার বুকে লাগেনি, লেগেছে তলপেটে !

শকুন্তলা—(নিশাপতির দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) এ কথাটাও লুকিয়েছিলে ! বলতে পার নিশাপতি, আমার ওপর এমন কি অভিশাপ আছে ? আমি যাকে স্পর্শ করি সেই হয়ে নীচ, কুৎসিত !

নিশাপতি—এখনো আর একটা কুৎসিত ব্যাপার বাকী আছে, শকুন্তলা—

শকুন্তলা—কি ?

নিশাপতি—তার কাছ থেকে যে রিভলভারটা পাওয়া গেছে—

শকুন্তলা—(উদ্‌গ্রীব হইয়া) সেটা কি ?

নিশাপতি—সে রিভলভারটা নিশ্চয় সে চুরি করেছে।

শকুন্তলা—(সচকিত হইয়া) চুরি করেছে ! কখনো না—একথা মিথ্যে ! চুরি সে করেনি ! করতে পারেনা !

নিশাপতি—চুরি ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সে এ রিভলভার পেতে পারে না—চুপ !

(ভিতরের ঘর হইতে নিখিলেশ ও হেনা প্রবেশ করিল। নিখিলেশের হাতে কাগজ-পত্র।)

নিখিলেশ—নাঃ, ওঘরের আলোতে কিছু দেখা যাচ্ছে না—একে পেন্সিলে লেখা, তার ওপর ছোট। এঘরে বসে কাজ করলে, তোমাদের অসুবিধে হবে না তো ?

শকুন্তলা—অসুবিধে আর কি ! (নিখিলেশকে লিখিবার টেবিলের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া) দাঁড়াও, টেবিলটা একটু পরিষ্কার করে দিই—জিনিস-পত্রগুলো না সরিয়ে দিলে জায়গা হবে না—

নিখিলেশ—না, না, তোমায় আর কষ্ট করতে হবে না—যথেষ্ট জায়গা রয়েছে—

শকুন্তলা—(ক্রোধ মিশ্রিত স্বরে) আমার চেয়ে বেশী জান তুমি ! পরিষ্কার না করে দিলে, ওখানে বসে কাজ করা যাবে না—

(শকুন্তলা লিখিবার টেবিলের নিকটে আসিয়া, টেবিলের উপরে রাখা কয়েকখানি স্বরলিপির বই ও পুরাতন সংবাদ-পত্রের সহিত-

গোপনে দেরাজের মধ্য হইতে একটি বস্তু বাহির করিয়া লইয়া দ্রুত পদে ভিতরের ঘরে চলিয়া গেল। নিখিলেশ ও হেনা আসিয়া ঐ টেবিলের ধারে বসিয়া তাহাদের কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। শকুন্তলা জিনিস-পত্র ভিতরের ঘরের পিয়ানোর উপর রাখিয়া এই ঘরে ফিরিয়া আসিল।)

শকুন্তলা—(হেনার পিছনে আসিয়া, তাহার কেশের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে) কিরে হেনা, কি মনে হচ্ছে? বইটাকে দাঁড় করানো যাবে তো?

হেনা—(হতাশা ব্যঞ্জক স্বরে)—আশা বড় কম—সব ঠিক মত সাজিয়ে নিতেই বেশ সময় লেগে যাবে।

নিখিলেশ—সফল আমাদের হতেই হবে! তুমি হতাশ হয়ো না হেনা, কাগজ-পত্র আমি ঠিক সাজিয়ে নিতে পারব—এ কাজটা আমার ভালই আসে—

(শকুন্তলা ঐ স্থান হইতে সরিয়া আসিয়া ছোট টুলটির উপর বসিলে, নিশাপতিও নিকটে সরিয়া আসিয়া, আরাম কেদারার হাতলের উপর ভর দিয়া ঈষৎ অবনত হইয়া, তাহার সহিত মৃদুস্বরে কথোপকথন আরম্ভ করিয়া দিল)

শকুন্তলা—(মৃদু স্বরে) ভাল কথা, তখন বিভলভারটা সম্বন্ধে কি বলছিলে?

নিশাপতি—(মৃদু স্বরে) মল্লিনাথ নিশ্চয় ওটা চুরি করেছিল—

শকুন্তলা—হঠাৎ এ সন্দেহ তোমার কি করে হল?

নিশাপতি—চুরি ছাড়া অন্য কোন উপায়ে মল্লিনাথ ওটা পেতে পারে না!

শকুন্তলা—তাই নাকি!

নিশাপতি—মল্লিনাথ আজ সকালে এখানে এসেছিল না?

শকুন্তলা—এসেছিল বলেই তো মনে হচ্ছে!

নিশাপতি—এঘরে তুমি তার সঙ্গে একা ছিলে?

শকুন্তলা—তা কিছুক্ষণ ছিলাম বই কি!

নিশাপতি—কোন সময়ে তাকে ঘরে একা রেখে বাইরে যাওনি?

শকুন্তলা—না।

নিশাপতি—তোমার রিভলভার-কেসটা সে সময় কোথায় ছিল?

শকুন্তলা—আমি দেরাজের মধ্যে—

নিশাপতি—(কথা শেষ করিতে না দিয়া) চাবি দিয়ে রেখেছিলে?

শকুন্তলা—না।

নিশাপতি—মল্লিনাথ চলে যাওয়ার পর একবারও পরীক্ষা করে দেখেছ কি রিভলভার দুটো ঠিক আছে কি না?

শকুন্তলা—না।

নিশাপতি—আর দেখবার কোন প্রয়োজন নেই।—সেটা রায় সাহেবের রিভলভার—অনেকদিন পর ঐ অগ্নি-বাণটির দেখা পেয়েছিলাম, কাল তোমার এখানে।

শকুন্তলা—সঙ্গে নিয়ে এসেচ ?

নিশাপতি—না, সেটা আছে পুলিসের জিম্মায়—

শকুন্তলা—পুলিস ওটা নিয়ে করবে কি ?

নিশাপতি—মালিককে খুঁজে বার করার চেষ্টা করবে—

শকুন্তলা—বার করতে পারবে বলে মনে হয় ?

নিশাপতি—(শকুন্তলার দিকে আরও অবনত হইয়া, আবেগ-ভরে) না, রায়সাহেব-নন্দিনী, শকুন্তলা রায় ! আমি যতক্ষণ কিছু না বলছি পুলিসের সাধ্য কি মালিককে খুঁজে বার করে !

শকুন্তলা—(ভীত স্বরে) আর তুমি যদি কোন কথা না বল তা হলে ?

নিশাপতি—পুলিস ধরে নিতে বাধ্য হবে রিভলভারটা এখান থেকে চুরিই হয়েছিল—আর সে চুরিতে তোমার কোন হাত ছিল না !

শকুন্তলা—(নিশাপতির দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, দৃঢ় স্বরে) তোমাকে সহ্য করা ! অসম্ভব ! তার চেয়ে মৃত্যু ভাল !

নিশাপতি—মুখে বলে অনেকেই !—কাজে করার সাহস কটা লোকের আছে ?

শকুন্তলা—মনে কর রিভলভারটা চুরি হয়নি—ধরে নাও তার মালিকের সন্ধান পাওয়া গেল—তারপর ?

নিশাপতি—তারপর আর কি ! তারপর কেলেঙ্কারি !

শকুন্তলা—কেলেঙ্কারি ?

নিশাপতি—হ্যাঁ, কেলেঙ্কারি—যে কেলেঙ্কারিকে তোমার এত

ভয়! তুমি আর শিরিবাই, তুজনেরই কোর্টে উপস্থিতির প্রয়োজন হবে। মল্লিনাথের মৃত্যুটা আকস্মিক তুর্ঘটনা, অথবা হত্যা, কোন পর্য্যায়ের মধ্যে পড়ে, এটা জানবার প্রয়োজন হবে। জানবার প্রয়োজন হবে, কি করে মল্লিনাথ আহত হয়েছিল? শিরিবাইকে ভয় দেখাবার জন্মে রিভলভার বার করার সময়?—না শিরিবাই, মল্লিনাথের হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নিয়ে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছিল?-- যতদূর মনে হয় শেষেরটাই সম্ভব---যাই হোক---এসব কথা জানবার জন্মে প্রয়োজন হবে শিরির জবানবন্দীর---

শকুন্তলা---কিন্তু আমার সঙ্গে এসবের কোন সম্পর্ক নেই!

নিশাপতি—তা নেই বটে—তবে তোমাকেও একটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে---কেন তুমি মল্লিনাথের হাতে রিভলভার তুলে দিয়েছিলে? আর সে প্রশ্নের উত্তর যদি তোমাকে দিতে হয়---লোকে তোমার সম্বন্ধে কি ধারণা করবে বুঝতেই পারছ!

শকুন্তলা---(মস্তক অবনত করিয়া) আশ্চর্য্য? একথাটা একবারও আমার মনে হয় নি!

নিশাপতি---অবশ্য আমার মুখ থেকে যতক্ষণ না পর্য্যন্ত কোন কথা বার হচ্ছে, ততক্ষণ তোমার বিপদের কোন আশঙ্কাই নেই।

শকুন্তলা—(মুখ উপরে তুলিয়া) অর্থাৎ তুমি আমাকে একেবারে মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছ! আমি এখন সম্পূর্ণরূপে তোমার আয়ত্তাধীন!

নিশাপতি—(আবেগ ভরে) বিশ্বাস কর কুন্তী, আমি আমার ক্ষমতার অপব্যবহার করব না।

শকুন্তলা—তুমি সুযোগের অপব্যবহার কর, বা না কর, তাতে কিছু এসে যায় না—আমি এখন তোমার আয়ত্তাধীন! কেমন? তোমার ইচ্ছায় আমাকে চলতে হবে! তোমার দাবী আমাকে পূর্ণ করতে হবে! অর্থাৎ আমি তোমার একজন ক্রীতদাসী—শুধুই একজন ক্রীতদাসী, তা ছাড়া আর কিছুই নয়!—না, এ হতেই পারে না!—জান নিশাপতি, এ চিন্তাও আমার কাছে অসহ্য! (আরাম-কেদারা হইতে উঠিয়া পড়িল)

নিশাপতি—(শকুন্তলার দিকে ব্যঙ্গভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) কিন্তু যা অবশ্যম্ভাবী তাকে সহ্য করতেই হবে! এখন সামান্য কষ্ট হবে বটে, কিন্তু দুদিন বাদেই সব ঠিক হয়ে যাবে!

শকুন্তলা—(নিশাপতির দিকে তীব্র ব্যঙ্গের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) কি জানি, হয়ত হয়ে যাবে! (নিখিলেশের পিছনে আসিয়া) কি মনে হচ্ছে নিখিলেশ, পারবে?

নিখিলেশ—এখনো জোর করে কিছু বলা যায় না। যদিও বা সম্ভব হয়—বেশ কিছু সময় লাগবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শকুন্তলা—(নিখিলেশের কথা বলার রীতি অনুকরণ করিয়া) বেশ কিছু সময় লাগবে—আশ্চর্য্য! (হেনার পিছনে আসিয়া) কিরে হেনা, তোর বেশ অদ্ভুত ঠেকছে, না? একদিন তুই আর মল্লিনাথ, পাশাপাশি বসে কাজ করতিস্—আর আজ

তুই আর নিখিলেশ, ঠিক সেই ভাবেই পাশাপাশি বসে কাজ করছিস !

হেনা—মল্লিনাথ আমার কাছ থেকে পেত প্রেরণা, নিখিলেশও কি—?

শকুন্তলা—(প্রশ্ন শেষ করিতে না দিয়া) নিখিলেশও পাবে—তবে কিছু সময় লাগতে পারে।

নিখিলেশ—সত্যি শকুন্তলা, হেনা পাশে আছে দেখেই একাজে হাত দিতে ভরসা পাচ্ছি।

শকুন্তলা—(অল্প ইতস্ততঃ করিয়া) আমার সাহায্যের কোন প্রয়োজন আছে কি ?

নিখিলেশ—(তাহার দিকে না চাহিয়াই) কিছু মাত্র না—তুমি তার চেয়ে বরং নিশাপতির সঙ্গে গল্প কর। (নিশাপতির দিকে চাহিয়া) কি হে নিশাপতি ! তোমার সঙ্গদানে শকুন্তলা দেবীর আনন্দ-বর্দ্ধন করবার একটা সুযোগ তোমাকে দেওয়া গেল—এ সুযোগের অপব্যবহার করবে না আশা করি।

নিশাপতি—(শকুন্তলার দিকে তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) তুমি কি যে বল ! যে সুযোগ লোকে সাধ্য সাধনা করে পায় না, আমি করব সে সুযোগের অপব্যবহার !

শকুন্তলা—ধন্যবাদ ! কিন্তু আমার শরীরটা বড় ক্লান্ত লাগছে—একটু বিশ্রামের দরকার। (নিখিলেশকে) আমি ওঘরে আছি, দরকার হলে ডেক।—

নিখিলেশ—আচ্ছা।

(শকুন্তলা পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরের ঘরে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে পাশের ঘর হইতে পিয়ানোর আওয়াজ শোনা গেল—পিয়ানোয় বাজিতেছে জয়োল্লাসপূর্ণ নৃত্যছন্দের সুর)

হেনা—(চমকিত হইয়া) এ কি !

নিখিলেশ—(দুই ঘরের মধ্যবর্ত্তী দরজার নিকটে আসিয়া) এ কি করছ শকুন্তলা ? আজ এ সুর কানে বড় বেসুরো ঠেকছে—অন্য কিছু বাজাও ! আজ এ বাড়ীতে মৃত্যুর আসর—মল্লিনাথের মৃত্যু, ছোট পিসিমার মৃত্যু—

শকুন্তলা—(বাজনা বন্ধ করিয়া উঠিয়া আসিল) কিন্তু এখনো তো বাকী আছে অনেকে ! বড় পিসিমা আছেন, তুমি আছ, দুনিয়া শুদ্ধ সমস্ত লোক বেঁচে আছে এখনো ! সব যেদিন মরে যাবে, সেদিন আমার এই বাজনা থামবে ! (ফিরিয়া গিয়া পুনরায় বাজাইতে আরম্ভ করিল)

নিখিলেশ—(ফিরিয়া আসিয়া) আজ তোমরা ওকে ক্ষমা কর ভাই, দু-দুটো মৃত্যু ওকে অভিভূত করে ফেলেছে—মরণকে ও কোন কালেই সহ্য করতে পারে না ! (হেনার দিকে ফিরিয়া) শকুন্তলার এই মনের অবস্থা, এ সময় আমরা যদি এখানে আমাদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি, তাহলে ওর মন আরো খারাপ হয়ে যাবে—তার চেয়ে কাল থেকে আমরা পিসিমার বাড়ীতে গিয়ে কাজ করব।

শকুন্তলা—(ভিতরের ঘর হইতে উচ্চৈঃস্বরে) আমি তোমার কথা শুনতে পেয়েছি নিখিলেশ—তোমরা না হয় ওবাড়ীতে

গিয়ে কাজ করলে—কিন্তু আমার নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা কাটবে কি করে বলতে পার ?

নিখিলেশ—কেন—নিশাপতি রোজ সন্ধ্যাবেলা এখানে আসবে।—আসবে না নিশাপতি ?

নিশাপতি—নিশ্চয় আসব—এত আমার অপরিসীম সৌভাগ্য !—তুমি কিছু ভেব না নিখিলেশ, কোথা দিয়ে যে ওঁর সময় কাটবে, তা উনি জানতেও পারবেন না ! (ভিতরের ঘরের দিকে ফিরিয়া, শকুন্তলার উদ্দেশ্যে) আর তা ছাড়া আমাদের দুজনের বনিবনাও হবে ভাল—কি বলেন, মিসেস চ্যাটার্জ্জী ?

শকুন্তলা—আপনার অসীম ক্ষমতার পরিচয় আমি পেয়েছি নিশাপতি বাবু ! আমি জানি, আমি আপনার আয়ত্তাধীন !
(ভিতরের ঘর হইতে গুলির আওয়াজ শোনা গেল)

নিখিলেশ—দেখেছ, বারণ করলে শোনে না ! আবার সেই ছুটো রিভলভার নিয়ে নাড়াচাড়া করছে—(পর্দ্দা সরাইয়া নিখিলেশ ও তাহার পিছনে ছেনা ভিতরের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল, শকুন্তলার প্রাণহীন দেহ সোফার উপর পড়িয়া আছে। দক্ষিণ দিক হইতে ত্রস্ত পদে মঙ্গলাকে প্রবেশ করিতে দেখা গেল।)

নিখিলেশ—(উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া) নিশাপতি, শকুন্তলা আত্মহত্যা করেছে—নিজের হাতে সে নিজেকে গুলি করে মেরেছে—নিজের মাথা লক্ষ্য করে সে গুলি ছুঁড়েছে !

নিশাপতি—(আরাম-কেদারার হাতলের উপর ভর দিয়া বসিয়া পড়িল, প্রায় অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত অবস্থা) এ কি করলে শকুন্তলা। এমন কাজও কেউ করে !

যবনিকা।